পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 290 Thursday, 19 September, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২৯০ সংখ্যা ✱ ২ আশ্বিন ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘কালীঘাট চলো’ ডাক দিল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ গত ২৭ আগস্ট ছাত্রসমাজের নবান্ন অভিযানে পুলিশি হামলার অভিযোগে পরের দিন ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছিল বিজেপি। তারপরই ত্রিফলা অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেছিলেন, এবার পতাকা ছাড়া একদিনে লালবাজার, কালীঘাট, নবান্ন অভিযান করুন। শুভেন্দুর সেই ত্রিফলা অভিযান কবে হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পদ্মশিবির সূত্রের খবর, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ‘কালীঘাটে চলো’ অভিযানে নামছে বিজেপি। ইতিমধ্যে দলের তরফে এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে অনুমতিও চাওয়া হয়েছে। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন। সে

২৫ তারিখ মিছিলের জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চাইলেন শুভেন্দুরা

কারণেই বিজেপি কালীঘাট বা হাজরা চলোর ডাক দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি মিলবে না ধরে নিয়েই ইতিমধ্যে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করেছে

পদ্মশিবির। হঠাৎ ‘কালীঘাট চলো’ ডাক দেওয়া হল কেন? সূত্রের খবর, আরজি করে ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে এই অভিযানে নামতে চলেছে গেরুয়া শিবির। এজন্য ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকায় মিছিল ও পথসভার আয়োজনও করছে বিজেপি। এদিন দমদমের মহামিছিলে থাকার কথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। একইভাবে কাঁথির মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন শুভেন্দু অধিকারী। দলীয় সূত্রের খবর, এই পথসভা মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে সই সংগ্রহও করবেন বিজেপির নেতা, কর্মীরা। ২৩ সেপ্টেম্বর ঝাঁটা এবং গঙ্গাজল নিয়ে রাজ্যের প্রতিটি থানা সাফাই অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপির মহিলা মোর্চা। তার একদিনের ব্যবধানেই হবে কালীঘাট অভিযান। এছাড়াও পুজোর সময়ও আরজি কর ইস্যুকে বাঁচিয়ে রাখতে বুক স্টলে সই সংগ্রহ করবেন বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা। সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে এক কোটি সই সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বিজেপি। তা পূরণের পর সেই সইপত্র নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররাও হাজির হবেন রাজ্যপালের কাছে।

‘এক দেশ এক নির্বাচন’-এ অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

মোদির সবুজ সংকেতকে লাল পতাকা দেখাল ইন্ডিয়া জোট

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ২৪-এর লোকসভা ভোট মিটতে না মিটতেই বিরাট চমক দিল কেন্দ্রীয় সরকার। আজ বুধবার ‘এক দেশ এক নির্বাচন’-এর বিষয়টিকে অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা। আজ বুধবার এমনই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।’ অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেন, ‘‘রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশই এক দেশ এক নির্বাচনের উদ্যোগকে সমর্থন করেছে। যখন তারা উচ্চ পর্যায়ের সভাগুলির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, তখন তারা খুব সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে এবং অনেক স্পষ্টতার সাথে তাদের ইনপুট দেয়। আমাদের সরকার দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্র এবং জাতিকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলিতে ঐকমত্য তৈরিতে বিশ্বাস করে। এটি এমন একটি বিষয়, এমন একটি বিষয় যা আমাদের জাতিকে শক্তিশালী করবে।’’ দেশে বিধানসভা ও লোকসভা ভোট একসঙ্গে করার পথ এখন সহজ হয়েছে। এক দেশ এক নির্বাচনের প্রস্তাব আজ অনুমোদন দিয়েছে মোদি মন্ত্রিসভা। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটির রিপোর্টের পর মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। গত মেয়াদ থেকেই এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে সিরিয়াস ছিল মোদি সরকার। প্রধানমন্ত্রী মোদি বহুবার এক দেশ এক নির্বাচনের কথা বলেছেন এবং নির্বাচনী জনসভায়ও বলেছেন। সম্প্রতি এনডিএ সরকারের ১০০ দিন পূর্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ এক দেশ এক নির্বাচনের এনডিএ-র সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করেন। বিলটি এখন সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা হবে। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন সময়ে দেশের বিধানসভা নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এক দেশ এক নির্বাচন মানে সারা দেশে লোকসভা ও বিধানসভা একসঙ্গে নির্বাচন। অর্থাৎ, ভোটাররা লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচনের জন্য একই দিনে, একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমে তাদের ভোট দেবেন। ভারতে একযোগে ভোটদানের ইতিহাস ১৯৫১-৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে। সেই সময় লোকসভা এবং সমস্ত রাজ্য বিধানসভার জন্য একসঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত। ১৯৫৭, ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত তিনটি সাধারণ নির্বাচনে এই প্রথা অব্যাহত ছিল। তবে, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে একযোগে নির্বাচনের চক্রটি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, যখন কিছু রাজ্য বিধানসভা অকালে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭০ সালে লোকসভাও অকাল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে একসঙ্গে নির্বাচনের রীতি আর চাঙ্গা হয়নি। শুধু একসঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল, এর জন্য কোনো আইনি বিধান ছিল না, এই প্রথা ভাঙার কোনো আইনও ছিল না। অন্যদিকে ‘এক দেশ, অভিন্ন ভোটের’ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার অনুমোদনকে ‘গণতন্ত্র-বিরোধী বিজেপি’র ‘সস্তা চমক’ বলে ব্যাখ্যা করল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। একইসঙ্গে বুধবারই ইন্ডিয়া জোটের মুখ্য শরিকদল কংগ্রেসও মন্ত্রিসভার সবুজ সংকেতকে লাল পতাকা দেখিয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের ১৫টি দল কেন্দ্রের এই নীতির বিরোধী। হরিয়ানার নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেন, ‘‘আমরা একে সমর্থন করছি না। আমাদের দেশের মতো গণতন্ত্রে এ নীতি কার্যকর হবে না। গণতন্ত্রকে বাঁচাতে যেখানে যখন প্রয়োজন, তখন নির্বাচন করতে হবে।’’ কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল বলেন, ‘‘এটা কোনও বাস্তবসম্মত পথ নয়। এদেশের পক্ষে উপযোগী নয়। আসলে বিজেপি চাইছে বর্তমান সমস্যা থেকে দেশের মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখতে।’’ তৃণমূলের রাজ্যসভা সদস্য ডেরেক ও’ব্রায়েন এদিন এক এক্সবার্তায় বলেন, ‘এটা প্রধানমন্ত্রী মোদি-অমিত শাহর একটি অতুলনীয় জুমলা।’ একে গণতন্ত্র-বিরোধী বিজেপির অত্যন্ত সস্তা চমক বলেন ডেরেক। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীরের ভোটের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভোট ঘোষণা হল না কেন? তার কারণ হল, এই জুনের বাজেটে মহারাষ্ট্রের সরকার লেড়কি বহিন যোজনা ঘোষণা করেছে। কিন্তু, প্রথম কিস্তির টাকা জমা পড়েছে আগস্টে। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আসবে অক্টোবরে। আপনারা তিন রাজ্যের ভোট একসঙ্গে করতে পারেন না, আবার গোটা দেশের ভোট একসঙ্গে করবেন! আমাদের বলুন, রাজ্য বিধানসভার মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করে কী করে সংবিধান সংশোধন করা যায়’’, প্রশ্ন ডেরেকের। ইন্ডিয়া জোটের আরেক শরিক সিপিএম নেতা তথা কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেন, ‘‘এক দেশ, অভিন্ন ভোট ব্যবস্থা দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করবে। এটা বিজেপির গোপন কর্মসূচি যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সঁপে দেওয়া যায়। এতে বোঝা যায়, গত লোকসভা ভোটে যে ধাক্কা বিজেপি খেয়েছে, তাতেও তাদের শিক্ষা হয়নি।’’

নিজের রাজ্যকে বাঁচাতে ডিভিসির জল ছাড়ছে ঝাড়খণ্ড

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ বাংলার বন্যার জন্য ফের ডিভিসিকেই দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার হুগলির পরশুড়ায় পরিদর্শনে গিয়ে ডিভিসির ওপর কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলার ক্ষতি করছে ডিভিসি। ইচ্ছা করে বাংলার ক্ষতি করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। এটি একটি ম্যানমেড বন্যা।’’ কেন্দ্রের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকারকেও নিশানা করেন করে তিনি বলেন, ‘‘নিজেদের রাজ্যকে বাঁচাতে ডিভিসি জল ছাড়ছে ঝাড়খণ্ড। আর তাতে বাংলা ডুবছে। সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে

মমতার নিশানায় হেমন্ত

আলোচনার জন্য হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছিল, এমনটাই দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ডিভিসি থেকে প্রায় দেড় লক্ষ কিউসেক জল এক সঙ্গে ছাড়ার ফলে হাওড়ার নিম্ন দামোদর এলাকায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উদয়নারায়ণপুর এবং আমতায় দামোদর এবং মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল এখন বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। উদয়নারায়ণপুরে নদী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে বুধবার ভোর থেকে জল বাঁধ টপকে ঢুকে পড়েছে। আমতার ভাটোরা দ্বীপ এলাকার বেশ কিছু জায়গায় মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল হু-হু করে ঢুকছে। পুজোর আগে বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে বেশ কয়েক দিন ধরে। তার মধ্যে মমতা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরেজমিনে বন্যাবিধ্বস্ত কিছু এলাকা পরিদর্শন করে দেখার। জানা গিয়েছে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন হুগলির পর মেদিনীপুরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে আজ রাতে থাকবেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঘাটাল পরিদর্শনে যাবেন তিনি। গত কয়েক দিনে লাগাতার বৃষ্টি আর ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে বন্যা কবলিত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। দামোদর নদে অতি প্লাবনের ফলে বন্যা কবলিত জেলা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার হাওড়া, হুগলির মতো জেলাগুলি পরিদর্শনে যাওয়ার কথা জানানো হয় রাজ্য প্রশাসনের তরফে। এ দিন মমতা এলাকা ছাড়তেই বিক্ষোভ শুরু বন্যা দুর্গতদের। কেউ কেউ তো মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই নিজেদের ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রীকে একজন বলেন, ‘‘একটা ত্রিপল পর্যন্ত আসেনি। খাবার পর্যন্ত আসেনি।’’ আরএক মহিলা বলেন, ‘‘আমরা প্রতিবছর বন্যায় ভুগি।’’ উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি জানি। জল ছাড়ছে তো…’’। অপরদিকে হরিহর থানার এলাকার এক ব্যক্তি গোপাল জানা আবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলেননি। ওই ব্যক্তি বললেন, ‘‘মাইকে অঞ্চল থেকে হেঁকে যাচ্ছে উঁচু জায়গায় ঠাঁই নাও। কিন্তু যাবটা কোথায়? একটা ত্রিপল নেই কিচ্ছু নেই। দিদি এলেন। নামলেন। সব মহিলাদের সঙ্গে কথা কি বলেছেন? আর নেতাগুলো একবার আসে।’’ আরও এক মহিলা অভিযোগ করে বললেন, ‘‘উনি যে এলেন একবার দাঁড়িয়ে অন্তত দেখতে পারতেন। উনি সাহায্য করবেন না? নাকি আমরা হড়কা বানে ভেসে যাব। বাঁধটা অন্তত ঠিক করে দিন। উনি এলেন আর টাটা-বাইবাই করে চলে গেলেন। এলাকার আরও এক মহিলা বলেন, এসে দাঁড়িয়ে তো দেখতে হবে? জোর হাত করে এসে চলে গেলে হবে?’’ এদিন দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার হাওড়া এবং হুগলির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। হুগলি থেকে মেদিনীপুরে যান তিনি। মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে রাতে থাকতে পারেন মমতা। বৃহস্পতিবারও ওই জেলার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করবেন তিনি। বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসিকেই দুষেছেন মমতা। ঝাড়খণ্ড থেকে কয়েক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ফলে বৃষ্টি কমে যাওয়ার পরেও দক্ষিণবঙ্গ প্লাবিত। ঘাটালে গিয়ে মমতা বলেন, ‘‘ঘাটালে আমরা যে পর্যন্ত এসেছি, তার পর আর যাওয়া যাচ্ছে না। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। এ বারে জল বেশি ছাড়া হয়েছে। ২০০৯ সালের পর এত জল আর ছাড়া হয়নি। ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলে ডিভিসি ঝাড়খণ্ডকে বাঁচায়। সব জল ছেড়ে দেয়। আমরা এ বারে হাত জোড় করে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সাড়ে তিন লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। আমরা স্তম্ভিত। এটা ‘ম্যান মেড’ বন্যা। বাংলাকে ইচ্ছা করে বঞ্চনা করা হচ্ছে। ২০ বছর ধরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পড়ে আছে। রাজ্য সরকার করছে। অন্তত দু’বছর লাগবে কাজটা করতে। দেড় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প।’’

‘১৪ দিনের মধ্যেই পদক্ষেপ’, জুনিয়র চিকিৎসকদের বড় বার্তা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের এবার কাজে ফেরার আবেদন জানালেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরাপত্তা নিয়ে ডাক্তারদের দাবি প্রথম দিন থেকেই সমর্থন করেছেন বলেও উল্লেখ করেন। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ডাক্তারদের অধিকাংশ দাবিই যুক্তিসঙ্গত। কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে দ্রুত কাজে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, বুধবার আবারও জুনিয়র চিকিৎসকদের তরফে মুখ্যসচিবের কাছে একটি ইমেল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বলেছিলেন, অভিযুক্তকে এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত। যখন ঘটনার প্রতিবাদে শহরের বুকে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, তখনও তিনি তাকে সমর্থন করেছেন। এবার ডাক্তাররা দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তাকে সমর্থন করেছেন অভিষেক। তবে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে না ফেরায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে, বিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে, এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে সরব হয় রাজ্য সরকার। নবান্নের সভাঘর থেকে শুরু করে কালীঘাট-ভিডিয়ো স্ট্রিমিং নিয়ে জটিলতা কাটিয়ে শেষমেশ বৈঠকও হয় ‘সদর্থক’। মঙ্গলবারে কালীঘাটের বৈঠকে জুনিয়র ডাক্তারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিও রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিনীত গোয়েলকে পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ করা হবে, তার ব্যাখ্যাও সুপ্রিম কোর্টে দিয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল। যদিও সুপ্রিম কোর্টে স্পষ্ট হয় না, জুনিয়র চিকিৎসকরা কবে কাজে ফিরছেন? তাঁদের আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিং স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলেই কাজে ফিরবেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। দিনটা কবে, তা স্পষ্ট হয়নি। এই পরিস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন, অতীতের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সংবেদনশীলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু এবার চিকিৎসকদের উচিত কাজে ফেরা।

রাহুলকে খুনের হুমকি! পুলিশের দ্বারস্থ কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ প্রাণসংশয় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির। কংগ্রেস সাংসদকে নাকি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন এক বিজেপি নেতা। বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে দিল্লি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করল কংগ্রেস। অভিযোগে কংগ্রেস জানিয়েছে, একাধিক বিজেপি ও এনডিএ শরিকের নেতা রাহুল গান্ধিকে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে। রেল প্রতিমন্ত্রী রভনীত সিং বিট্টু থেকে শুরু করে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী রঘুরাজ সিং, তরবিন্দর সিং মারওয়াহ, শিবসেনা নেতা সঞ্জয় গাইকোয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি নেতা তরবিন্দর সিং সম্প্রতিই একটি জনসভায় বলেছেন, ‘‘রাহুল গান্ধি নিজের আচরণ শোধরান, নাহলে ওঁর অবস্থাও দিদার মতো হবে।’’ রেল প্রতিমন্ত্রী রাহুল গান্ধিকে দেশের এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী বলে আক্রমণ করেছেন। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় গাইকোয়াদ আবার সুপারি দিয়েছেন যে রাহুল গান্ধির জিভ যে ছিঁড়ে আনতে পারবে, তাকে ১১ লক্ষ টাকা দেবেন।

পদ গেলেও রেহাই পাচ্ছেন না বিনীত গোয়েল, হাইকোর্টে জিইয়ে রইল মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ সদ্য পদ থেকে সরানো হয়েছে বিনীত গোয়েলকে। জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি মেনে পুলিশ কমিশনার পদ থেকে তাঁকে সরানোর কথা ঘোষণা করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর এডিজি পদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তারপরও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অস্বস্তি কাটল না। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা জিইয়ে রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। বিনীত গোয়েল মামলায় সিবিআই-এর কাছে জানতে চায় আদালত। হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। একই সঙ্গে তিলোত্তমার ছবি ব্যবহার করা ও কুমন্তব্যের অভিযোগে তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জমা পড়ে কলকাতা হাইকোর্টে। সিবিআই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের কাছে এদিন এই রিপোর্ট জমা দেয়। মামলাকারীর হয়ে আইনজীবী মহেশ জেটমালানি বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। তিনি উল্লেখ করেন বিনীত গোয়েল নিজেই নির্যাতিতার নাম বলেছেন। এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হোক বলে আর্জি জানান তিনি। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা পাঠানোর দাবিও জানানো হয়েছে। আইনজীবীর প্রশ্ন, সুপিরিয়র পোস্টে থেকেও কীভাবে নাম উল্লেখ করতে পারেন নির্যাতিতার? প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে এর উত্তর চাওয়ার আর্জি জানান জেটমালানি। মহেশ জেঠমালানি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেন, ‘‘যাঁকে সিপি পদ থেকে অপসারণের দাবিতে মামলা দায়ের হয়েছিল, সেই বিনীত গোয়েলের তো পদোন্নতি হয়ে গেল! সিপি থেকে এখন তো উনি এডিজি!’’ সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানান বিনীতের আইনজীবী। আদালতকে তিনি বলেন, ‘‘ইতিমধ্যে তাঁকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তাই এই আবেদনের কোনও গুরুত্ব নেই।’’ তবে এই মামলার বিষয়ে এদিন কোনও মন্তব্য করেননি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। আদালত জানিয়েছে, আরজি কর সংক্রান্ত সমস্ত মামলা যেহেতু সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন তাই জুডিশিয়াল প্রটোকল মেনে হাইকোর্টে মামলার শুনানি মুলতবি থাকবে। ২৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিমকোর্টে এই মামলার শুনানি রয়েছে। শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশের পর প্রয়োজনে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলাগুলির শুনানির আবেদন করা যাবে। প্রসঙ্গত, আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রী খুনের ঘটনায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে অনড় ছিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি মেনে মঙ্গলবার বিকেলে বিনীতকে সরিয়ে পুলিশ কমিশনারের পদে মনোজ বর্মাকে এনেছে রাজ্য। বিনীতকে পাঠানো হয়েছে টাস্ক ফোর্সের এডিজি পদে। তবে সিপি পদ থেকে সরলেও এখনও ঘুরে ফিরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সেই বিনীত গোয়েলই।

সাসপেন্ড করা হল টালা থানার ওসিকে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। আজ তাকে অফিসার ইন চার্জ অর্থাৎ ওসির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এর আগেই আরজি কর খুন ও ধর্ষণের কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাকে। সন্দীপ ঘোষকেও একইদিনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গ্রেফতার করার পরেরদিনই তাদের শিয়ালদহ আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইসময় আদালত চত্বরে চূড়ান্ত নিরাপত্তা থাকার পরও তাদের দেখে ‘বাংলার কলঙ্ক’ বলে স্লোগান ওঠে। জুতোও দেখানো হয় তাদের।

আপাতত ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারা জেল হেফাজতে রয়েছেন। সম্প্রতি অভিজিৎ মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন পদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা। কিন্তু, আজই তাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হল। নিয়মমতে পুলিশের সঙ্গে অফিসিয়ালি তার আর কোনও যোগসূত্র থাকলো না। নিয়মমাফিক সিবিআই কোনও পুলিশ অফিসারকে গ্রেফতার করলে তাকে সাসপেন্ড করতেই হয়। এই ক্ষেত্রেও সেই নিয়মই মানা হয়েছে। আরজি কর কাণ্ডের সময় তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সিবিআই দাবি করেছে যে, সব জেনেশুনেও ইচ্ছে করে ঘটনার দিন কোনও পদক্ষেপ নেননি তিনি। দেরিতে এফআইআর দায়ের করার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

জুনিয়র ডাক্তারদের ২ দাবি মানল রাজ্য, কার্যকর করতে চাইল সময়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের তিনদিনের মাথায় বুধবার দ্বিতীয়বার রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠক বসে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। তবে এখনও কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সম্ভাবনা নেই। ডাক্তারদের সাফ কথা, ভয়ের পরিবেশ দূর না হলে কাজ যোগ দেবেন না তাঁরা। এদিন জুনিয়র ডাক্তারদের দুটি দাবি মেনে নিল রাজ্য। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির পাশাপাশি নিরাপত্তা দেওয়া, এবং থ্রেট কালচার বন্ধের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে সহমত হয়েছে রাজ্য। তবে এই দাবিগুলো কার্যকর করতে কিছুটা সময় চেয়ে নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। এদিন মুখ্য সচিবের উপস্থিতিতে প্রায় ২ ঘণ্টা এই বৈঠক চলে। অন্যদিকে জুনিয়র চিকিৎসকরা নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে যাওয়ার পরই, সল্টলেকের ধর্না মঞ্চ থেকে বেশকিছু টেবিল ফ্যান গাড়ি করে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া হয়েছে! আমজনতা থেকে শুরু করে বিশিষ্ট মহল, সবাই একজোট হয়ে ডাক্তারদের এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। স্বাস্থ্যভবনের সামনে লাগাতার ধর্না করা জুনিয়র ডাক্তারদের কোনও দিন খাবার বা অন্য কিছুর অভাব হয়নি। সাধারণ মানুষই তাঁদের জন্য সবকিছু নিয়ে এসেছেন। বাকি সব কিছুর সঙ্গে আনা হয়েছিল বহু ফ্যান। কিন্তু

বুধবার যখন জুনিয়র ডাক্তাররা নবান্নে বৈঠক করছেন সেই সময়ই দেখা গেল সেই ফ্যানগুলিই একে একে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! কী কারণ? কেউ কেউ মনে করছেন, ধর্নাস্থলে হয়তো ‘ইনপুট’ এসেছে কর্মবিরতি ওঠার। তাই আস্তে আস্তে ধর্না মঞ্চ খালি করা হচ্ছে। কিন্তু অন্য এক পক্ষের দাবি, আন্দোলনের রাশ ধরে রাখতে পারছেন না জুনিয়র ডাক্তাররা। শুধু ফ্যান নিয়ে যাওয়া ফ্যাক্টর নয়, খালি হচ্ছে ধর্নাস্থলও। আগের মতো আর মানুষ আসছেন না তাঁদের সঙ্গে ধর্না দিতে! কর্মবিরতি উঠে গেলে ভাল, কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে এই বিষয়টি জুনিয়র ডাক্তারদের চিন্তা হয়ে দাঁড়াবে, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। অচলাবস্থা কাটাতে সোমবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দীর্ঘ ম্যারাথন বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আন্দোলনকারীদের পাঁচটি দাবির মধ্যে চারটি মেনে নেওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন। আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ দুই শীর্ষ স্বাস্থ্যকর্তাকে বদলিও করেছেন। তারপরে অনেকেই মনে করেছিলেন আন্দোলনকারীরা এবার কাজে ফিরবেন। তবে বাস্তবে তা হয়নি। উল্টে আরও বেড়েছে আন্দোলনের ঝাঁঝ। জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত যে নিরাপত্তার কথা সরকার বলছে তা থিওরেটিকাল তথা তাত্ত্বিক। মেডিকেল কলেজে হুমকির সংস্কৃতি ও পরিবেশে লাগাম টানতে যে ধরনের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও নজরদারি থাকা উচিত তা সরকারি প্রস্তাবে নেই। অনেক ধোঁয়াশা রয়েছে। সেই নিয়েই আজকের এই বৈঠক নবান্নে। তবে তার আগে ধর্নাস্থলেই এই ছবি কৌতূহল বাড়িয়েছে।

পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই, চেন্নাইয়ে খতম কুখ্যাত দুষ্কৃতী বালাজি

চেন্নাই, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে কুখ্যাত এক দুষ্কৃতী। চেন্নাইয়ের ভ্যাসারপাদিতে বুধবার ভোরে এনকাউন্টারে এক দুষ্কৃতী নিকেশ হয়েছে। নিহত দুষ্কৃতীর নাম-বালাজি ওরফে কাক্কা থপ্পু বালাজি। নিহত দুষ্কৃতীর দেহ চেন্নাইয়ের স্ট্যানলি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ভোরে চেন্নাইয়ের ভ্যাসারপাদিতে এনকাডন্টারে ওই দুষ্কৃতী নিকেশ হয়েছে। একটি চেকপোস্টে গাড়ির চেকিং চলছিল, সেই সময় বালাজি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এরপর পুলিশ ধাওয়া করে, বালাজি প্রথমে গুলি চালায়, এরপর পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে ওই দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয়েছে।

শাজিয়া ইলমির তোপ অতিশীকে, কেজরিওয়ালের সমালোচনাতেও সরব

শ্রীনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ শাজিয়া ইলমি তোপ দাগলেন দিল্লির ভাবী মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে। পাশাপাশি আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমালোচনাতেও সরব হয়েছেন তিনি। বুধবার শ্রীনগর থেকে এক ভিডিও বার্তায় শাজিয়া ইলমি বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অতিশী মারলেনাকে বেছে নিয়েছেন? মার্কস এবং লেনিনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার পর তাঁরা বাবা-মা তাঁকে মারলেনা উপাধি দিয়েছিলেন... আন্না হাজারের আন্দোলনের সঙ্গে অতীশি মারলেনার কোনও সম্পর্ক ছিল না। অতিশী আরও বলেছেন, তিনি একজন সুরক্ষিত বাজি এবং তিনি সৌরভ ভরদ্বাজ, গোপাল রাইয়ের মতো অন্যান্য নেতাদের তুলনায় ক্ষমতার কেন্দ্র হতে পারেন না। দিল্লির জনগণ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নামে ভোট দিয়েছে এবং এখন তাঁরা অন্য কাউকে সহ্য করবে কেন? অরবিন্দ কেজরিওয়াল কী ভীত? কেজরিওয়লের জনগণের সহানুভূতি পাবেন না বলেও দাবি ইলমির।

জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় লালু-সহ অনেককেই সমন আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ জমির বিনিমিয়ে রেলে চাকরি মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে সমন পাঠালো দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। লালু ছাড়াও তেজস্বী যাদব, তেজপ্রতাপ যাদব, অখিলেশ্বর সিং, হাজারী প্রসাদ রাই, সঞ্জয় রাই, ধর্মেন্দ্র সিং, কিরণ দেবীকে সমন পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ৭ অক্টোবর তাঁদের হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই মামলায় এই প্রথমবার তেজপ্রতাপ যাদবকে সমন পাঠিয়েছে আদালত।রাউস অ্যাভিনিউ আদালত অখিলেশ্বর সিং এবং তাঁর স্ত্রী কিরণ দেবীকে সমন পাঠিযেছে। বুধবার আদালত আরও বলেছে, তেজ প্রতাপ যাদবের জড়িত থাকার বিষযটি উড়িয়ে. দেওযা. যায .না। তিনি এ কে ইনফোসিস লিমিটেডের পরিচালকও ছিলেন। তাই তাঁকেও তলব করা হয়েছে। সবাইকে আগামী ৭ অক্টোবর আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ৬ আগস্ট ১১ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দাখিল করে। তাঁদের মধ্যে চারজন মারা গিয়েছেন।

শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ১৭.০৯.২০২৪ তারিখে এসইআর সদর দফতর, গার্ডেন রিচ, কলকাতায় অফিসার ও কর্মীদের কাছে স্বচ্ছতা অঙ্গীকার নিচ্ছেন।

বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নির্মাণ এবং সৃজনশীল কাজকর্মে যুক্ত পরিশ্রমী কারিগর এবং শিল্পীদের কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি। তাঁদের অবদান বিকশিত এবং স্বনির্ভর ভারত গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে শ্রী মোদী মনে করেন। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। নির্মাণ এবং সৃজনশীল কাজকর্মে যুক্ত পরিশ্রমী কারিগর এবং শিল্পীদের কুর্নিশ জানাই। তাঁদের অবদান বিকশিত এবং স্বনির্ভর ভারত গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য এবার শুক্র গ্রহ অন্বেষণ লক্ষ্য ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ এবার শুক্র গ্রহ অন্বেষণের লক্ষ্য নিয়েছে ভারত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ভেনাস-ভেনাস অরবিটার মিশন (ভিওএম) অনুমোদন করলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বুধবার ভেনাস-ভেনাস অরবিটার মিশন-কে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের জন্য এবং শুক্রের বায়ুমণ্ডল, ভূতত্ত্ব সম্পর্কে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য এবং শুক্রের ঘন বায়ুমণ্ডলে অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, আরও উপাদান যোগ করতে চন্দ্রযান-৪ মিশন সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপ হল চাঁদে মনুষ্যবাহী মিশন পাঠানো। এ জন্য সমস্ত প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ অনুমোদিত হয়েছে। ভেনাস অরবিটার মিশন, গগনযান ফলো-অন এবং ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন এবং নেক্সট জেনারেশন লঞ্চ ভেহিকল ডেভেলপমেন্টেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী অন্নদাতা আয় সংরক্ষণ অভিযান - পিএম-আশা-এর জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে এনডিএ সরকারের মন্ত্রিসভা কৃষকদের উপকার করার জন্য একের পর এক প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এনপিকে সারের জন্য ২৪,৪৭৫ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভায় পুষ্টি ভিত্তিক ভর্তুকি বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রধানসচিব ডক্টর পিকে মিশ্রের নেতৃত্বে ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ আন্দোলন

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪প্রধানসচিব ডক্টর পিকে মিশ্রের নেতৃত্বে আজ সকালে ‘ গাছ মায়ের নামে’ আঃেদালনে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিকরা। প্রধানমন্ত্রীর দফতর এক্স পোস্টে বলেছে পরিবেশ রক্ষায় আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করছি। প্রধানসচিব ডক্টর পিকে মিশ্রের নেতৃত্বে আজ সকালে ‘ গাছ মায়ের নামে’ আন্দোলনে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিকরা।

আজ শ্রীনগরে জনসভা

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

শ্রীনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরের আগে শ্রীনগরে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আজ বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী, মোদীর সফরকে ঘিরে উজ্জীবিত বিজেপি শিবিরও। জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি ইনচার্জ এবং দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুগ বলেছেন, যখনই তিনি (প্রধানমন্ত্রী) জম্মু ও কাশ্মীর সফর করেছেন, জনগণ তাঁর কথা শোনার জন্য বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ রয়েছে। কর্মসূচির প্রস্তুতি চলছে যুদ্ধ পর্যায়ে, আগামীকালের কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রীর কথা শোনার জন্য মানুষ যেভাবে শ্রীনগরের রাস্তা-ঘাট সাজিয়েছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদী জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা করেছেন

এবং কঠোর পরিশ্রম করেছেন।
প্রায় এক দশক পর বুধবার গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে সামিল হয়েছে ভূস্বর্গে, ভোট উৎসবে সামিল জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে গণতন্ত্র শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ পর্বে সকলকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স বার্তায় তিনি লেখেন, ‘ ও কাশ্মীরের বিধাসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় নির্বাচনী এলাকার সকলকে বিপুল সংখ্যক ভোট দিতে এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানাচ্ছি।’’ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আজ পিএম আবাস যোজনায় সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, চা পান করতে করতে আনন্দময় পরিবেশে কথাবার্তা! পিএম আবাস যোজনায় সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে কথা বললাম এবং তাঁদের জীবনের নানারকম কাহিনী শুনলাম। এটা খুবই আনন্দের যে, এই প্রকল্পে উপকৃতদের একটি বড় অংশই হলেন মহিলারা। এই প্রকল্প এবং অন্য একাধিক প্রকল্প তাঁদের জীবনে যেভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, তা তুলে ধরলেন তাঁরা।

অরুণাচলে আগ্রাসী চিন, তাদের রসদ পৌঁছতে সীমান্তে হেলিপোর্ট!

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পুনরায় অরুণাচল প্রদেশে চিনা আগ্রাসন! এবার সংবেদনশীল ‘ অঞ্চলের কাছে

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে ২০ কিলোমিটার পূর্বে চিনা হেলিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে বলে খবর। ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে সেই উপগ্রহচিত্র। এর ফলে ইন্দো-চিন সীমান্ত বরাবর প্রত্যন্ত অঞ্চলে লালফৌজকে দ্রুত সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার কাজ সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে কৌশলগত দিক থেকে অস্বস্তিতে পড়বে ভারতীয় সেনা।
উপগ্রহচিত্রে দেখা গিয়েছে, হেলপোর্টটি তৈরি হয়েছে গংরিগাবু কু নদীর তীরে। তিব্বতের স্বায়ত্তশাসন অঞ্চলের নিংচি প্রিফেকচারে। যদিও ওই এলাকা চিনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দীর্ঘদিন যাব। গত এক বছরের উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে ২০২৩-এর ১ ডিসেম্বরেও ওই অঞ্চলে কোনও ধরনের নির্মাণ ছিল না। ৩১ ডিসেম্বর পরবর্তী উপগ্রহচিত্রে দেখা গিয়েছে নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট জমি পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এরপর ১৬ সেপ্টেম্বরের ছবিতে দেখা গিয়েছে, হেলিপোর্ট নির্মাণ অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছে।
একদিকে যখন অরুণাচল সীমান্তে ড্রাগনের বাড়বাড়ন্ত, অন্যদিকে লাদাখে প্যাংগং হ্রদের উত্তর এবং দক্ষিণ তীরের একাংশ জুড়ে পাকাপোক্ত কংক্রিটের সেতু তৈরি করে ফেলেছে চিন। ৪০০ মিটার দীর্ঘ ব্রিজের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত করেছে লালফৌজ। রীতিমতো হালকা ওজনের গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে ওই সেতুর উপর দিয়ে। উল্লেখ্য, ১৯৫৮ সাল থেকেই প্যাংগং হ্রদের এই অংশ চিনা দখলে। সব মিলিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ইন্দো-চিন সীমান্তে।

রাজগড়ে সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

রাজগড়, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ের সারঙ্গপুর থানার সিভিল হাসপাতাল রোডে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত স্থানীয়.এক সাংবাদিক। জানা গেছে, ওই সাংবাদিকের নাম সলমন আলী। বুধবার ময়নাতদন্তর পর পুলিশ ওই নিহত সাংবাদিকের দেহ তাঁর পরিবারের কাছে তুলে দেয়। মামলা দায়ের করে সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে হাসপাতাল রোডে মেডিকেলের সামনে সাংবাদিক সলমন তাঁর ৯ বছরের ছেলেকে নিয়ে স্কুটারে বসেছিলেন। এরপর হঠাই বাইকে চেপে এসে দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত সাংবাদিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, গত বছরের ফেব্রুয়ারিতেও সাংবাদিকের ওপর হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

হরিয়ানায় নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার দিল্লিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদর দফতরে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলের ইস্তেহারের অংশ হিসাবে গ্যারান্টি প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা, হরিয়ানা কংগ্রেস প্রধান উদয় ভানও উপস্থিত ছিলেন এই গ্যারান্টি প্রকাশ অনুষ্ঠানে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আমরা ৭টি গ্যারান্টি ঘোষণা করছি, হরিয়ানায় আমাদের সরকার গঠন করার পরে আমরা তা পূরণ করব। আমরা আমাদের ৭টি প্রতিশ্রুতিকে ৭টি বিভাগে ভাগ করেছি। মহিলাদের প্রতি মাসে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। আমরা গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য প্রতি মাসে ৫০০ টাকা দেব। বয়স্কদের জন্য পেনশন, বিশেষ প্রতিবন্ধীদের জন্য পেনশন এবং পুরাতন পেনশন স্কিম অনুযায়ী বিধবাদের পেনশন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কার্যকর করা হবে এবং প্রতিটি বিভাগ পেনশনের টাকা হিসাবে ৬০০০ টাকা পাবে... আমরা যুবকদের জন্য ২ লক্ষ স্থায়ী চাকরি দেব। নির্বাচনী ইস্তেহারে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। হরিয়ানা কংগ্রেস প্রধান উদয় ভান বলেছেন, ’হরিয়ানার কংগ্রেস সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ১৮ বছরের বেশি বয়সী প্রতিটি মহিলাকে প্রতি মাসে ২০০০ টাকা প্রদান করবে।

ইউক্রেনের ড্রোন হামলার জের

পর পর বিস্ফোরণে কাঁপল রুশ সেনাঘাঁটি ছড়িয়ে পড়েছে বিস্ফোরণের ভিডিও

১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পর পর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল রাশিয়া। বুধবার সকালে সেদেশের টোরোপেটস শহরে ইউক্রেনের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ড্রোন থেকেই আগুন ছড়ানোর পর সেখানে অবস্থিত রুশ সেনাঘাঁটিতে বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানা গিয়েছে সোশাল মিডিয়ার পোস্ট সূত্রে। ঠিক কী হয়েছিল? জানা গিয়েছে, রাশিয়ার ভের অঞ্চলে হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেন। পালটা জবাব দেয় রুশ সেনাও। সেই সময়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ড্রোন থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার পর তা থেকেই বিস্ফোরণ ঘটে রুশ সেনা ঘাঁটিতে। এত জোরে বিস্ফোরণ ঘটে যে বহু দূর থেকেও তা শোনা গিয়েছে। টোরোপেটের পশ্চিমাঞ্চল থেকেও তা শুনতে পাওয়ার কথা জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। গত ২ বছর ধরে বিরামহীন যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথমবার ইউক্রেনের আকাশে দেখা মেলে রুশ রণতরীর। সেই শুরু। হামলা ও পালটা হামলায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে দুই দেশে। চলতি বছরের শুরুতে রাশিয়ার হামলা রুখতে রাশিয়ার মাটিতেই জোরাল হামলার নীতি নিয়েছে ইউক্রেন। চলছে রাশিয়ার দখলে যাওয়া একাধিক অঞ্চল ফের নিজেদের দখলে আনার। এমাসের শুরুতে

রাশিয়ার মস্কো-সহ একাধিক শহর লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালায় ইউক্রেন। যদিও রাশিয়ার নিরাপত্তাবাহিনীর দাবি, সেই হামলা প্রতিহত করেছে তারা। ইউক্রেনের ১৫৮টি ড্রোন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই হামলার জেরে মস্কোর একটি তেল শোধনাগারে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছিল। মস্কো থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে ভার অঞ্চলের কোনাকোভো বিদ্যুকেন্দ্রের কাছে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা গিয়েছিল। এদিকে এতদিন যুদ্ধে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি ছিল না ইউক্রেনের। রাশিয়ার লাগাতার হামলার পর এবার সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চলেছে ন্যাটো। ফলে বদলে যেতে চলেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ঝাঁজ। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর রাশিয়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছে ইউক্রেনের দূরপাল্লার ক্রুজ মিসাইল স্ট্রোম স্যাডো।

পেজার বিস্ফোরণে লেবাননে আহত ২৭৫০, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু

লেবানন, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ গোটা দেশজুড়ে পরপর পেজার বিস্ফোরণ লেবানন ও সিরিয়ার কিছু অংশে। যার জেরে মৃত্যু হল ৯ জনের পাশাপাশি আহতের সংখ্যা বে।ে দাঁ।িয়েছে ২৭৫০ জন। মৃত ও আহতদের মধ্যে বেশিরভাগই হেজবোল্লা জঙ্গি। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনার পিছনে ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের হাত দেখছে হেজবোল্লা গোষ্ঠী। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, প্রায় একই সময় লেবানন ও সিরিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ও পেজার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যার জেরে জঙ্গিদের পাশাপাশি আহত হন বহু সাধারণ মানুষ। বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছে ইরানের রাষ্ট্রদূতও। লেবাননের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ এই বিস্ফোরণ ঘটে। কারও হাতে তো কারও পকেটে থাকা পেজার পর পর ফাটতে থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দেশের নানা প্রান্ত থেকে পেজার বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। এই সংক্রান্ত একাধিক ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনাকে পরিকল্পিত হামলা বলে ইজরায়েলের দিকে আঙুল তুলেছে হেজবোল্লা। ইজরায়েলের শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। যদিও ইজরায়েল এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দেয়নি। সূত্রের খবর, প্রায় ৫ মাস আগে লেবাননের হেজবোল্লা গোষ্ঠী ৫ হাজার তাইওয়ান পেজারের অর্ডার দিয়েছিল। জানা যাচ্ছে, হেজবোল্লা জঙ্গিদের ব্যবহারের জন্য অর্ডার দেওয়া সেই পেজারে বিস্ফোরক ঢুকিয়েছিল ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ। গত মঙ্গলবার পরিকল্পিতভাবে সবকটি পেজারে একত্রে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। উল্লেখ্য, মোবাইল ফোনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই যন্ত্র। এর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পেজারের মাধ্যমে লোকেশন ট্র্যাক করা যায় না। ফলে ফোন ট্যাপিং থেকে বাঁচতে জঙ্গিরা এই যন্ত্র ব্যবহারেই প্রাধান্য দেয়। মূলত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে মেসেজ পাঠায় ও গ্রহণ করে এই পেজার। ডিভাইসটির ছোট স্ক্রিনে সেই বার্তা দেখা যায়। একটা সময় গোটা বিশ্বে এই যন্ত্র ব্যবহার হলেও মোবাইল আসার পর এর ব্যবহার কমেছে। এই যন্ত্রেই এমন ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন বিশ্ব। কীভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হল তা কারও কাছে এখনও স্পষ্ট নয়।

অসুস্থ পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, ভর্তি দিল্লির হাসপাতালে

চণ্ডীগড়, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ হঠাৎই অসুস্থ পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মঙ্গলবার রাতে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-এর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর তাকে চিকিৎসার জন্য দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী মান মঙ্গলবার রাতে চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই অসুস্থ বোধ করেন। তাঁকে প্রথমে চণ্ডীগড়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে. যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা করছেন। উল্লেখ্য, ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে পৌঁছন ভগবন্ত মান। এরপর থেকে তিনি দিল্লিতেই ছিলেন। ফের চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যেতে হলো দিল্লিতে।

দিল্লির কারোল বাগে ভেঙে পড়ল বাড়ি

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়ি ভেঙে ফের বিপর্যয় রাজধানী দিল্লিতে। বুধবার সকালে দিল্লির কারোল বাগ এলাকায় ভেঙে প।ল একটি বাড়ি, ভেঙে পড়া ওই বাড়ির ভগ্নস্তূপের নীচে কয়েকজন আটকে থাকার শঙ্কা! ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও দমকল। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার কারোল বাগ এলাকায় একটি বা।রি একাংশ ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও উদ্ধারকাজ চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীর শীঘ্রই সন্ত্রাসমুক্ত হবেঃ শগুন

কিশতওয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃজম্মু ও কাশ্মীর শীঘ্রই সন্ত্রাসমুক্ত হবে এবং বিধানসভা ভোটে বিজেপিই জিতবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন কিশতওয়ার বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী শগুন পারিহার। একইসঙ্গে পিডিপি ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-কে আক্রমণ করেছেন তিনি।বুধবার সকালে নিজের ভোট দেওয়ার পর কিশতওয়ার থেকে বিজেপি প্রার্থী শগুন পারিহার বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপি সরকার গঠন করবে। জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ শান্তি চায়, বিজেপি অবশ্যই জিতবে। সন্ত্রাসবাদ একটি বিশাল সমস্যা। বিজেপি সন্ত্রাসবাদকে অনেকাংশে কমিয়েছে, কিন্তু পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স সর্বদাই সমাজকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছে... জম্মু ও কাশ্মীর শীঘ্রই সন্ত্রাসমুক্ত হবে।

কাইথালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হোম গার্ডের

কাইথাল, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ হরিয়ানার খানোদা গ্রামের কাছে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী এক হোম গার্ডের। সিভিল লাইন পুলিশ স্টেশনে হোম গার্ডকে পোস্ট করা হয়েছিল। পুলিশ মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে ফারালের বাসিন্দা ৪১ বছর বয়সী মোহন সিং যখন ডিউটি করার সময় যাচ্ছিলেন খানোদা গ্রামের কাছে তার বাইকটিকে একটি গাড়ি ধাক্কা দেয়। এতে বাইক আরোহী হোম গার্ড রাস্তায় পড়ে মাথায় ও বুকে গুরুতর জখম হয়। লোকজন বিষয়টি তার পরিবারের সদস্যদের জানায়। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা হলেও তার মৃত্যু হয়। পুন্ড্রি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, বর্তমানে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। শীঘ্রই গাড়ির চালককে খুঁজে বের করা হবে।

দিন পঞ্জিকা

আজ ১ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ২ আশ্বিন, চান্দ্রঃ ১৫ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ৩ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ২৭ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতে ১৫ লাংবন, আসাম ১ আহিন, মুসলিম ১৪-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।(সাংক্রান্তি প্রবেশ ৩১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ১৭-সেপ্টেম্বর-২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, (দং ১৪১১৭.৫) ঘ ১১ঃ৭টার সময়) তর্পন, পিতৃপক্ষ সূর্য উদয় সকাল ০৫ঃ২৬ঃ৪৪ এবং অস্ত বিকাল ০৫ঃ৩৩ঃ০৫। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৫ঃ৫২ঃ২৩(১৮) এবং অস্ত সকাল ০৬ঃ২৪ঃ৩৯(১৯)। কৃষ্ণ পক্ষ।তিথি প্রতিপদ (নন্দা) সকাল ঘ ০৬ঃ২৩ঃ০৪ দং ২১৯৫২.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র পূর্বভাদ্রপদ দুপুর ঘ ০১ঃ৫৪ঃ২৩ দং ১৮৩৮৫২.৫ পর্যন্ত পরে উত্তরভাদ্রপদ করণ বালব রাত্রি ০৭ঃ৩৫ঃ৪৬ দং ৩৫২২২০ পর্যন্ত পরে কৌলব যোগ গণ্ড সকাল ঘ ০২ঃ৫৭ঃ৩০ দং ৫৩৪৫৫৭.৫ পর্যন্ত পরে বৃদ্ধি অমৃতযোগ দিন ০৫ঃ২৬ঃ৫০ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ০৩ঃ৪১ থেকে - ০৭ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ১৭ঃ২২ থেকে - ১২ঃ৪২ঃ৩৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২০ঃ৪৫ থেকে - ০৭ঃ০৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৪৩ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৬ঃ১৫ঃ১৫ থেকে - ০৭ঃ০৩ঃ৪১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ৩১ঃ০৪ থেকে - ০৩ঃ৫৬ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ০৫ঃ৪৮ থেকে - ১১ঃ৫৪ঃ১৩ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ ১০ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ১১ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১১ঃ৩০ঃ০০ থেকে - ০১ঃ০০ঃ৪৮ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৮ঃ২৮ঃ২৫ থেকে - ০৯ঃ৫৯ঃ১৩ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০২ঃ২৮ঃ২৫ থেকে- ০৩ঃ৫৭ঃ৩৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৫১৩৮৪ (১২) ২ পদ, চন্দ্র ১১১১৫৫০ (২৬) ৩ পদ, মঙ্গল ২১১৩১৩৭ (৬) ২ পদ, বুধ ৪২২৫৬৫৩ (১১) ৩ পদ, বৃহস্পতি ঃ১২৭২৯১১ (৫) ২ পদশুক্র ঃ৬০১৬৩১ (১৪) ৩ পদ, শনিঃ ১০১৭৪১৩১ (২৪) ৪ পদ।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। । মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতকরা এবং ৭৩ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১০ টায়।সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৪৪ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৪।

রাশিফল

মেষ-ঃ প্রতিবেশীর পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না।
বৃষ-ঃ বয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।
মিথুন-ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়। দ্বি-চক্রযানের চালকেরা অতি সাবধানে সপ্তাহটি অতিবাহিত করুন।
কর্কট-ঃদ্বিমুখী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থে টান পড়তে পারে।
সিংহ-ঃ ব্যবসায়ীরা শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। বয়স্করা একটু সাবধানে থাকবেন।
কন্যা-ঃ ঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। গুরুপাক ও উত্তেজক পানীয় খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
তুলা-ঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষের দিকে শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না।
বৃশ্চিক-ঃ আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় অভাবনীয় চাঞ্চল্য।
ধনু-ঃ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা না করাই শ্রেয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা।
মকর-ঃ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।
কুম্ভ-ঃ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠী বিচার করে নেবেন।
মীন-ঃ বয়স্ক বাবা-মার একাকীত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাবার চেষ্টা করুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের সাফল্যের জন্য বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

রাজ্য জুড়ে বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু, চলবে পয়লা অক্টোবর পর্যন্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি বুধবার থেকে রাজ্যে জুড়ে নিজেদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী। সুতরাং ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ও সমর্থকরা এই রাজ্যের সব জায়গায় পথসভার ডাক দিয়েছে। কলকাতা শহরের লাইফলাইন ধর্মতলা চত্বরে ধর্না মঞ্চ বেঁধে বিজেপির ওই অবস্থান চলছে। ওই ধর্নার সমাপ্তি পর্বে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে পয়লা অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে এলাকায় পথসভার মাধ্যমেই সাধারন মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা হবে। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আজ থেকে রাজ্যের মানুষের সইও সংগ্রহ করা হবে। প্রায় এক কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তা নিয়ে দলের সাংসদ ও বিধায়করা রাজ্যপালের কাছে জমা দেবেন। গতকাল ধর্না শেষ হয়েছে।

সাহাগঞ্জে জুপিটার কারখানার সুপারভাইজারকে পিটিয়ে খুন

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবারই হুগলির সাহাগঞ্জে জুপিটার কারখানার সুপারভাইজার পাপ্পু দাসকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় গ্রেফতার তিন। মঙ্গলবার তিন জনকে গ্রেফতার করে চন্দননগর পুলিশের গোয়েন্দারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,ধৃতদের মধ্যে একজন সাব কন্ট্রাক্টর ও দুই জন শ্রমিক। ধৃতরা হলেন শ্যামসুন্দর সাউ। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ে। অপরজন হলেন বাপ্পি দাস ও সরবন দাস। তাঁদের বাড়ি সাহাগঞ্জের মোল্লাপোতা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশ্বকর্মা পুজোর খাওয়া-দাওয়ার জন্য টাকা চাওয়া নিয়ে বচসা তৈরি হয়েছিল। তার জেরেই ওই সুপারভাইজার খুন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে মঙ্গলবার। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে চলবে তল্লাশি। প্রসঙ্গত, সোমবার বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন খুন হন সুপারভাইজার। হাবরার বাসিন্দা এই পাপ্পু দাস। রেলের যন্ত্রাংশ তৈরির জুপিটার কারখানার সুপারভাইসার ছিলেন। প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালে কাজে আসেন। শ্রমিকরা জানায় বিশ্বকর্মা পুজোর প্রস্তুতি চলছিল কারখানার ভিতরে। বিকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ কারখানার গেটের বাইরে কিছু লোক সুপারভাইজারকে ধরে মারধর শুরু করে। রাস্তায় ফেলে লাথি কিল ঘুষি মারা হয়।

জল-আতঙ্কে ভুগছে আরামবাগ শহরের একাধিক জায়গা

শুভঙ্কর দে, আরামবাগ, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ টানা বৃষ্টিতে কার্যত ভাসছে আরামবাগ। টানা বৃষ্টি ও বাঁকুড়া থেকে জল এসে ভাসাচ্ছে দ্বারকেশ্বর নদ। নদী ফুঁসছে। আরামবাগ শহরের বাঁধপাড়ার অবস্থা বেশ উদ্বেগের। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অনেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। আরামবাগ পুরসভার তরফে দ্বারকেশ্বরের পার ঘেঁষে মাইকিং চলছে। নদীবাঁধের উপরে চলছে মাথায় গোঁজার ব্যবস্থা। প্রবল বৃষ্টি, সঙ্গে হাওয়ার দাপট। এরইমধ্যে ভিজে ভিজেই লোকজন অস্থায়ী তাঁবু তৈরি করছেন। এলাকার বেশ কিছু বাড়ি জলমগ্ন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এদিকে নদীবাঁধের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হচ্ছে। রাখা রয়েছে বালির বস্তা। সব মিলিয়ে জল-আতঙ্কে ভুগছে আরামবাগ শহরের একাধিক জায়গা। এলাকার অনেকেই আরামবাগ পুরসভার ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট। পুরসভা আলোর ব্যবস্থাও করেনি বলে অভিযোগ দুর্গতদের। যে স্থানে বাঁধের অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ ও বিপজ্জনক সেখানে বালির বস্তা দেওয়া হচ্ছে রাতেই। বাঁধপাড়ার বাসিন্দাদের ভয়, এভাবে বৃষ্টি হতে থাকলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এলাকার মহিলারাও নদীবাঁধের দেখভালে ব্যস্ত। একজন জানালেন, বুক ধড়ফড় করছে। খুব ভয়ে আছি। দ্বারকেশ্বর নদের জল যেভাবে বাড়ছে, কখন যে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে! এভাবেই থাকতে হবে তাঁবু খাটিয়ে। সারাদিন বাড়ি থাকি না, লোকের বাড়ি কাজ করি। এসে দেখছি এই অবস্থা। অর্ধেক মাল তো ঘর থেকে বেরই করতে পারিনি। কী জানি কী হবে। পুরসভা থেকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এসেছিলেন। আলোর কথা বলেছিলাম। বললেন আজ আর হবে না, আগামিকাল করে দেবেন।'

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে এই সপ্তাহেই দেওয়া হবে আর্থিক সহায়তা

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অন্তবর্তীকালীন সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরকে ২০ কোটি টাকা দিয়েছে। এর মধ্যে কৃষি খাতে ১৫ কোটি টাকা এবং উদ্যান ও বাগিচা ফসলের জন্য ৫ কোটি টাকা দিয়েছে। সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় একথা জানান। সচিব অপূর্ব রায় আরও জানান, সম্প্রতি বন্যায় সারা রাজ্যে বিভিন্ন খারিফ কৃষিজ ফসল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৭৯ জন কৃষককে এই সপ্তাহের মধ্যে তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যয় হবে ১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। শীতকালীন সব্জি, পান, ফল ও বাগিচা ফসল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫ হাজার ২৪৮ জন কৃষককে চলতি সপ্তাহেই আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪২ হাজার ৩৭৪ জন সব্জিচাষিকে ১ হাজার টাকা করে, ৮৯৭ জন ফল ও বাগিচা চাষিকে ২ হাজার টাকা করে এবং ১,৯৭৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত পান চাষিকে পান বরোজ মেরামতের জন্য ২,৯৫০ টাকা করে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে।

সনাতন ধর্ম সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায়

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ সনাতন ধর্ম সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই নিজ ধর্মকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। ত্রিপুরার রাজা মহারাজারাও ধর্ম সুরক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাশীল ছিলেন।সোমবার মোহনপুর মহকুমার ব।কাঁঠালে নবনির্মিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের উদ্বোধন করে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে একথা বলেন। যোগী আদিত্যনাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংকল্প ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে দেশ আজ উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। ত্রিপুরায়ও বর্তমানে রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সৌহাদ্যপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী হয়েছে। বিগত দিনে এটা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলনা। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেন, বিগত ৩৫ বছরে ত্রিপুরায় নাস্তিকের পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে একটা আস্তিকের পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে আমাদের ভগবানের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। রাজ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, চৌদ্দ দেবতা মন্দির, কসবা মন্দির সহ অনেক ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। আগামী দিনে এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটিও একটি ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মহারাজা প্রদ্যোত বিক্রম মাণিক্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী ড. শচীন্দ্রনাথ সিনহা, পদ্মশ্রী শান্তিরঞ্জন মহারাজ, মোহন্ত গয়ামনি মহারাজ, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী প্রণজি সিংহরায়, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ বিভিন্ন আশ্রম ও মন্দিরের সাধুসন্তরা।

নাট্যপ্রহরী'র 'শেষ বিচার' এই সময়কে বিদ্ধ করে মানবিক তিরে

সুধা কুম্ভকার, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ সম্প্রতি আকাদেমিতে মঞ্চস্থ হল হরিপাল নাট্যপ্রহরী নাট্যদলের নতুন পূর্ণাঙ্গ নাটক 'শেষ বিচার'। এই সময়ের একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যা নিয়ে এই নাটকটি লিখেছেন নাট্যকার মলয় ঘোষ। বর্তমানে ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত বাবা-মা'রা কী আত্মশক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকেন 'একা এবং কয়েক জন' মিলে তারই একটি চিত্র এ নাটকে প্রকাশিত। তবে নাট্যকার মলয় ঘোষ সিরিয়াস এই বিষয়টিকে একটু 'হিউমার' মিশিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। নাটকের নির্দেশক পুলক রায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাটকের এই মূল সুরটিকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর অনবদ্য নাট্যনির্মাণে। প্রতিটি চরিত্রের নির্বাচনেই তাঁর নাট্যপ্রজ্ঞার রেশ পাওয়া যায়। প্রতিটি অভিনয়শিল্পীই যেন এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন। তাছাড়া মঞ্চ, আবহ এবং আলোর অপূর্ব বিন্যাসে নাট্যনির্দেশক শেষ বিচারে'র প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন যথার্থভাবে। নাটকের বিষয়টি এ রকম, বিবেক এবং তার বন্ধু মান্না'র মধ্যে একটা তর্ক হয়। বিবেক জানে তার ছেলেমেয়েদের তার প্রতি কোনও ভালোবাসা নেই, যা আছে তা শুধু মেকি সম্পর্ক আর কিছুটা দায়। কিন্তু তার বন্ধু মান্না এ কথা বিশ্বাস করতেই চায় না। এই

নিয়ে তর্ক। তর্ক অনুযায়ী মান্না বিবেক ভীষণ অসুস্থ জানিয়ে তার ছেলেমেয়েদের ফোন করে। বিবেকের ছেলেমেয়েরা চলে আসে গ্রামের বা।তিতে। জমে ওঠে নাটকের গল্প। বাবার চলে যাওয়ার থেকেও ছেলেমেয়েদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নিজেদের সুবিধা অসুবিধা, এমনকি সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারাও। নানান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনার টানা পো।নে এগিয়ে চলে নাটক। শেষ পর্যন্ত বিবেকের কথাই সত্যি হয়। আধুনিক প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বস্তুনিষ্ঠতা প্রকট হয়ে ওঠে। বিবেক ও মান্নার চোখের জলে সমাজ সংসারের নিদারুন সত্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পায়, নগ্ন হয় তথাকথিত সমাজ, সংসার আর শিক্ষার ক্ষয়ীভবন। নাটকে বিবেকের চরিত্রে সুমন রায় এবং মান্নার চরিত্রে কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। দু'জনেই চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন সার্থকভাবেই। নাটকে গানের অংশে সুন্দরভাবে নিজেদের বিকশিত করেছেন তাঁরা। শেষ দৃশ্যে তাঁদের হৃদয়স্পর্শী সংলাপ দর্শককে আবেগমথিত করে যথার্থভাবে। বিবেকের সব সময়ের সঙ্গী অবিনাশের ভূমিকায় রাকেশ সাহাও অনবদ্য। তাঁর আন্তরিক অভিনয়ে তাঁর নির্মিত চরিত্রটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে দর্শকের কাছে। বিবেকের ছেলের ভূমিকায় বীরেনের চরিত্রে অরূপ দাস এবং ধীরেনের ভূমিকায় দীপ সরকারের সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয় নাটকের চলনে গতি আনে যথাযথভাবে। বিবেকের ব। মেয়ে সুরমার চরিত্রে দীপ্তিকা সরকার এবং বিবেকের বৌমান্ড নমিতার চরিত্রে স্নেহা ব্যানার্জীর অভিনয়ও সকলের মন কাড়ে। দুটি চরিত্রের যে দুই রকম শেড, তা দীপ্তিকা ও স্নেহা অপূর্বভাবে স্ফুটিত করেছেন পরিচালকের চাহিদা মেনে। বর্তমান যুগপ্রবৃত্তির একটা স্পষ্ট অভিঘাত ছেলেমেয়েদের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনয়শিল্পীরা। আর ঠিক এখানেই নাটকটি সার্থক হয়ে ওঠে। বিবেকের মেকি মৃত্যুর দৃশ্যে দর্শক যেমন হাস্যরসে আক্রান্ত হয়, ঠিক তেমনি শেষ দৃশ্যে তাদের চোখে জল আসে বিবেকের গভীর বেদনায়। নাটকের আবহ যথাযথ ও নাট্যের যথার্থ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। একই কথা প্রযোজ্য নাটকের মঞ্চনির্মাণ সম্পর্কেও। ফুট লাইটের ব্যবহারও বেশ সুন্দর। খুব সামান্য আয়োজনে বিবেকের ঘর অপরূপভাবে উপস্থাপিত হয় মঞ্চে। নাট্যপ্রহরী'র নিজস্বতা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে এ নাট্যে। এ সময়ের চেনা মানুষগুলোকে আরও অন্যভাবে চেনা যায় এ নাটকে, আর তা যেন বিদ্ধ করে আমাদের মানবিক তিরে... এখানেই সার্থক হয়ে ওঠে 'শেষ বিচার'।

২৪ ঘন্টার মধ্যে সাফল্য পুলিশের

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার বিকালে মিনাখাঁ পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় বাসন্তী রোডের ওপর থেকে এক ব্যবসায়ীকে আগ্নেয় অস্ত্র দেখিয়ে তার থেকে ৬৫ হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল ছিনতাই হয়। ঘটনায় ওই ব্যবসায়ী মিনাখাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পরেই তদন্তে নামে মিনাখাঁ থানার পুলিশ । স্থানীয় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে রাতেই মালঞ্চ এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ওই দুই ছিনতাইকারীকে। উদ্ধার হয় ৬৪২৫০ টাকা , একটি মোবাইল ও ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত বাইকটি।

নয় দিন ব্যাপী ৩৭তম অষ্টনাগের পূজা

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ নয় দিন ব্যাপী ৩৭তম অষ্টনাগের পূজা ও মেলা শুরু হলো উলুঘাটা গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রের কাছে ৫৮গেটে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জমজমাট অষ্টনাগের পূজা ও মেলা উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল,ধুলাসিমলা পঞ্চায়েতের প্রধান গোপীনাথ ব্যানার্জি, সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ সদানন্দ রায়চৌধুরী, গোরা চাঁদ দাস,বিবেকানন্দ স্মৃতি সংঘের সম্পাদক পরেশ হাতি, সভাপতি ডঃ অসিরঞ্জন মন্ডল,ডাঃ রামকৃষ্ণ গের, সুভাষ মন্ডল প্রমুখ। বুধবার অষ্টনাগের পূজা ও মেলা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির।

পথচারীর মর্মান্তিক মৃত্যু

খোয়াই, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল পথচারীর। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই জেলার পদ্মবিল এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম অমর চাঁন সরকার। বয়স ষাট বছর। বুধবার দুপুরে এই দূর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, খোয়াইয়ের ধলাবিল সরকার পাড়ার বাসিন্দা অমর চাঁন সরকার পদ্মবিল এলাকায় রাস্তায় দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। তখন আচমকা খোয়াই থেকে আগরতলাগামী একটি গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটে যাওয়ার সময় পদ্মবিল এলাকায় পথচারী অমর চাঁন সরকারকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয়। তাতে তিনি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যান। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অমর চাঁন সরকারকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জলাধারের ছাড়া জলে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা, উদয়নারায়নপুরে

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডে টানা কয়েকদিনের বৃষ্টি ও নিম্নচাপের প্রভাবে এলাকায় ছিল জলমগ্ন তার উপর বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারনে নদীর জলস্তর প্রবল ভাবে বাড়ছে। হুগলি জেলার আরামবাগ ও খানাকুল সহ বেশকিছু এলাকায় বন্যার পরে হাওড়া জেলার উদয়নারায়নপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং আমতা ২নং ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জলাধার থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়ার কারনে উদয়নারায়নপুরের বেশিরভাগ এলাকায় কোথায় এক কোমর আবার কোথাও এক গলা পর্যন্ত জলের তলায়। উদয়নারায়নপুর ডিহিভুরসুট রাজ্য সড়ক, উদয়নারায়নপুর কলেজ,হাসপাতাল,থানা, দোকান

বাজার সবকিছুই এখন জলের তলায়। যত সময় যাচ্ছে জলের স্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপরদিকে জলাধার থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়া হচ্ছে যারফলে বন্যার পরিস্থিতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এন ডি আর এফের টিম এখন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে.সরিয়েছে এবং নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে হরিহরপুর, টোকাপুর,কুরচি সহ একাধিক গ্রাম।

গন্ডাছড়ার ত্রাণ শিবিরে বন্ধ সরকারি খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ

গন্ডাছড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ গন্ডাছড়ার ত্রাণ শিবিরে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু আগুনে ছাই হয়ে যাওয়া বাড়িঘর ঠিক করে দেওয়া হয়নি। এখনও মিলেনি সরকারি আর্থিক সাহায্য। এমতাবস্থায় কোথায় যাব আমরা? প্রশাসন কেন আমাদের জন্য নেই? মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে গেলেন, প্যাকেজ ঘোষণা করলেন। কিন্তু কোথায় কী? ভবিষ্যতের কথা ভেবে গভীর উদ্বেগ আর চিন্তা নিয়ে কান্নাভেজা চোখে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছেন নমিতা দাস, সুমিত্রা দেবনাথ, সঞ্চিতা পাল, রিক্তা দেব সহ অন্য মহিলা আবাসিকরা। আজ বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবিরের আবাসিকরা কথাগুলি বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিন-চারদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, ত্রাণ শিবিরে খাবার যোগান বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। এমন-কি কচিকাঁচা শিশুদেরও কোনও খাবার দেওয়া হচ্ছে না! নেই

স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা ওষুধপত্রের যোগান। দরজায় কড়া নাড়ছে পুজো। কিন্তু ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত ১৬৫টি পরিবারের ৪৭৫ জনের জন্য প্রতিদিন ঘনিয়ে আসছে নিকষ আঁধার। এই বিষয়ে খোঁজ নিতে ত্রাণ শিবিরে গেলে বেরিয়ে আসে এই চরম ছবি। নমিতা দাস, সুমিত্রা দেবনাথ, সঞ্চিতা পাল, রিক্তা দেবরা জানান, আগে দিনে দু-বার খাবার দেওয়া হতো। শিশুদের জন্যও খাবার দেওয়া হতো। সে সব কিছুই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ছয়দিন ধরে।
বুধবার স্থানীয় এক বিশ্বকর্মা পুজো থেকে খিচুড়ি এনে রাতে ক্ষুধা মিটিয়েছেন তাঁরা। কথা ছিল আর্থিক সাহায্যের। দুই দফায় ৯৬ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর আর কোনও টাকা দেয়নি প্রশাসন। কথা ছিল, বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ দেওয়ার। তারও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে খবর নেই। শুধু প্রতিদিন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে প্রশাসন। তাই চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে পরিবারগুলো। এ বিষয়ে মহকুমাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হলে মহকুমা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাজ হচ্ছে।

হাফলঙে অনুষ্ঠিত ওক তসর সিল্ক উপাদনের ওপর একদিনের ব্রেনস্টর্মিং কর্মশালা

হাফলং, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে আজ বুধবার ওক তসর সিল্ক উপাদনের ওপর একদিনের ব্রেনস্টর্মিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হযেছে। সেন্ট্রাল মুগা, এরি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড যোরহাট অসমের উদ্যোগে এবং অসম সরকারের রেশম চাষ বিভাগের ডিমা হাসাও জেলার অতিরিক্ত-অধিকরণের সহযোগিতায় আজকের একদিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবলাল গার্লোসা, রাজ্যের বিদ্যুৎ এবং ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পার্বত্য পরিষদের অধীন রেশম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সদস্য প্রবিতা জহরি, সেন্ট্রাল মুগা এরি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সেন্ট্রেল সিল্ক বোর্ড যোরহাট অসমের অধিকর্তা ড. দিগন্ত মেচ, রেশম বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা আতাউর রহমান সহ রেশম বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগীরা। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও ওক তসর রেশম উপাদনের জন্য অতি বিখ্যাত। ওক তসর রেশম অ্যানথেরিয়া মাইলিটা সিল্কওয়ার্মের কোকুন থেকে উৎপাদিত হয়। ওক তসর রেশম উপাদনের জন্য ডিমা হাসাও অসমের অন্যতম প্রধান অঞ্চল। টেকসই ওক তসর চাষের প্রচার ও লালন-পালন পদ্ধতির উন্নতি এবং ওক তসর সিল্কের গুণগত মান উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার), কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন উত্তরপূর্ব কাউন্সিল (এনইসি)।

বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের জন্য দুশ্চিন্তা তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ এখন বাংলাদেশ সম্ভবত একটি ইসলামি নৈরাজ্যের দিকে পতিত হবে। ভারতের জন্য ভালো খবর নয়, এবং বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের জন্য খুবই উদ্বেগজনক খবর। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তিনি লিখেছেন, এটা দুঃখজনক যে, ভারতীয় গোয়েন্দারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করতে পারেনি এবং ভারত কোনো আগাম ব্যবস্থা নিতে পারেনি। অপর একটি এক্স বার্তায় লিখেছেন, বাংলাদেশ-মেঘালয় সীমান্তে আমাদের পাশের লোকেরা বাংলায় কথা বলে না। বাংলাদেশিদের জন্য এখানে হারিয়ে যাওয়া এত সহজ নয়। সমস্যা হল পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সীমান্তে। এই দুই জায়গায় দু' বাংলাভাষী মুসলমান রয়েছে। আরও একটি এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্যি যে এখন মুসলিমদের আর বিশ্বাস করা যায় না। ওরা ওদের ধর্মকে অন্ধ বিশ্বাস করে। ওদের কাছে দেশ বা মানবিকতা অনেক পরে ধর্ম আগে। যেটা অন্য ধর্মের মানুষের কাছে ক্ষতি কর। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার গোছের গালগল্প এর পর বলার আগে এক বার ভাববেন। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর ছবি-সহ তিনি লিখেছেন, এই সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে একবার আমি ও পি শাহ নামক এক ভদ্রলোকের বাড়িতে একটি চা চক্রে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, আমি তো নামাজ পড়ি না, কিন্তু আপনার নামাজ পড়ার অধিকারকে আমি সম্মান করি। আপনি কি আমার মূর্তিপূজা করার অধিকারকে সম্মান করেন? উত্তরে সিদ্দিকুল্লা মৃদু হেসেছিলেন, কোনো জবাব দেন নি। অর্থা উনি সুযোগ পেলে আমার মূর্তিপূজায় বাধা দেবেন। নিরানব্বই শতাংশ কাঠমোল্লার মানসিকতাই তাই।

পার্ক সার্কাসে কর্তব্যরত সার্জেন্টকে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে কর্তব্যরত সার্জেন্টকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল পার্ক সার্কাস এলাকায়। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে তপসিয়া থানার পুলিশ কর্মীরা। সূত্রের খবর, প্রতি রাতের মতোই নাকা চেকিং করছিলেন পার্ক সার্কাস ট্রাফিক গার্ডের কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। ট্যাংরা এলাকার চায়না টাউন এবং খ্রিস্টফার রোডে ঢুকতেই বিপত্তি। অভিযোগ, নাকা চেকিং চালানোর সময় হঠাই ২০-৩০ জনের একটি দুষ্কৃতীদল তাঁদের উপর চড়াও হয়। অভিযোগ, কর্তব্যরত অফিসারদের কিল-চড়-ঘুষি মারতে থাকে। লাঠি, বাঁশ দিয়েও মারধর করা হয়। মারের চোটে আহত হন সার্জেন্ট কৌতুক ঘোষ, এক সিভিক ভলান্টিয়ার এবং এক কনস্টেবল। পুলিশের বাইক, পিসিআর ভ্যানেও ভাঙচুর চলে। গুরুতর আহত অবস্থায় ট্রাফিক সার্জেন্ট কে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁর ঘাড়ে, পায়ে এবং মাথায় চোট লেগেছে। আহত হয়েছেন কনস্টেবল এবং সিভিক ভলান্টিয়ারও। কিন্তু কেন আচমকা এই হামলা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে নেমেছে তপসিয়া থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে চলছে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ।

টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন

সৌরভ দাশ,বারাসাত,১৮ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাতের পর একমাত্র সরকারী মহাবিদ্যালয় টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয়। ইছামতীর তীরে এই মহাবিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের উপর উচ্চ শিক্ষা নির্ভর করে টাকী,হাসনাবাদ,হিঙ্গলগঞ্জ,বসিরহাট সহ,সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র ছাত্রীদের। ১৯৫০ সালে ১৫ ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী, টাকী নিবাসী হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় । এবছর এই মহাবিদ্যালয় ৭৫ বছরে পদার্পন করলো। পঁচাত্তর বছর উদযাপন উপলক্ষে বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন কমিটির তরফে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজ টাকী কলেজ মোড় থেকে টাকী ত্রি মোহিনী পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রায় পা মেলান টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা শান্তা মুখোপাধ্যায়, সহ কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, শিক্ষানুরাগী, বর্তমান ছাত্র ছাত্রী সহ টাকী সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনীর সংসদের প্রতিনিধিরা।

বাংলাদেশের সঙ্গে মমতার মানসিকতার তুলনা দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলাদেশের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিকতার তুলনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। দিলীপবাবু লিখেছেন, কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে বন্যা সৃষ্টিকারী ত্রিপুরা ব্যারেজের গেট খুলে দেওয়ার জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ। এখন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ঝাড়খণ্ড ব্যারেজের গেট খুলে দিলে পশ্চিমবঙ্গও বন্যার সম্মুখীন হবে। এটা কি পরিহাস নয় যে একই বিষয়কে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে? নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দেখার পরিবর্তে, সমস্যা দেখা দিলে দোষ অন্যের ওপর চাপানো হয়। সঠিকভাবে নদী ড্রেজিং না করায় নদীর গভীরে স্তর জমে। খাল ও জলাভূমি রক্ষা না করলে বন্যা অনিবার্য। বেড়িবাঁধে অতিরিক্ত জল ছাড়া না হলে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে। হাঁসখালিতে তৃণমূল নেতা খুনের তিন অভিযুক্ত বেকসুর খালাস।

মহিলাকে প্রকাশ্যে পুরুষদের বাঁশপেটার ভিডিয়ো-সহ প্রশ্ন শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পারিবারিক গণ্ডগোল, জমি নিয়ে বিবাদ, পাড়ার অশান্তি, সূত্রপাত যাই হোক না কেনো, আমাদের রাজ্যে একজন মহিলাকে প্রকাশ্য দিনের আলোয় রাস্তার ওপর কয়েকজন পুরুষ মানুষ বাঁশপেটা করার সাহস পেলো কি করে? বুধবার এক্স হ্যান্ডলে এই প্রশ্ন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, না না, ভাববেন না যে এই দৃশ্য আফগানিস্তান, পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশের। এই ঘটনা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের, গতকাল মালদা জেলার মোথাবাড়ি তে এই ঘৃণ্য দৃশ্য ঘটতে দেখা যায়। কোথায় নারী নিরাপত্তা? সুপ্রীম কোর্টের শুনানির সময় রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে তো মনে হয় যে রাজ্য সরকার নারী সুরক্ষার জন্য প্রাণপাত করে দিচ্ছে একেবারে ! এই তার নমুনা? আর একটা বিষয় হলো, এক শ্রেণীর ভোটারকে তুষ্ট করতে তোলামূল সরকার প্রশাসনের হাত পা বেঁধে রেখেছে, তাই তালিবানপন্থীদের রমরমা দিনকে দিন বাড়ছে। কিন্তু এটাও যে নারী সুরক্ষার পরিপন্থী তা সরকার জেনে বুঝেও চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৯০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২ আশ্বিন, ১৪৩১

প্রযুক্তি বিদ্যা ও নারী

গেরস্থালির গ্যাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গেল্লেই প্রশ্ন জাগে গলদ কি গোড়াতেই? যন্ত্রের সঙ্গে কি ভাবে লাভ আগু হেঁট সম্পর্ক তৈরি হয়। এর পরে 'যন্ত্রপাতি', 'এ জীবন লইয়া কি করিব' এই সব গপ্পেও দেখছি যন্ত্রের জন্য মেয়েদেরই তৈরি করতে হচ্ছে ঢাকনা, সেই ঢাকনায় ফোটাচ্ছে সুতোর ফুল। সেলাই মেশিনে তেল ঢেলে, ফ্রিজের বরফ পরিষ্কার করে, ওয়াশিং মেশিনের ড্রয়ার সাফ করে, মাইক্রোওয়েভের কাচ পরিষ্কার করে, ডিফ্রস্ট করে। এগুলো এখনো যেন মেয়েদেরই কাজ। এবং এইসব কাজকর্ম করা যেন আধুনিকতার লক্ষণ। যন্ত্রের সঙ্গে নানাবিধ সম্পর্কের তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে এমনটাই মনে হয়েছিল নারীর সঙ্গে যেভাবে যন্ত্র ও যন্ত্রব্যবহার যুক্ত হ'ল, প্রযুক্তি নারীকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং নারীও প্রযুক্তিকে - এই ব্যাপারটাই ধরার চেষ্টা করেছেন পরিপ্রেক্ষিত অবশ্যই আমাদের এই দেশ। এই কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা। বাড়িতে যখন রেডিও এলো, ঠাকুরমাকে রেডিও চালাতে দেখিনি। মেয়েরা কম্পিউটার বোঝে, কিন্তু বাড়ির বউরা বোঝেন না। ঠাকুরমাদের মনের ভিতরে গাঁথা ছিল মেয়েদের এসব করতে নেই, যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে নেই। সাঁড়াশি, খুন্তি, কোরানি এগুলো যে যন্ত্র এবং এসব যন্ত্র চালনা ও নিয়ন্ত্রণে ওদের পারদর্শিতা অসাধারণ - এই বোধটাই ছিল না। ঠাকুরমার গল্প - দাদুর প্রেরণায় ঠাকুমা শ্লেটে অক্ষর লেখা। দাদুর বড় ভাই অক্ষর অলংকৃত শ্লেটপাথর দেখে ফেলে বলেছিলেন 'সব নোড়াই শালগ্রাম হইলে বাটনা বাটবো কিসে?' আন্দাজে বলছি, ঠাকুমার বিবাহ হয়েছিল উনবিংশ সতাব্দীতে। তখন যন্ত্র মহিলা সমাজে এত প্রভাব বিস্তার করেনি। গঙ্গার ধারে একটা উইণ্ডমিল-এর উপর সমাজ কর্তাদের রাগ। ঐ চাকা উপরে উঠলে তো ঘরের উঠোন দেখা যাবে। তাহলে প্রাচীরের কী লাভ? গোকুল ঘোষ নামে একজন মামলা ঠুকে দিয়েছিলেন। তখন ঘোড়া দেখেও ঘোমটা টানতেন কুলবালারা। পালকি সমেত গঙ্গায় চুবিয়ে গঙ্গাস্নান করানো হত। সে সময়ের স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের হা হুতাশ শুনিয়েছেন। বদ্ধ করে দেওয়া জানালা খোলার আকুতি। 'বামাবোধিনী', 'ভারতী' এসব পত্রপত্রিকার অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ঢাকা পালকির পথ যখন বেঁকে গেল মেয়ে ইস্কুলের দিকে, তখনো মেয়েদের হাহুতাশ ছিল না - জ্যামিতি, লজিক বা ফিজিক্স পড়ার। মেয়েদের জন্য যে পাঠ্য প্রস্তুত ছিল, তা ছিল আদর্শ গৃহিণী হবার জন্য, যে মুদি দোকানের ফর্দ পড়তে পারবে, স্বামীকে চিঠি লিখতে পারবে শ্রীচরণকমলেষু সম্বোধনে। এরপর কিভাবে পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রবেশ ঘটল নারী মহলে। রবীন্দ্রনাথও একসময় ভেবেছিলেন, ঘরেই নারীর সিংহাসন। সেখানেই তাদের রাজত্ব, প্রকৃতিদত্ত কাজের স্থান। 'প্রকৃতিদত্ত' শব্দটা আণ্ডারলাইন যোগ্য। নারী মস্তিষ্ক বিজ্ঞান ও অঙ্ক শেখার উপযোগী নয় এরকম একটা মত বেশ প্রবল ছিল। মেয়েদের ঘরে থাকাই বিজ্ঞান- এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন অভিভাবক সমাজ।

সাহেব বিবি গোলাম

বাংলা সাহিত্যের এক কালজয়ী সৃষ্টি সাহেব বিবি গোলাম। সময়টা ছিল ভারতের 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সময়। তিন ভাই, বউ, ছেলে মেয়ে, পরিচারক পরিচারিকা নিয়ে জমজমাট জমিদার বাড়ি 'বড়বাড়ি'। সেই বাড়ির এইটুকু একটা ঘরে জায়গা পেল ভূতনাথ। ঠিকানা পেল 'মোহিনী সিঁদুরে' অফিসে। বড়বাড়িতে থাকাকালীন ভূতনাথ জমিদারি কালচার বা বাবুয়ানি চালচলনকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিল। একদিনে যেখানে জমিদারেরা পায়রা উড়িয়ে, নাচের মজলিস বসিয়ে আর টাকা উড়িয়েই দিন কাটিয়ে দিতেন, অন্যদিকে তখন স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন দেশের যুবসম্প্রদায়কে, আর এক দিকে দেশে গড়ে উঠেছে ব্রাহ্ম সমাজ নামে আরেকটি সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন সমাজ। মূলত সেই জমিদারবাড়ি, বাড়ির ছোট বউ পটেশ্বরী বৌঠান, সুবিনয়বাবু ও জবা, এবং জমিদারবাড়ির উত্থান-পতনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ভূতনাথের জীবন। বাংলার জমিদারদের উত্থান এবং তাদের ক্ষয়িষ্ণুতা পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবার ইতিহাসকে গল্পের ঢঙে লিখেছেন বিমল মিত্র। এই জমিদারশ্রেণিটির বাবু কালচারকে ধারণ করেছেন চৌধুরী বাড়ির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যেখানে ওভারসিয়ার ভূতনাথ পেল্লায় এক বাড়ি ভাঙতে এসে স্মৃতিচারণ করছে বড়বাড়ির, বাংলার ইতিহাসের। স্মৃতি থেকে উঠে আসা ভূতনাথ হয়ে ওঠে মূল বর্ণনাকারী। বোনের স্বামী ব্রজরাখাল কাজ করে জমিদার বাড়িতে, যাকে সারা বইতে বড়বাড়ি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই নিয়ে আসে ভূতনাথকে। ব্রজরাখালের বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে যায় সবার শালা। অর্থাৎ তার নাম হয় শালাবাবু। সেই শালাবাবু কলকাতার বড়বাড়িতে এসে জড়িয়ে পড়ে ব্রাহ্ম পরিবার জবাদের সাথে কী আশ্চর্যকথা যুক্তি আর সংসার এই দু'য়ের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে জবাময়ী। সেই সংসারীর অনির্বচনীয়ে যে টান গড়ে ওঠে। যেমনটি ভুলব না ঘড়িবাবু বদরিকাবাবুকে। যিনি বলতেন, এ সংসারে যে খেলতে জানে সে কানাকড়ি নিয়েও খেলে। সময়কে ধারণ করতে চেয়েছেন বিমল মিত্র। সফল হয়েছেন বলব না। ব্যর্থ হয়েছেন তাও নয়। বিমল মিত্র পাঠককে সময় উপভোগ করতে শিখিয়েছেন। বৃহৎ উপন্যাস লিখতে গেলে সবার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে চরিত্রগুলোর নিখুঁত চারিত্রিক প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই ব্যাপারে লেখক যেনো তা স্বইচ্ছায় এড়িয়ে গেছেন। একমাত্র ব্রজরাখাল ছাড়া আর কাউকেই একটা নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ফেলতে পারবেন না। ছোট বৌঠান তো স্বামীর জন্যেই নিজেকে বদলে ফেলেন। এখানে কাল খুঁজে পাওয়া যায় না। হারিয়ে গিয়েছে মহাকালের স্রোতে!

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

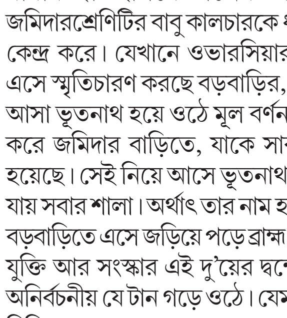

শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁথিগত হওয়ার থেকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন। শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে না, কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে জানতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করে নিতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতাকে ভগবান বলে সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইতে হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, দেশ মাতৃকার জয়গান গাইতে হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করো না। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি বলে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। তেমনই আমাদের ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে প্রাণে মা'র সাধনা করতে হবে। মাতৃ সাধনা করা ছাড়া উপায় নেই।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ‘গণদেবতা’ গ্রন্থের লেখক কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলার সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাহিত্যিক হিসেবে যতটা পরিচিত, একজন নাট্যকার-রূপে কিন্তু ঠিক ততটা পরিচিত নন। বরং বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর যেন নাট্যকার তারা শঙ্করকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছেন। অথচ তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেকগুলি নাটকও লিখেছিলেন এবং সেগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি বিস্ময়কর মঞ্চ সাফল্যও লাভ করেছিল। কিন্তু তবুও এখনও পর্যন্ত তাঁর নাটকগুলি নিয়ে অতীতের হাতে গোনা কয়েকজন বাদে আর কেউই সামগ্রিকভাবে তেমন কোনো আলোচনা করেননি বলেই দেখতে পাওয়া যায়।

তারাশঙ্করের জীবনচরিত থেকে জানতে পারা যায় যে, মাত্র সাত বছর বয়সে, একজন দর্শক হিসেবে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। ১৯০৫ সালে তাঁর নিজের গ্রাম লাভপুরে ‘বন্দেমাতরম’ থিয়েটারের মাধ্যমে নাট্যাভিনয় জন্য একটি স্থায়ী মঞ্চ গড়ে উঠেছিল। সেই মঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সেখানকার নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী হলেও তাঁর মধ্যে নাটকের নেশা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি নাটক রচনা করতেন, গ্রামের মঞ্চে সেই নাটকের অভিনয় হত এবং তিনি নিজে সেই অভিনয়ে যোগও দিতেন। শুধু তাই নয়, তৎকালীন কলকাতার বড়ো বড়ো রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেকালের কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তাঁর লিখিত কোনো কোনো নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল বলেও জানতে পারা যায়। সেসবের মধ্যে তাঁর লেখা ‘রাতকানা’ প্রহসনটি তো সেযুগের দর্শক সমাজের কাছে তাঁকে প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত করেছিল। তখন প্রধানতঃ এই নির্মলশিবের আহ্বানে ও প্রযত্নেই লাভপুর গ্রামে সমকালীন বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের অনেক খ্যাতকীর্তি নায়কের পদধূলি পড়েছিল; তাঁদের মধ্যে; রসরাজ অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্মথমোহন বসু, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র, রাধাচরণ ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের উপস্থিতি সেখানকার নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। লাভপুরের এই পরিবেশেই তারাশঙ্কর বড়ো হয়ে উঠেছিলেন এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি ‘আমার কালের কথা’ গ্রন্থে লিখেছিলেনস আমি বাল্যকালে এদের দূবে থেকে দেখতাম। প্রথম যৌবনে ধন্য হযেছি এদের কাছে এসে। যদিও তারাশঙ্কর নিজেও গ্রামের মঞ্চে অনেক অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু তবুও শুধু অভিনয় করে তৃপ্ত হতে না পেরে একটাসময়ে তিনি নিজেই নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর সেই স্বপ্নকে সফল করবার জন্যই তিনি তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ অবলম্বনে ‘মারাঠা তর্পণ’ নামক নাটকটি লিখেছিলেন। এপ্রসঙ্গে ‘আমার সাহিত্য জীবন’ গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন, নাটক আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল। নাটকখানি মঞ্চে আশ্চর্যরকম জমে গেল। অভিনয়ের পর নির্মলশিববাবু বললেন, নাটকখানিকে ভাল নকল করে আমাকে দে, আমি কলকাতায় দেখাব। আর্ট থিয়েটারে দেব।

তাঁর একথায় তারাশঙ্করের চোখে যেন স্বপ্নের ঘোর লেগেছিল, তিনি লিখেছিলেন, অভিনয় হয, দর্শকে করতালি দেয়, মনে হয় অভিনন্দন জানাচ্ছে নাট্যকারকে। নাটকের মত অন্য কোন রচনা বোধহয় রচয়িতাকে এমন নগদ বিদায় দেয় না। সুতরাং নির্মলশিববাবুর কথায় আমার চোখে সেদিন রঙীন স্বপ্ন নেমে এল। স্বপ্ন দেখলাম। অনেক স্বপ্ন। দেওয়ালে দেওয়ালে আমার নাম। রঙ্গমঞ্চের রহস্যপুরীতে প্রবেশাধিকার। অনেক,অনেক, অনেক।

কিন্তু আর্ট থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই নাটকের পাণ্ডুলিপিটি না পড়েই ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারাশঙ্কর অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের পথ থেকে। নাটক আর লিখব না স্থির করলাম। বাস্তবেই এরপরে বেশ কিছু সময় ধরে তিনি আর কোন নাটক রচনা করেননি। তবে বেশ কয়েকবছর পরে তাঁকে অবশ্য নিজের সংকল্প পরিবর্তন করতে হয়েছিল। কারণ; তখন ‘নাট্যনিকেতন’, এর প্রবোধচন্দ্র গুহ তারাশঙ্করকে তাঁর ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটির নাট্যরূপদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালে তাঁর পক্ষে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই আহ্বান উপেক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি।

তারাশঙ্করের জীবনচরিত থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রায় কুড়িটির মত নাটক লিখেছিলেন। সেসবের মধ্যে; ‘কালিন্দী’ (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), ‘দুই পুরুষ’ (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ), ‘পথের ডাক’ (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ), ‘দ্বীপান্তর’ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), ‘বিংশ শতাব্দী’ (১৩৫১ বঙ্গাব্দ), ‘চকমকি’ (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), ‘যুগবিপ্লব’ (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), ‘কবি’ (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ‘কালরাত্রি’ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), ‘সংঘাত’ (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) এবং ‘আবোগ্য নিকেতন’ (১৩৫২ বঙ্গাব্দ); এই এগারোটি নাটক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ‘কালিন্দী’, ‘দুই পুরুষ’ প্রভৃতি কয়েকটি নাটকের একাধিক সংস্করণ অথবা পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল। এছাড়া তাঁর লেখা ‘বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা’ নামক একাঙ্ক নাটকটি ডঃ সাধন

কুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত ও ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত ‘একাঙ্ক সঞ্চয়ন’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এগুলি ছাড়াও আজও তাঁর লেখা একাধিক নাটক বিভিন্ন সাময়িকপত্রেব পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে রয়েছে। তাছাড়া ‘উমানন্দের মন্দির’, ‘ডাইনীর মায়া’, ‘অভিশপ্ত’ প্রভৃতি যেসব একাঙ্ক নাটক তিনি বেতারে অভিনয়ের জন্য রচনা করেছিলেন, সেগুলির পাণ্ডুলিপি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের জীবনী অবলম্বনেও তিনি একটি নাটক লিখেছিলেন বলে জানা যায়, যদিও কখনো সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

অতীতের কলকাতার একাধিক ব্যবসায়ী নাট্যসংস্থা তাঁর কয়েকটি নাটকের মঞ্চরূপ দিয়েছিল। যেমন; তাঁর ‘কালিন্দী’ নাটকটি নাট্য -নিকেতন ও ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ১৩৪৮ ও ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে, ‘দুই পুরুষ’ ও ‘পথের ডাক’ নাটকটি নাট্যভারতী মঞ্চে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে, ‘দ্বীপান্তর’ নাটকটি কালিকায় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে, ‘বিংশ শতাব্দী’ ও ‘কবি’ রঙমহল মঞ্চে ১৩৫১ ও ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে, এবং ‘আবোগ্য নিকেতন’ নাটকটি বিশ্বরূপা মঞ্চে ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে অভিনীত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ‘দ্বীপান্তর’ ও ‘বিংশ শতাব্দী’ ছাড়া তাঁর রচিত অন্য নাটকগুলির অভিনয় যে সেকালে প্রভূত জন সমাদর লাভ করেছিল, সম সাময়িক পত্রিকাগুলি থেকে সেকথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

অতীতে যাঁরা তারাশঙ্করের নাটকগুলি নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন, তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, তাঁর নাটকগুলি পরিমিত মাপের। দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে অভিনযযোগ্য ছিল। তবে তাঁর ‘কালরাত্রি’ ও ‘বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা’ নাটকটি অবশ্য একাঙ্ক নাটক ছিল এবং অন্যান্য নাটকের তুলনায় সেগুলি আয়তনেও অনেকটাই ছোটো ছিল। তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী’, ‘দুই পুরুষ’, ‘পথের ডাক’, ‘দ্বীপান্তর’, ‘কবি’ ও ‘আরোগ্য নিকেতন’ যেমন চার অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক। তেমনি ‘বিংশ শতাব্দী’, ‘যুগবিপ্লব’ ও ‘সংঘাত’ তিন অঙ্কের এবং ‘চকমকি’ দু'অঙ্কের প্রহসন। এগুলির মধ্যে ‘পথের ডাক’, ‘বিংশ শতাব্দী’, ‘যুগবিপ্লব’ ও ‘কালরাত্রি’ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নাটকই বীরভূমের পটভূমিতে রচিত হয়েছিল।

তারাশঙ্করের নাটকগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। দুটি জমিদার বংশের বিরোধ ও মিলনকে উপলক্ষ্য করে তিনি তাঁর ‘কালিন্দী’ নাটকটি লিখেছেন। আবার তাঁর ‘দুই পুরুষ’ নাটকের মূল উপজীব্য ছিল; জমিদারের সঙ্গে প্রজার বিরোধ। জেল-পলাতক নর হত্যাকারী এক লাঠিয়াল বাগদীর পারিবারিক কাহিনী তিনি তাঁর ‘দ্বীপান্তর’ নাটকে পরিবেশন করেছিলেন। ‘বিংশ শতাব্দী’ নাটকে তিনি জনৈক বিজ্ঞান-সাধকের সাধনা ও পরিণাম চিত্রিত করেছিলেন। জনৈক বিপত্নীক কৃপণ বৃদ্ধের অর্থলোলুপতা ও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের বাসনাকে আশ্রয় করে তিনি তাঁর ‘চকমকি’ প্রহসনটি রচনা করেছিলেন। আবার তাঁর ‘যুগবিপ্লব’ নাটকটির বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক; ১৭৫৭ আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণের মাধ্যমে এই নাটকের সূচনা ও তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয়ের মাধ্যমে এটির সমাপ্তি হয়েছিল। তাঁর ‘কবি’ নাটকটি একজন অন্ত্যজ সন্তানের কবি হওয়ার ইতিহাস। অলৌকিকতার প্রতি নায়কের আস্থা ও বিশ্বাসকে ভিত্তি তিনি তাঁর ‘কালরাত্রি’ নাটকটি লিখেছিলেন। গৃহদেবতার বিগ্রহ রক্ষা করবার জন্য বৈষ্ণবী কৃষ্ণ ভামিনীর অতুলনীয় আত্মত্যাগ তাঁর ‘বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা’ নাটকটির বিষয়বস্তু। প্রাচীন ও নবীন সংস্কার-বিশ্বাস-শিক্ষাদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে তিনি ‘সংঘাত’ নাটকটি লিখেছিলেন। আর, মৃত্যু-ভয় জয়ের বাণীকে আশ্রয় করে তাঁর ‘আরোগ্য নিকেতন’ নাটকটি গড়ে উঠেছিল।

বিষয়গত দিক থেকে তাঁর আগেকার নাট্যসাহিত্যেব সঙ্গে তারাশঙ্করের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। বরং তাঁর যোগ সমকালীন নাট্য সাহিত্যের সঙ্গেই ছিল। শুধুমাত্র তাঁর ‘যুগবিপ্লব’ ও ‘চকমকি’ নাটক দুটিকে এর ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। ‘যুগবিপ্লব’ যেখানে একটি ঐতিহাসিক নাটক, ‘চকমকি’তে সেখানে বিপত্নীক বৃদ্ধের পুনর্বিবাহের বাসনার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন প্রহসনের বিষয়গত যোগ দেখতে পাওয়া যায় (মধুসূদন দত্তের ‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ’ স্মরণীয়)।

এছাড়াও তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ ও শবৎচন্দ্রের মত স্বকৃত একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপও দিয়েছিলেন। তাঁর ‘কালিন্দী’, ‘কবি’ ও ‘আরোগ্য নিকেতন’ এই ত্রয়ী নাটকের কথা এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। তাছাড়াও তিনি স্বরচিত গল্পেরও নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ‘নুটু মোক্তারের সওয়াল’ ও ‘দুই পুরুষ’ গল্প দুটিকে তিনি নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। এছাড়া ‘দ্বীপান্তর’ নাটকের শেষাংশটি তাঁর ‘আখড়াইয়ের দীঘি’ গল্পটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর ‘পিতাপুত্র’ গল্পে ‘সংঘাত’ নাটকের আদিবীজ দেখতে পাওয়া যায়।

এবারে নাট্যকার তারাশঙ্কর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সমধর্মী চরিত্রের উল্লেখ করা যাক, এবং সেগুলির সংখ্যা কিছু কম নয় বলেই দেখা যায়। তাঁর নাটকগুলোর দোর্দণ্ডপ্রতাপ, প্রভুত্বপরায়ণ, ক্ষমতাগর্বী কয়েকটি জমিদার চরিত্র হল- ইন্দ্ররায় (কালিন্দী), শিবনারায়ণ (দুই পুরুষ), ধনদাপ্রসাদ (দ্বীপান্তর) ও ভুবন রায় (আরোগ্য নিকেতন)। যদিও প্রতিটি চরিত্রই অবশ্য শেষপর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

সেযুগের নব্যশিক্ষিত আদর্শবাদী কয়েকজন যুবকের সাক্ষাৎও তাঁর নাটকে পাওয়া যায়। যেমন; অহীন্দ্র (কালিন্দী), অরুণ (দুই পুরুষ), নিখিলেশ (পথের ডাক), জ্ঞানদাচরণ (দ্বীপান্তর), শ্যামাদাস (বিংশ শতাব্দী), শশিশেখর ন্যায়রত্ন (সংঘাত) এবং প্রদ্যোত (আরোগ্য নিকেতন)। এঁরা সকলেই নতুন কালের প্রতিনিধি। তাঁর নাটকের আদর্শ মাতৃ চরিত্রগুলি অল্পবিস্তর হলেও ‘ধাত্রীদেবতা’র মায়ের (জ্যোতির্ময়ী) ছাঁদে ঢালা বলেই দেখা যায়। সুনীতি (কালিন্দী) কিংবা জ্যোতির্ময়ীর (পথের ডাক) কথা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। এছাড়া কল্যাণী (দুই পুরুষ), সুনন্দা (পথের ডাক), অনিমা (বিংশ শতাব্দী) ও সুষমা (সংঘাত) চরিত্রগুলিতে বিবাহোত্তর জীবনেও পূর্বতন প্রণয়ীর প্রতি নারীর অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা দেখতে পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর সৃষ্ট কয়েকটি টাইপ চরিত্র হল; অচিন্ত্য (কালিন্দী), গোপীনাথ মিত্তির (দুই পুরুষ), কুডোবাম (পথের ডাক), গুরুপদ সাউ (দ্বীপান্তর), কেষ্ট (বিংশ শতাব্দী), বিমল মুখুজ্জে (চকমকি), বিপ্রপদ ও মহান্ত (কবি), দাঁতু ঘোষাল (আরোগ্য নিকেতন) প্রভৃতি।

তাঁর অধিকাংশ নাটকই তীব্র গতিবেগযুক্ত এবং সেগুলি আদ্যন্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। তবে তাঁর কোনো কোনো নাটকে অবশ্য অতিনাটকীয়তা প্রাধান্য পেয়ে ছিল। যেমন ‘পথের ডাক’ নাটকের খনি-অভ্যন্তরের দৃশ্যটি। এছাড়া এপ্রসঙ্গে ‘দ্বীপান্তর’ নাটকের শেষ দৃশ্যটিও স্মরণীয়। আবার তাঁর ‘বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা’ নাটকে নাট্যকার তারাশঙ্করের পরিবর্তে কথক তারাশঙ্করেরই প্রাধান্য দেখা যায়। তারাশঙ্কর তাঁর নাটকগুলিতে মোটামুটিভাবে চরিত্রানুগ সংলাপ রচনার চেষ্টা করেছিলেন, এবং সেজন্য সংলাপের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি ইংরেজি ও হিন্দী ভাষাও প্রয়োগ করেছিলেন। এছাড়া বাগদী, সাঁওতাল, কয়লা শ্রমিক প্রভৃতির সংলাপ রচনায় তিনি নৈপুণ্য দেখান। **(লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী**

কলকাতায় প্রথম বাষ্প চালিত জাহাজ

বিশেষ প্রতিবেদক

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ , ১২ই সেপ্টেম্বর ভারতে তৈরি প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ ডায়না আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে। বাষ্পীয় যান ঃ বাষ্পীয় যান অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের পর প্রথমে ইংল্যান্ডে চালু হয়। ব্রিটিশরা ভারতে বাষ্পীয় জাহাজ চালু করে এবং ৫০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড ব্যয়ে প্রায় ২,৬০০ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করে। এর আগে ভারতে প্রাচীন আমলের চলাচল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পলি নদী দিয়ে শ্লথগতিতে চলত স্বল্প ওজন বহনোপযোগী দেশীয় নৌকা এবং গ্রামের কর্দমাক্ত পথ দিয়ে চলাচল করত গরুর গাড়ি। সেকালে স্থলপথে পরিবহণ অধিকতর ব্যয়বহুল হওয়ায় যাত্রী ও মাল পরিবহণের জন্য নদীপথই সচরাচর বেছে নেওয়া হতো।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রধান নৌপথ ছিল গঙ্গা নদী। এই নদী থেকে গোয়ালন্দের কাছাকাছি ব্রহ্মপুত্র ও চাঁদপুরের কাছাকাছি মেঘনা নদী দিয়ে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তবে, সেকালে গঙ্গাবক্ষে নৌচলাচলে অনেক অসুবিধাও ছিল। সবচেয়ে বড় নৌকারও মালবহন ক্ষমতা হতে পারত ৬০ টন মাত্র এবং তার সর্বোচ্চ বেগ ছিল ঘণ্টায় অনূর্ধ্ব ছয়-সাত মাইল। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যাত্রী ও মালামাল নদীয়া হয়ে গঙ্গা নদীর তিন শাখা ভাগিরথী, জলাঙ্গি ও মাথাভাঙ্গা দিয়ে পরিবাহিত হতো। এগুলিই আবার মিলিত হয় হুগলি নদীতে, যার পাড়ে ছিল কলকাতা নগরী। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত শুকনা শীত মৌসুমে এ পথে সরাসরি কলকাতায় আসা যেত, কিন্তু বসন্তকালে এসব নদীর শাখাগুলি এত অগভীর হয়ে যেত যে, তাতে ছোট নৌকাও চলতে পারত না, আবার বর্ষাকালে এগুলি এমন কানায় কানায় পূর্ণ হতো যে চলাচলের জন্য ছিল বিপজ্জনক। তারপরও, বাংলার জেলাগুলি থেকে সুন্দরবন হয়ে কলকাতায় যাত্রী চলাচল ও মাল পরিবহণ সম্ভবত বছরের সব সময়েই গঙ্গা নদীর আঁকাবাঁকা প্রধান প্রবাহ দিয়েই পরিচালিত হতো। এ পথে বাষ্প চালিত যান এসে অনেক সমস্যার সমাধান করে, কেননা প্রচলিত দেশি নৌকার মতো এগুলি জোয়ার ও

বায়ুর গতির ওপর নির্ভরশীল ছিল না।

১৮২২ সালে একটি সাধারণ বাষ্পীয় নৌচালনা কোম্পানি প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যবসায়ী ও জাহাজ চলাচলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্যোগে লন্ডনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল, ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে সেকালে উত্তমাশা অন্তরীপ রুটে বাষ্পীয় জাহাজ চালু করে পূর্বের ছয় মাসব্যাপী সমুদ্রযাত্রাকে চার মাসে কমিয়ে আনা। প্রথম পালতোলা বাষ্পীয় পোত এন্টারপ্রাইজ ১৮২৫ সালের আগস্ট ও ডিসেম্বরের মাঝে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে লন্ডন থেকে কলকাতা পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করতে পেরেছিল, তবে পরীক্ষামূলক এই সফরকে তেমন সফল বলা যায় না। এতে যাত্রা সম্পন্ন করার আনুমানিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় লেগেছিল এবং রোদ ও ধোঁয়া-ময়লার কারণে যাত্রীদেরও অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। ১৮২৩ সালে হুগলী নদীতে একটি যাত্রীবাহী বাষ্পীয় যান চালু করা হয়, তবে তা বেশি দিন চালু থাকে নি। ১৮২৬ সালের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইউরোপ থেকে আসা সুবিশাল পালতোলা জাহাজকে হুগলি নদীতে আনার জন্য কয়েকটি বাষ্পীয় যানকে টানা-জাহাজ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। প্রথম থেকেই উদ্যোগের সবটাই ছিল বেসরকারি খাতে।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল হিসেবে ১৮২৮ সালে কলকাতায় আসেন। সংস্কারমুখী উদ্দীপনা নিয়ে তিনি ভারতের নদীপথে বাষ্পীয় নৌ চলাচলের ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে মনোযোগী হন। ১৮০৯ থেকে ভারতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহালকৃত এবং এখানকার নদীপথে সাধারণ দেশীয় নৌকায় চলাচল সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা ডবলিউ.টি প্রিন্সেপকে তিনি বাষ্পীয় নৌযান প্রবর্তনের পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য তা পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। ১৮২৮ সালের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন জনস্টনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সদ্য সংগ্রহকৃত নতুন বাষ্পীয় নৌযানসমূহের একটিতে গঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত গিয়ে তারপর হুগলীতে ফেরত এসে প্রথম পরীক্ষামূলক সফর সম্পন্ন করা হয়। ১৮৩৪ সালে গঙ্গা নদীতে চলাচলের জন্য একটি নিয়মিত নৌযান সার্ভিস চালু হয়। ১৮২৪-১৮২৬ সালের বার্মা যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সৈন্যসামন্ত ও সেনা-সরঞ্জাম বহন করার সুবিধার্থে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর দিয়ে একটি বাষ্পীয় নৌচলাচল ব্যবস্থার বিষয় চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল। যুদ্ধ থেমে গেলে যে রাজনৈতিক সমঝোতা হয় তাতে সীমান্ত অঞ্চল বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের হাতে থাকায় সামরিক উদ্দেশ্যে বাষ্পীয় নৌচলাচল ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা বাতিল করা হয়।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে উত্তর আসামের চা ধীরে ধীরে বিদেশের বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকলে সরকার ১৮৪৭ সালে কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে একটি নতুন পথে বাষ্পীয় নৌ সার্ভিস চালু করে। ১৮৫৬ সালে সরকারি নৌ সার্ভিস গৌহাটি থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তবে, এই নৌ পরিসেবা সাধারণ বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিল না। নৌযানের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল এবং ভাড়াও ছিল অত্যধিক। কলকাতা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত জনপ্রতি ভাড়া ছিল কমপক্ষে ১৫০ রুপি। সাধারণ মাল পরিবহণের ভাড়া ছিল প্রতি বর্গফুটে ১ রুপি। তাছাড়া, এসব নদীপথে দেশীয় নৌকায় চলাচলে যে ধরনের বিপদের আশঙ্কা থাকত বাষ্পীয় নৌযান তা থেকে মুক্ত ছিল না।

ভারতের জলপথে নিয়মিত বাষ্পীয় নৌযানের প্রচলন শুরু হয়। কলকাতায় জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। মেসার্স কিড অ্যান্ড কোম্পানির এবং ১৮২৩ সালে তারা প্রথম যাত্রীবাহী বাষ্পীয় নৌযান ডায়না চলাচল করে।

গ্রাম বাংলার লোক সংস্কৃতিতে মা মনসা

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রতীক থেকে প্রতিমায় রূপায়ণ।বাংলায় মনসাদেবীর সিজ মনসার ডাল,শোলার পট,মাটি আর ছবি দেওয়া ঘট থেকে সুন্দর ধাতু আর মাটির প্রতিমা দেখা প্রতিমা দেখা যায়।এই বিষয়ে আমি যতটা জেনেছি তাতে দেখেছি যে মনসার মতো এমন বিচিত্র দেবী বাংলায় আর দ্বিতীয়টি নেই।বিশেষ করে লোকশিল্প এর দিক থেকে যদি দেখি।

জল জঙ্গলে ঘেরা বাংলায় সাপের উপদ্রব স্বাভাবিক।তাই জৈষ্ঠ্যের দশহরা থেকে আশ্বিনের ডাক সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে মনসা পুজো যে সময় সাপেদের চলাচল অব্যাহত থাকে তাই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরাই এই পুজোর সঙ্গে বেশি যুক্ত।মনসামঙ্গলের কাহিনী অনুসারে জেলে পরিবারের ঝালু আর মালু মনসার বারিঘট পেয়েছিল মাছ ধরার সময় ।সেই ঘট তাদের মাকে দিয়েছিল।সেই ঘট পুজো করে তাদের সুখ হয় তাই দেখে চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সনকাও এই পুজো করতে উদ্যোগী হন কিন্তু শৈব চাঁদ সেই পুজো নষ্ট করে দেয়।অনেক চাপান উতোর পার হয়ে মনসা চাঁদের পুজো পেয়ে উচ্চ মণ্ডলের দেবতাদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকার পান। অর্থাৎ মৎসজীবি থেকে বণিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে এই পুজো উচ্চবিত্ত এর সমাজে স্বীকৃতি পায়। এখনও গ্গ্রাম বাংলায় আছে দেওয়াসি মনসার অব্রাহ্মণ পূজারি।

শ্রাবণ আর ভাদ্র সংক্রান্তিতে ই এই পুজো হয়।পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এর সঙ্গে করেন রান্না পুজো বা উনুন পুজো।সংক্রান্তির আগের রাতে নানা ধরনের রান্না হয় মনসার জন্য।যার মধ্যে থাকে আউস ধানের ভাত যা পান্তা করা হয়।চালতার ডাল,নয় রকম ভাজা ,কচুর শাক, ইলিশ সহ নানারকম মাছ।একে বলা হয় অরন্ধন। পরদিন পুজোর পরে এই রান্না খাওয়া হয়।এদিন উনুনে সিজ মনসার ডাল আর কাশফুল দিয়ে মনসার প্রতীকে পুজো করা হয়।এটি আসলে ধরিত্রী পুজো।অনেক জায়গায় জমিতে লাঙল দেওয়া এদিন নিষেধ।

কলকাতা শহরে বহু পরিবারে এই পুজো আছে।আমার মামারবাড়িতে এই পুজো আছে।ছোট থেকে খুব মজা হতো।আমাদের মামার বাড়ির গৃহদেবতা গৌর নিতাই।তাই আগে এই প্রসাদ ওদের নিবেদন করা হয়।তাই মাছ ভোগ হতো না।তবে পরদিন বাড়ির নিমন্ত্রিতদের জন্য ইলিশ মাছ রান্না করা হয়।আর সঙ্গে চলত ঘুড়ি ওড়ানো।

সঙ্গের ছবিটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ির মনসা মেড়।

কেশিয়াড়ি সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পাশেই শিল্পীরা থাকেন।আগ্গ্রহীরা সংগ্গ্রহ করতে পারেন।আমি বছর দুই আগে আইআইটি খড়গপুরে এক জনের বাড়ি গিয়ে ওখান থেকে গিয়েছিলাম।সর্বপ্রথম সুব্রত মুখোপাধ্যায় এর লেখা থেকে এ বিষয়ে জানতে পারি।

সুন্দরবনে মনসা পুজো বেশ জাঁকজমক করে হয়ে থাকে। মনসা পুজোর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃদ্ধি হওয়ার কারণ সেখানে সাপের উপদ্রপ। সাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে মনসা পুজো শুরু হয়েছিল বাংলায়। মনসা মঙ্গল কাব্যে এই পুজোর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগর যেভাবে বাঁ হাতে ফুল দিয়ে পুজো সারলেন তাতে বাংলায় মনসা পুজোর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। আগেকার কালে বাংলা বণিকদের সমাজে প্রভাব ছিল এবং তারা ধর্মকে প্রভাবিত করতো তা প্রমাণ মনসা মঙ্গল কাব্যের চাঁদ সওদাগর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করে।

পাঁচশো বছরের তালান্ডু রাজবাড়ীর বুড়িমার পুজো আজও অদ্বিতীয়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ঃ হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে তালান্ডু স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দু পাড়ে সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে হাঁটা কুড়ি মিনিটের পথ মালিপাড়া গ্রাম। এখানেই আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলার ১০৫ বঙ্গাব্দে ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে চলেছে মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো। দেবী প্রাচীন তাই দেবীর নাম বুড়িমা। এই মন্দিরটি স্থাপন করেন শিবাচার্য ঠাকুরের পূর্বসূরী বংশধররা। , বর্তমান উত্তরসূরী শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় দেবীর পূজা দেখভাল করেন। শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের দশ পুরুষ পূর্বে সৃষ্টি দুর্গা মন্দিরটি। রাজবাড়ী আজ ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের মাথার ছাদটি টিনের চালার। গ্রামের মানুষ এটিকে দুর্গা দালান বলেন। মন্দিরের সামনে ভগ্ন প্রায় বড় দুটি থাম আছে। চারপাশ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। রাজবাড়ি অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। গ্রামের ঐতিহ্যের নিদর্শন এই মন্দির। হুগলি জেলার মন্দির স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে মন্দিরটি স্থান করে নিয়েছে। এই তথ্য প্রদান করেছেন মালিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা অধ্যাপক ডক্টর রুদ্রপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। তাঁর লেখা 'লোকায়ত সংস্কৃতি' ও অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থে এই বুড়িমা সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা রয়েছে। এই পুজো পূর্বপুরুষের রীতি অনুযায়ী হয়। সপ্তমীর দিন বিশাল দীঘির জলে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে স্থাপিত করানো হয় দুর্গা মন্দিরে। এরপর দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু হয়। সেখানেই হয় দেবীর বোধন। দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয়। এখানে প্রতিমার গঠনে রয়েছে বিশেষত্ব। ছয় হাত উচ্চতার প্রতিমার প্রধান বাহন সিংহের রং হলুদ কিন্তু মহিষাসুরের রং গাঢ় সবুজ। প্রতিমাকে লাল রঙের মাটির শাড়ি পড়ানো হয়। এছাড়া শোলার ডাকের সাজ সজ্জা থাকে। বংশপরম্পরায় যারা ঢাক বাজান তারা বর্ধমানের একলাখী গ্রামের বাসিন্দা। তৎকালীন ছিল নবাবী আমল। গ্যাস বাতি বা কেরোসিনের আলোয় পূজার আয়োজন হতো। চারিদিকে তখন ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভর্তি ছিল। তবে এখানকার দেবী দুর্গা খুবই জাগ্রত। এখানে দুজন পুরোহিত পুজো করেন। অভিজিত মুখোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন কেবলমাত্র এই প্রত্যন্ত গ্রামে একটিমাত্র দুর্গা পূজা হয়। এই গ্রামে চল্লিশটি পরিবারের বসবাস। এখানে দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমীর দিন আঁখ, ছাঁচী কুমড়ো ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। অষ্টমীর দিন কুমারী পূজায় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটায় তা বন্ধ হয়ে যায়। অধিবাসের দিন মাকে পড়ানো হয় সোনার গহনা ও অস্ত্র গুলি। এ পুজোয় তান্ত্রিক মতে শাস্ত্র মেনে পুজো হয়। সন্ধিপূজার বিরাট পিতলের থালায় এক মন চাল দুই কেজির বিরাট নাড়ু তৈরি করে দেওয়া হয়। পুজোর কটা দিন গ্রামের মানুষ ও অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া এই পুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবী দুর্গাকে অন্য ভোগে মাছ এবং মাংসের টুকরো নিবেদন করা হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে গৃহস্থের ঘরে রান্না পুজো হয়। এখানে দশমীর দিন দেবী দুর্গাকে বাসি ভাত (পান্তা) নিবেদন করা হয়। এটিকে দুর্গা অরন্ধন ব্রত বলা হয়। নাট মন্দিরের পান্তা ভাত আর নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ হিসেবে গ্রামের পরিবারের সকলে গ্রহণ করেন। এই গ্রামের মন্দির থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বামফ্রন্টের আমলে লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাড়ি। এখানে আলোর রোশনাই নেই, নেই আলোর চাকচিক্য কিন্তু প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরপুর ঠাকুরবাড়ির দালান। গ্রামের সাধারণ মানুষজন সকাল থেকেই ঠাকুরদালানে হাজির হয়। এই পুজোয় মাইক বাজানো নিষিদ্ধ। ভক্তি নিষ্ঠার শাস্ত্রবিধির নিয়ম আচারে মাতৃ আরাধনা। তবে এই নাট মন্দিরে আর কোন দেবদেবীর পূজা হয় না। একমাত্র ফাল্গুন মাসে মধুসূদন বাসুদেব মূর্তি বসিয়ে দোল উৎসব পূজার্চনা হয়। এরপর দশমীর সন্ধ্যায় গ্রামের সধবা মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এখানে বুড়ি মাকে গ্রামের ছেলেরা কাঁধে করে নিয়ে দীঘিতে বিসর্জন দেন। যাওয়ার পথে রীতিনীতি মেনে পীরতলায় একবার নামানো হয়। তারপর আবার সারা বছরের প্রতীক্ষা। এই পুজো শুধু পারিবারিক নয় গোটা গ্রামের সামাজিক মেলবন্ধনেরও মাধ্যম।

বোট উল্টে জলের স্রোতে জেলা শাসক সহ সাংসদ, বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ লাভপুরে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে বোট উল্টে জলের স্রোতে তলিয়ে যেতে যেতে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন জেলা শাসক, বিধায়ক, দুই সাংসদ সহ ১৩ জন। একজন এখনও নিখোঁজ। গ্রামবাসীদের তৎপরতায় কোনক্রমে প্রাণে বাঁচেন বেশিরভাগ যাত্রী। জল থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁদের। কুঁয়ে নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত প্রায় ১৫ টি গ্রাম। বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিতে লাইফ বোটে করে লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই চেপেছিলেন সকলে। জলের ঘুর্ণিপাকে পরে উল্টে যায় বোট। বীরভূমের লাভপুরে বলরামপুরের কাছে কুঁয়ে নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। ফলে প্রায় ১৫ টি গ্রাম প্লাবিত। তারমধ্যে ৬ থেকে ৭ টি গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বহু কাঁচা-পাকা বাড়ি, বিস্তীর্ণ ধান জমি জলের তলায়। এদিন বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে লাভপুরে যান বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায়, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিত সিংহ সহ ১৩ জন। একটি বোটে চড়ে জলমগ্ন এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান তাঁরা। কিছুটা যেতেই জলের তলায় থাকা গাছে ডালের আঘাতে বোট বন্ধ হয়ে যায় মাঝ জলে। তারপরেই উলটে যায় বোট। জলে পড়ে যান সকলে। দূর থেকে দেখতে পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের তৎপরতায় কোনক্রমে প্রাণে বাঁচলেন জেলা শাসক, দুই সাংসদ-বিধায়ক। জলে ভিজে তাদের পাড়ে নিয়ে আসা হয়। তবে বন্যা পরিদর্শনে গেলেও কারও লাইফ জ্যাকেট ছিল না। লাভপুরের বিধায়ক অভিজিত সিংহ বলেন, মাঝ জলে গাছের ডাল লেগে যায়। সেখানে জলটা পাক খাচ্ছিল। সেই পাকে পড়ে বোটটা উল্টে যায়। সবাই জলে পড়ে যায়। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে বাঁচায়। প্রাণে বেঁচে গিয়েছি তবে। সবাই সুস্থ আছে, ভালো আছে। অসিত মাল বলেন, আমি সাঁতার জানি। কিন্তু জলের কারেন্টে কোনো কাজ দেয় নি। তলিয়ে যাচ্ছিলাম।

তপন সিনহা মেমোরিয়ালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে তার সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে স্বচ্ছতা হাই সেবা অভিযান পালন করছে। এই অভিযান চলাকালীন, স্টেশন, ট্রেন, কলোনি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনায় নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন অভিযান চালানো হচ্ছে। স্বচ্ছতা পাখওয়াদা ২০২৪ উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে, মেট্রো রেল একটি পরিষ্কার, সবুজ এবং আরও টেকসই ভারত গড়ে তোলার পথে এগিয়ে চলেছে। এই প্রচারণার অংশ হিসেবে সাফাইমিত্রের জন্য তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং নোয়াপাড়া কারশেডে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৫০ জন সাফাইমিত্র এই শিবিরগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্যারামিটার যেমন উচ্চতা, ওজন, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, রক্তচাপ এবং কৈশিক রক্তের শর্করা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়েছিল।

ডিভিসির ছাড়া জলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি জামালপুরেঃ তৎপর ব্লক প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ গত কয়েকদিনের বৃষ্টি আর তার উপর ডিভিসি থেকে জল ছাড়ায় জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নদীর জল ঢুকতে শুরু করেছে ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামে। এই পরিস্থিতিতে ব্লকের দামোদর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে গতকাল থেকেই ছুটে বেড়াচ্ছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, বিডিও পার্থসারথি দে সহ অন্যান্য প্রশাসনের আধিকারিকরা। জামালপুর ব্লকের বেড়ুগ্রাম, জামালপুর ১, জামালপুর ২, জারোগ্রাম, চকদীঘি প্রভৃতি পঞ্চায়েতের দামোদর তীরবর্তী প্রায় ১০-১২ টি গ্রাম দামোদরের জলে প্লাবিত হয়েছে। ব্লকের প্রায় ৫০০ জন মানুষকে রিলিফ সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ৩০ জন এনডিআরএফ কর্মীকে সোনাগড়িয়া হাই স্কুলে রাখা হয়েছে উদ্ধারকার্যে ব্যবহার করার জন্য। বুধবার সকাল থেকেই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামগুলোতে ব্লক নেতৃত্বের সাথে ঘুরছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ডেভেলপমেন্ট প্রসেনজিত দাস ও বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান। সকাল থেকেই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল ছুটে বেড়াচ্ছেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। তার সাথে রয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক। তারা বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে গিয়ে সেখান থেকে মানুষজনদের নিয়ে এসে যে রিলিফ সেন্টার করা হয়েছে সেখানে পৌঁছে দিচ্ছেন। জ্যোশ্রীরাম অঞ্চলের জেলা পাড়ার এক গর্ভবতী মহিলাকে নিজেরা গিয়ে নিয়ে এসে সেন্টারে রাখেন মেহেমুদ খান সহ অন্যান্যরা। অপরদিকে সকাল থেকেই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামগুলোতে ঘুরছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ডেভেলপমেন্ট প্রসেনজিত দাস ও বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান তাদের সঙ্গে রয়েছেন জামালপুরের বিডিও পার্থসারথী দে। সারারাত ব্লক অফিসে তারা জেগে কাটিয়েছেন এবং প্রতিমুহূর্তে আপডেট নিয়েছেন মানুষের সমস্যা শুনলেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। ভিডিও পার্থসারথিতে জানিয়েছেন, বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৫০০ মানুষ কে রিলিফ সেন্টারে নিয়ে এসে রাখা হয়েছে। তাদের থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয় দেখছে ব্লক প্রশাসন। তিনি আরো জানান ইতিমধ্যে ব্লকের প্রায় ছয় থেকে সাতটি গ্রামে নদের জল ঢুকেছে। অযথা কাউকে তিনি ভয় খেতে বারণ করেন। তিনি আরো জানান ইতিমধ্যেই ব্লকে এনডিআরএফের ৩০ জন ব্লকের সোনারগরিয়া হাই স্কুলে রাখা হয়েছে। যাতে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁদের ব্যবহার করা যায়। মেহেমুদ খান বলেন ব্লক, প্রশাসন সতর্ক আছে সব সময়। বিভিন্ন রেসকিউ সেন্টারে মানুষদের সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি নিজে আছেন ফিল্ডে। তিনি সমস্ত ব্লক নেতৃত্বদের এই সময় সতর্ক থাকতে বলেছেন। এই সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেন। ভুতনাথ মালিক জানিয়েছেন, প্রায় প্রত্যেক বছরই পুজোর ঠিক আগে এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে এবার পরিস্থিতি অনেকটাই ভয়াবহ। ডিভিসি প্রচুর জল ছেড়েছে এবং আরও জল ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। এইভাবে পুজোর আগে জল ছা।লে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় দামোদর তীরবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দাদের। তবে তারাও তৎপর রয়েছেন। সবধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছেন ব্লক প্রশাসন বলে জানিয়েছেন ভুতনাথবাবু।

হাওড়ার প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ পুজো কার্নিভালের আগে হাওড়ায় যাবতীয় প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। হাতে গোনা আর কয়েকদিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। আর তারপরেই হবে পুজো কার্নিভাল। পুজো কার্নিভালের আগে বুধবার দুপুরে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট সংলগ্ন ফোরশোর রোড পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। ছিলেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়ার জেলাশাসক ড.পি দীপাপপ্রিয়া, হাওড়ার পুর কমিশনার সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন তাঁরা গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন ফোরশোর রোড পরিদর্শন করেন। কোন রুট দিয়ে কার্নিভাল হবে তা খতিয়ে দেখেন তারা। যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনাও করেন।

নদীর জলে প্লাবিত এলাকা, বন্ধ হলদিয়া ফারাক্কা রাজ্য সড়ক

দুরন্ত বার্তা, ফারাক্কা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ টানা কয়েদিন ধরে বৃষ্টির ফলে জলে প্লাবিত কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম, ভরতপুর, বড়ঞাসহ একাধিক গ্রাম এলাকা। দ্বারকা নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত খড়গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা। গ্রামের পর গ্রাম ডুবেছে বন্যার জলে। জানা গেছে, গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে দ্বারকা নদীর বাঁধ ভেঙে সোমবার রাত থেকে গ্রামে ঢুকতে থাকে জল। এতেই প্লাবিত হয়েছে খড়গ্রামের দাদপুর, কাঁদিপুর, সর্বমঙ্গলাপুর, পদমকাংদি সহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম। পদমকান্দির বাসিন্দারা নিজেরাই গ্রামের মধ্যে বাঁধ দিয়ে জল আটকাতে শুরু করেন। প্রতি বছর বর্ষায় প্লাবন দেখা দেয় এই গ্রামগুলিতে। নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদী। নদীর জলস্তর বেড়ে গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু মাটির বাড়ি, চাষের জমিও জলের তলায়। বন্যার জলে ক্ষতির মুখে এলাকার কৃষকরাও। অন্যদিকে লাগাতার বৃষ্টিতে কোপাই নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যাওহাঁড়ি, কয়থা, সোনাভারুই, মজলিশপুর, বৈদ্যনাথপুর, সহ একাধিক গ্রাম। কোপাই নদীর বন্যার জলে প্লাবিত হয় গ্রামের কৃষি জমি থেকে প্রধান রাস্তা এমনকি বাসস্থান বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে জল। সামনে দুর্গাপূজা অপরদিকে আজকে চলছে বিশ্বকর্মা পুজো এমন পরিস্থিতিতে বন্যা হওয়াই আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় বড়ঞায় নদীর জল বাড়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হলো হলদিয়া ফারাক্কা রাজ্য সড়ক। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ বঙ্গের যাতায়াতকারী প্রধান এই রাজ্যে সড়কের উপর বড়ঞা থানার তারাপুর এলাকায় প্রবেশ করেছে বন্যার জল যার যেরে বন্ধ হলো হলদিয়া ফারাক্কা রাজ্য সড়ক ।

বিশ্বকর্মা ভাসান দিতে এসে ঠাকুর সহ গঙ্গায় পড়লো লরি

দুরন্ত বার্তা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার শিবপুর ঘাটে বিশ্বকর্মা ভাসান দিতে এসে ঠাকুর সহ গঙ্গায় পড়লো লরি। বুধবার দুপুরে ওই ঘটনাটি ঘটে শিবপুর গঙ্গার ঘাটে। পুলিশ সূত্রের খবর, ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সের একটি কারখানার বিশ্বকর্মা ঠাকুর বিসর্জন দিতে এসেছিলেন ওই কারখানার বেশ কয়েকজন শ্রমিক। দুপুর তিনটে নাগাদ লরিতে চাপিয়ে ঠাকুর আনা হয় ঘাটে। সেই সময় গঙ্গায় জোয়ারের টান ছিল। জলস্তর বেশি ছিল। লরিটি যখন গঙ্গার ঘাটে দাঁড় করানো হয় সেই সময় পিছনের চাকায় কাঠের টুকরো দিয়ে চিপ দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লরি থেকে ঠাকুর নামানোর সময় লরিটি হঠাৎ পিছনের দিকে গড়াতে শুরু করে।

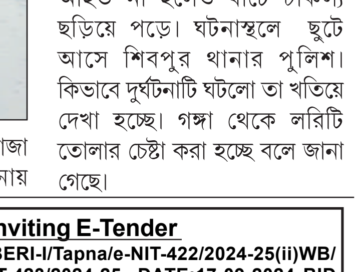

এরপর সেটি ঠাকুর সমেত সোজা গঙ্গায় নেমে যায়। এই ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তাঁরা প্রাণভয়ে লরি থেকে নিচে লাফ মারেন। এই ঘটনায় কেউ আহত না হলেও ঘাটে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে শিবপুর থানার পুলিশ। কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গঙ্গা থেকে লরিটি তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

Notice Inviting E-Tender

TenderRef:(i)WB/HZP/ULUBERI-I/Tapna/e-NIT-422/2024-25(ii)WB/HZP/ULUBERI-I/Tapna/e-NIT-423/2024-25 DATE:17-09-2024 BID SUB. CLOSING DT23-09-2024 14:30Hrs Technical bid opening DT 25-09-2024 14:30 Hrs

Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of Twenty Five (25) No. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **(http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-১২৯ টু ১৩৪/২৪ -২৫ (ওপেন), তারিখ ১৩.০৯. ২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১২৯ -২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** ডিইএন/১/ আসানসোলের অধীনে বিদ্যমান নয়াদিল্লি-হাওড়া রুটে (কানপুর-লখনৌ সমেত) ১৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা/২০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতি বৃদ্ধি সম্বন্ধিত ব্রিজ নং ১৪ (আপ ও ডাউন)-এর এইচ-বিম স্লিপারের প্রতিস্থাপনের জন্য ওপেন টেন্ডার - দিল্লি ও হাওড়ার মধ্যে ভ্রমণের সময় ১২ ঘণ্টা সম্পাদন করার একটি মিশন। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৬,৫৭,৮৮,৩২২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৭৮,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং ২। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৩০-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/ওয়েস্ট/আসানসোল-এর অধীনে ফিল্টারিং মিডিয়ার সামগ্রিক পরিষ্কার দ্বারা ফিল্টার বেডের মেরামতি এবং ওভারহলিং-এর ও ফিল্টার প্ল্যান্টের এবং আন্ডার রিজার্ভয়ারের যান্ত্রিক পরিষ্কার দ্বারা ফ্লোকুলেটার ও সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৩১,৭৩,১৯২.১০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৬৩,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্রঃ নং ৩। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৩১-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** ডিইএন/১/আসানসোলের অধীনে এলটি ভূগর্ভস্থ কেবলিংয়ের এবং আসানসোলে দোমোহনী কলোনী, বুধা কলোনী ও চেলিডাঙ্গা কলোনীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৬,৭৯,৯৯০.১৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৩,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **ক্রঃ নং ৪। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৩২-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** এইএন/জসিডিহ-এর অধীনে এসএসই/পি-ওয়ে/ জসিডিহ শাখায় ট্র্যাক মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ১,০৫,৭৮,৪৯৩.০১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০২,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং ৫। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৩৩-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/১/ আসানসোলের অধীনে এসএসই/ পি-ওয়ে/ কালুবাথান শাখায় ট্র্যাকের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৮৮,৭৯,১৬১.১৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৭৭,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং ৬। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৩৪-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/৩/ আসানসোলের অধীনে অন্ডাল ও রানীগঞ্জ স্টেশনে প্রিফ্যাব্রিকেটেড এসটিপি কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৯,৯৬,৪৭৪.৯৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৯,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটির জন্য ১৫.১০.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

(ASN-174/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিদ্যমান বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডেপুটি সিইই/পিএস/ এমএলজি/এইচকিউ/২২আর/২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৬-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-২২আর-২৪-২৫; **কাজের নাম ঃ** সিএইচ (মালিগাঁও) -এ: সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও-এর জন্য বিদ্যমান বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৯৮,১৭,৭১৭/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৯৬,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় ০৮-১০-২০২৪ তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ বিআর-এইচকিউ-কেজিপি-২৪-২৫-২৯, তারিখ ঃ ১৩.০৯.২০২৪।** কাজের **সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (১) মিশন ৩০০০ এমটি-সময়নল্লুর-খড়্গপুর ডিভিসন- ২৫টি অ্যাক্সেল লোড ১০০ কিমি. প্রতি ঘন্টা হারে চালানোর জন্য (দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জন্য) ব্রিজগুলির শক্তিশালীকরণ/ পুনর্ব্যবহারযোগ্যকরণ/পুনর্গঠন/রিগার্ডারিং-এর কাজে অস্থায়ী অবলম্বন, স্টেজিং ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য সিসি ক্রিব (৬০০x৬০০x১৮০০ মিমি.) নির্মাণ ও সরবরাহ। (২) খড়্গপুর ডিভিসনে এএক্সইএন/বিআরএল/খড়্গপুর-এর অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টীল গার্ডার ব্রিজে ম্যান রেফিউজ-এর ব্যবস্থা। (৩) খড়্গপুর ডিভিসনের হাওড়া-খড়্গপুর সেকশনে এসএসই/বিআর/খড়্গপুর-।-এর অধিক্ষেত্রে ব্রিজ নং ৮৭ এমআইডি স্প্যান নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯-এ বর্তমান টপ কভার প্লেট বদল ও ব্রিজ নং ৮৭এমআইডি-তে স্প্যান নং ৬ (৪০´)-এর রিগার্ডারিং-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩০,৮৮,৮২,০৫৬.৮৯ কোটি টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৬,৯৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৪.১০.২০২৪ বেলা ১১.৩০ মিনিট। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-619)**

Office of The
Baragram Gram Panchayat
At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting Tender/e-Tender

Pradhan, Baragram GP has invited **NIT-06/24-25** of 1 scheme(15th FC) and **NIeT-04 & 05/24-25** of 2 Schemes one of 15th FC and another of 5th SFC on **18/09/2024**. For details contact Baragram GP Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Baragram GP

E-Tender Notice No-
19/JAM-1/SBM(G), dt-17.09.2024, 20/JAM-1/15th FC, dt-17.09.2024, 21/JAM-1/15th FC, dt-17.09.2024, 23/JAM-1/SBM(G), dt-18.09.2024

E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender from **18.09.2024 to 01.10.2024**. Date of opening **04.10.2024 at 11.00 AM** for further details. Visit the website **https://wbtender.gov.in** or G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

টেন্ডার বাতিল

বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১২-এএমসি-ইটিপি-এনজেপি-২৪, তারিখ ঃ ০৪-০৯-২০২৪ দ্বারা কাজের চুক্তির ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী কাজের জন্য - ০২ (দুই) বছরের জন্য আরওএইচ/নিউ জলপাইগুড়িতে ৫০ কেএলডি ক্ষমতা সহ ইটিপি -এর সার্বিক পরিচালনা এবং এএমসি প্রশাসনিক কারণে বাতিল হিসাবে গণ্য করা হবে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

e-tender invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division. Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103. NIT No. **WBPWD/EE/HED/NIT-173 of 2024-2025**. Memo. 2667 Dt. 18.09.2024 **Tender ID : 2024_WBPWD_753318_1** **Name of Work :** Improvement of compound light of South Howrah State General Hospital and pathway to the staffs quarters. Last Date of Submission : **30.09.2024** . Intending bidder may download the Tender/ Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in**

A. Das
Executive Engineer, P.W.D.
Howrah Electrical Division.
Govt. of West Bengal

P.W.D. (GOVT. OF W.B.)
Short Notice is invited vide i) NIQ No.: 08/Q/JED of 2024-25, ii) NIQ No.: 09/Q/JED of 2024-25, i) Name of Work:- Urgent Security lighting and Compound lighting arrangement at Jalpaiguri Govt. Medical College and Hospital (District Hospital Campus) and administrative building campus of Jalpaiguri Govt. Medical College and Hospital, Jalpaiguri. (Rattierer Saathi) (Electrical Work). **ii) Name of Work:-** SITC of Split Type Air Condition Machine at all Doctors Room of indoor & Outdoor ward of Jalpaiguri Govt. Medical College & hospital, Jalpaiguri. The last date for submission of tender **20-09- 2024 at 02:00 PM.** All details can be seen from the website **http://www.pwdwb.in** or office of the undersigned during office hours.

Sd/- S. THAKUR
EE/JED/JALPAIGURI

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/48/24-25/R** Name of the Work: **Painting of Kerb Stone at Metropolitan Main Road, Lime St. and its surrounding in Ward No.-57**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹1,98,431.95**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
2. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/47/24-25/R** Name of the Work: **Removal of Chokage at 6/2, M. Ali and its surrounding in Ward No.-57**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹1,98,187.53**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
3. NIT No.: **KMC/EEC/VII/58/49/24-25/R** Name of the Work: **Maintenance of Vidyasagar KMCP School at Dhapa Kacharipara, Kolkata - 700 105 in Ward No.-58**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹1,98,034.65**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
4. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/15/24-25/R** Name of the Work: **Improvement of passages at 22, 24 Karaya Road (Portion) and 7, Mehar Ali Road (Portion) in Ward No.-64**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹4,94,619.69**. Earnest Money: **₹ 9,900.00**. Period of Completion: **45 Days**.
5. NIT No.: **KMC/EEC/VII/58/39/24-25/R** Name of the Work: **Maintenance of Appayan Community Hall at 12/12B G.K. Road in Ward No.-58**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹3,87,830.53**. Earnest Money: **₹ 7,800.00**. Period of Completion: **120 Days**.
6. NIT No.: **KMC/EEC/VII/65/22/24-25/R** Name of the Work: **Maintenance of drainage system by Desilting of Catch Pit, Pit, Gully Pit at Broad Street, Bright Street, Tiljala Masjid Bari Lane and its surroundings in Ward No.-65**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹1,99,969.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.
7. NIT No.: **KMC/EEC/VII/65/18/24-25/R** Name of the Work: **Improvement of Pipe Sewer Line at 37/2, 37/3 Bright Street and its surroundings in Ward No.-65.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹2,39,840.16**. Earnest Money: **₹ 4,800.00**. Period of Completion: **30 Days**.
8. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/17/24-25/R** Name of the Work: **Repairing of Sewer system at Kasaibagan Bustee, Balluhakka Lane etc. in Ward No.-64**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹1,69,795.89**. Earnest Money: **₹ 3,400.00**. Period of Completion: **35 Days**.
9. NIT No.: **KMC/EEC/VII/56/23/24-25/R** Name of the Work: **Repairing of Bustee Latrine at Kamardanga, Bibi Bagan and in different places in Ward No.-56**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹2,99,882.98**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
10. NIT No.: **KMC/EEC/VII/56/24/24-25** Name of the Work: **Repairing of Ward Office Building at 21/1, R.N.C. Road in Ward No.-56**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹2,87,831.90**. Earnest Money: **₹ 5,800.00**. Period of Completion: **60 Days**.
11. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/22/24-25/B (2nd Call)** Name of the Work: **Repairing of Latrines at 3 M. Ali and its surrounding in Ward No.-57**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹2,36,911.89**. Earnest Money: **₹ 4,800.00**. Period of Completion: **60 Days**.
12. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/39/24-25/R (2nd Call)** Name of the Work: **Laying of Kerb and Chanel at along Purbayan, Pagladanga and its surrounding in Ward No.-57**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹2,89,956.24**. Earnest Money: **₹ 5,800.00**. Period of Completion: **60 Days**.
13. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/42/24-25/R** Name of the Work: **Repairing of passage beside China Kobbor and its surrounding in Ward No.-57**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹2,97,621.51**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
14. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/4/24-25/B** Name of the Work: **Repairing of Bustee passage at 7 R R G, 3 M Babu and its surrounding in Ward No.-57**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹4,16,512.52**. Earnest Money: **₹ 8,400.00**. Period of Completion: **30 Days**.
15. NIT No.: **KMC/EEC/VII/66/20/24-25/R** Name of the Work: **Improvement of passage at 4, 25 Topsia Rd, 46 Tiljala Lane, 36 East Topsia Rd. and its surrounding in Ward No.-66**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹4,54,498.47**. Earnest Money: **₹ 9,100.00**. Period of Completion: **60 Days**
16. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/02** Name of the Work: **Supply, Installation and Operation of 2 Nos. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 8, Pagla Danga (Sump) in Ward No.-57**. Estimated Amount: **N/A**. Earnest Money: **₹ 3,500.00**. Period of contract for operation: **150 Days.** Last date and time of submission of bid: **30.09.2024 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 10), **26.09.2024 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 11, 12 & 16) & **28.09.2024 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 13 to 15). Tender will be opened on: **03.10.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 10), **28.09.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 11 & 12) & **01.10.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 13 to 15). Bid opening date and time for Technical proposals **28.09.2024 at 12.00 noon** (for Sl No. 16). The bid forms and other details are available on & from **19.09.2024 at 6.55 p.m.** (for Sl. No. 1 to 10), **17.09.2024 at 6.55 p.m.** (for Sl. No. 11, 12 & 16) & **18.09.2024 at 6.55 p.m.** (for Sl. No. 13 to 15). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 16).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:–

NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/083/17/2024-2025/R** Name of Work: **Lowering of Asphaltum Rd. surface from 8A, N.B. St. to 16/3, Kali Lane & J.B. Lane & allied works in Ward No.-83.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,94,009.19**. Earnest Money: **₹ 7,900.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **30.09.2024 - 12.00 noon**. Date of Opening of tender: **03.10.2024 - 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.09.2024 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE-III/014/10/24-25(1ST CALL)** Name of Work: **Renovation of Tap Water Platform at 1, Satin Sen Sarani, 248/13, Bagmari Road, 16/5, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated Cost: **₹ 3,61,193.00**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
2. NIT No.: **KMC/EE-III/029/13/24-25(1ST CALL)** Name of Work: **Repairing of Sewer at 85/17, 85/26, Narkeldanga North Road, 14/2, Patuapara Lane and different location in Ward No.-29.** Estimated Cost: **₹ 2,49.737.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No.: **KMC/EE-III/014/01/24-25(1ST CALL)** Name of Work: **Urgent repairing of UPHC-14 at 123 Ultadanga Main Road in Ward No.-14 under Br.-III.** Estimated Cost: **₹ 4,41,461.00**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**. Period of Completion: **80 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.09.2024 upto 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). Date and time of Opening of Tender: **01.10.2024 on or after 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details shall be available on and from **20.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following work:–

NIT No.: **X/098/013/2024-2025/BUSTEE** Name of Work: **Development of Sewerage and drainage system near 9/92 Netaji Nagar etc. (Slum and Colony Places) in Ward No.-98, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): **₹ 4,81,714.36**. Earnest Money: **₹ 9,635.00**. Time of Completion: **105 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.09.2024 - 12.00 noon**. Date and time of Opening of Bid: **01.10.2024 - 12.00 noon**. The bid forms and other details are available on and from **20.09.2024 (from 5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/017/16/2024-2025 Published in this Newspaper on **14.09.2024** (Key No. **599/24-25**) of **Engineering (Civil) Borough-II Department.** (Sl. No.-6) **The Estimated amount** for the work would be **Rs. 1,49,579.82** instead of Rs. 1, 49,579.00 respectively. All the other details remain unchanged.

610/24-25

টলি-বলি

কোরিওগ্রাফারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

এর মধ্যে একের পর এক যৌন হেনস্তার অভিযোগে উত্তাল দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি। মি টু ঝড় সামলাতে সরকার গঠিত হেমা কমিটির রিপোর্ট আসতেই নড়েচড়ে বসে বিনোদন দুনিয়া। এর পর থেকেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির শিল্পীরাও। এবার নতুন অভিযোগ বক্স অফিসে হিট সিনেমা 'স্ত্রী ২' সিনেমার কোরিওগ্রাফারের বিরুদ্ধে। 'স্ত্রী ২' সিনেমার তুমুল জনপ্রিয় গান 'আজ কি রাত' ও 'আয়ি নেহি'র নাচের কোরিওগ্রাফি করেন শেখ জানি বাসা। যিনি সিনেমা জগতে 'জানি মাস্টার' নামেও পরিচিত। সেই জানির বিরুদ্ধেই যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন ২১ বছরের এক তরুণী। এরই মধ্যে থানায় অভিযোগ করেছেন তিনি। তরুণীর অভিযোগ, আউটডোর শুটিংয়ের সময় তাঁকে যৌন হেনস্তা করেন জানি মাস্টার। একাধিকবার এমন কাজ করেছেন জানি। কখনো চেন্নাই, কখনো মুম্বাই, আবার কখনো হায়দরাবাদে হেনস্তার শিকার হয়েছেন সেই তরুণী। এরই মধ্যে জানি মাস্টারকে আটক করেছে পুলিশ।

শুরু হয়েছে তদন্ত। যদিও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে মুখ খোলেননি জানি মাস্টার। তেলেগু ছবির ইন্ডাস্ট্রিতে কোরিওগ্রাফার হিসেবে পরিচিতি আছে তাঁর। কাজ করেছেন কন্নড় ভাষার সিনেমায়ও। বলিউডে তাঁর জনপ্রিয় কাজের মধ্যে আছে, 'তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া', 'লাল পিলি আঁখিয়া'। সম্প্রতি 'স্ত্রী ২' ছবির গানের কোরিওগ্রাফি করে বেশ আলোচিত হয়ে উঠেছেন এই কোরিওগ্রাফার। ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছিল দীনেশ বিজন প্রযোজিত ছবি 'স্ত্রী ২'। মুক্তির প্রথম দিনই রাজকুমার রাও ও শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত ছবিটি বাজিমাত করে। জানা গেছে, অমর কৌশিকের এই ছবির বাজেট ৬০ কোটি টাকার মতো, যা মুক্তির প্রথম দিনেই পার করে ফেলে সিনেমাটি। এখন পর্যন্ত ভারতেই ছবিটি আয় করেছে ৪২৬ কোটি টাকার বেশি। আলোচিত হয়েছে সিনেমার গানগুলোও। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে 'আজ কি রাত' আইটেম গানটি। এই গানে ঝড় তুলেছেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া।'স্ত্রী ২' ছবির মূল চরিত্রে রাজকুমার রাও ও শ্রদ্ধা কাপুর ছাড়া আছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠি, অপারশক্তি খুরানা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটিতে অতিথি চরিত্রে দেখা গেছে অক্ষয় কুমার ও বরুণ ধাওয়ানকে।

ছেলের জন্মদিনে মেয়ের ছবি পোস্ট করেছেন শুভশ্রী

ভক্তদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। সামনে এল জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলির কন্যা ইয়ালিনির ছবি। ভাই ইউভানের জন্মদিনে ছোট বোনের ছবিও প্রকাশ্যে আনলেন রাজ-শুভশ্রী দম্পতি। ছবিতে দেখা গেছে, ভাইয়ের কোলে বসে আছে ছোট্ট বোন। বর্তমানে ইয়ালিনির বয়স ১০ মাস। নিজের পায়ে দাঁড়াতেও শিখে গেছে সে। ১১ সেপ্টেম্বর ছেলের জন্মদিনে মেয়ের ছবি পোস্ট করেছেন শুভশ্রী। ছবিতে দেখা গেছে, ভাই ইউভানের কোলে হেলান দিয়ে বসে আছে ছোট্ট বোন। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'শুভ জন্মদিন দাদা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' বর্তমানে স্বামী নির্মাতা রাজ চক্রবর্তী ও দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেশ সুখেই সংসার করছেন শুভশ্রী। প্রায়ই সন্তানদের নিয়ে খুনসুটিমাখা ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। কয়েক দিন আগেও মেয়ে ইয়ালিনিকে নিয়ে ফটোশুট করেছেন শুভশ্রী। তবে সেই ছবিতে মেয়ের মুখ দেখা যায়নি। এর আগেও ইয়ালিনির ছোট্ট মুঠি, কখনো তার পায়ের ছবি, কখনো চুলের ঝুঁটির ছবি প্রকাশ করেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী। কিন্তু অভিনেত্রীর ভক্তরা অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন, কবে দেখা যাবে ইয়ালিনির মুখের ছবি। এবার ভক্তদের সেই আশাও পূরণ হলো। ভাই-বোনের ছবিতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অনুরাগীরা। ২০১৮ সালে পরিচালক রাজকে বিয়ে করেন অভিনেত্রী। ২০২০ সালে তাঁদের ঘর আলো করে আসে পুত্র ইউভান। ২০২৩ সালে কলকাতার একটি হাসপাতালে মেয়ে ইয়ালিনিকে জন্ম দেন অভিনেত্রী। শুভশ্রীর পরবর্তী সিনেমা 'বাবলি'। সিনেমার পরিচালক স্বামী রাজ। সম্প্রতি আরজিকরের ঘটনায় মাঠে নেমেছেন শুভশ্রীও।

রুগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গন্ডগোল সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ একেই আর জি কর নিয়ে উত্তপ্ত সারা বাংলা। তার মধ্যে মঙ্গলবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে এক রুগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পরে উত্তেজনা। রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসককে কাঠগড়ায় তুললেন মৃত রোগীর পরিজনেরা। জানা গিয়েছে, টিটাগর তালপুকুর এম্পায়ার জুট মিলের ১ নম্বর লাইনের বাসিন্দা প্রশান্ত কুমার সাউ। ৪৯ বছর বয়সী প্রশান্ত সাউ জুট মিলের প্রাক্তন শ্রমিক ও বর্তমানে হোটেল চালাতেন। জ্বর ও শারীরিক সমস্যা নিয়ে গতকাল ব্যারাকপুর বিএনবসু মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। রাতে পরিস্থিতি খারাপ হাওয়ায় হাসপাতালের তরফ থেকে, সাগর দত্ত হাসপাতালে রেফার করা হয়। আর রক্ষণ থেকেই শুরু হয় সমস্যা ।রুগীর পরিবারের অভিযোগ সাগর দত্ত হসপিটালে কোনো পরিষেবা পায় নি তারা। মঙ্গলবার গভীর রাতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সাগর দত্তের এমার্জেন্সিতে। কিন্তু এরপরই রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসকের গাফিলতের অভিযোগ তোলা হয় । অভিযোগ, ইমারজেন্সিতে দীর্ঘক্ষণ রোগীকে ফেলে রাখার কারণে ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর জ্বর, হাই সুগার এবং হৃদরোগেরও সমস্যা ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়, কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তার মদ্যপ ছিলেন। এমনকি তিনি কথাও বলতে পারছিলেন না এবং সঠিকভাবে লিখতেও পারছিলেন না বলে জানান রোগীর পরিজনেরা। রোগীর ইসিজি রিপোর্টও ঠিক মতো দেখতে পারেননি তিনি।

আলোচিত সেই হরর ছবি নিয়ে নতুন ঘোষণা

আলোচিত হরর ছবি 'তুমবাড়'। ২০১৮ সালে মুক্তির পর সেভাবে ব্যবসা করতে না পারলেও সমালোচকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। সম্প্রতি পুনরায় মুক্তি পেয়েছে ছবিটি।

তবে এবার সবাইকে অবাক করে ভালো ব্যবসা করছে ছবিটি। এর মধ্যেই নতুন ঘোষণা দিলেন ছবির অভিনেতা সোহম শাহ। ১৩ সেপ্টেম্বর ছবিটি পুনরায় মুক্তির পর থেকেই অন্তর্জালে আবার 'তুমবাড়' নিয়ে আলোচনা। এর মধ্যেই জানা গেল ছবিটির সিকুয়েল আসছে। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সোহম বলেন, 'স্ত্রী' বা 'স্ত্রী ২'-এর মতো হরর-কমেডি সিনেমার চেয়ে 'তুমবাড়' ভিন্ন ঘরানার ভৌতিক ছবি। সোহম আরও জানান যে 'তুমবাড়' লোক কাহিনি নির্ভর হরর ছবি। লোককথা ও কল্পনার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই সিনেমা। তাই সেই জায়গা থেকেই এই ছবি বাকি ছবিগুলোর থেকে একেবারে আলাদা। একই সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ছবিটির সিকুয়েলের কথাও।

তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি সোহম। তিনি জানান, শিগগিরই এ বিষয়ে ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দেবে।

ট্রেন পরিচালনের সুরক্ষা ও সেকশনাল ক্ষমতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সিগনালিং সিস্টেম গ্রহণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে অটোমেটিক ব্লক সিগনালিং সিস্টেম (এবিএস) এবং ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সিগনালিং সিস্টেম (আইবিএস) বাস্তবায়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই উন্নয়নমূলক কাজের ফলে তিনটি প্রধান সেকশন উপকৃত হবে। এগুলি হলো ওল্ড মালদা-নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি ও কুমেদপুর-কাটিহার-মুকুরিয়া সেকশন। অঞ্চলটিতে রেল পরিষেবার বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে উন্নত ও আধুনিকীকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কৌশলগত এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জোনের পরিচালনমূলক দক্ষতা, সুরক্ষা এবং সামগ্রিক ক্ষমতার উন্নয়ন। বারসোই ও আলুয়াবাড়ি হয়ে ওল্ড মালদা -নিউ জলপাইগুড়ির প্রশস্ততার আওতাভুক্ত ২৩১ রুট কিলোমিটার (আরকেএম)। এই সেকশনে ৩৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে এবিএস সিস্টেম বাস্তবায়িত করা হয়েছে, যা এই রুটের ট্রেন পরিচালনের ক্ষমতা উন্নত করবে। এই প্রশস্ততার মধ্যে ৬৬ আরকেএম প্রশস্তে এবিএস চালু করা হয়েছে। একইভাবে, ৬৪ আরকেএম আওতাভুক্ত কুমেদপুর-কাটিহার-মুকুরিয়া প্রশস্ততার পাশাপাশি ৪০৭ আরকেএম বিস্তৃত নিউ কোচবিহার ও রঙিয়া হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি সেকশনটিতে ৫৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এবিএস বাস্তবায়ন করার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এবিএস সিস্টেমের মাধ্যমে সর্বমোট ৭০২ আরকেএম রেলওয়ে ট্র্যাক উপকৃত হবে, জোনের সুরক্ষা ও দক্ষতা উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ১০২ আরকেএম ওল্ড মালদা - বারসোই-আলুয়াবাড়ি-নিউ জলপাইগুড়ি সেকশনে এবং ৫৬ আরকেএম নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-রঙিয়া- গুয়াহাটি সেকশনে এবিএস কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। অবশিষ্ট সেকশনগুলির জন্য টেন্ডার ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে অথবা চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে, ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণের কাজ চলছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত আলিপুরদুয়ার-রাজা ভাত খাওয়া সেকশন ও বাগরাকোট-সেবক সেকশনের পাশাপাশি রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত আজারা-কামাখ্যা সেকশনে ০৩টি ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সিগনালিং সিস্টেম (আইবিএস) সফলভাবে চালু করেছে। এগুলি নিয়ে ২০২৪-এর জুলাই মাস পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মোট ০৭টি আইবিএস স্থাপন করা হয়েছে। রেলওয়ের দীর্ঘ সেকশনগুলিকে ছোটো ছোট ব্লকে ভাগ করে ট্রেন পরিচালন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইবিএস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার ফলে একইসঙ্গে উন্নত সুরক্ষা ও দক্ষতার সাথে বেশি ট্রেন চলাচল করতে পারে। এই সিস্টেমের ফলে ট্রেনের বিলম্বতা হ্রাস পায়, লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ট্রেন পরিচালনের সামগ্রিক নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেনের জন্য সুগম ও দ্রুত পরিবহণ নিশ্চিত হয়।

পরিকাঠামোর এই উন্নয়ন রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সেকশনাল ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হয়েছে, পাশাপাশি উন্নত সুরক্ষার সাথে ট্রেনের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পরিচালন করতেও সক্ষম হবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এবিএস এবং কবচ সিস্টেম বাস্তবায়নের ফলে ট্রেনের মধ্যে হেডওয়ে হ্রাস হবে, সময়ানুবর্তিতার উন্নতি ঘটবে এবং যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিষেবার জন্য এক বৃহৎ নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করবে। এই উন্নতির ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পাশাপাশি অধিক দক্ষ রেল পরিবহণের সুবিধার দ্বারা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কার্যকলাপও বৃদ্ধি লাভ করবে।

'ধুম ৪'-এ খলনায়ক হচ্ছেন এই দক্ষিণি তারকা যশরাজ

ফিল্মসের 'ধুম' ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে দর্শকের আগ্রহের শেষ নেই। ছবির আগের তিন কিস্তি কমবেশি আলোচিত হয়েছে, তাই হিন্দি সিনেমার ভক্তদের অপেক্ষা চতুর্থ কিস্তির। 'ধুম' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নায়ক নন, বরং দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকেন খলনায়ক। এবার 'ধুম ৪'-এর খলনায়ক নিয়ে নতুন তথ্য জানা গেল। জানা গেছে, 'ধুম' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিতে চলেছেন দক্ষিণি তারকা সুরিয়া। বেশ কয়েক মাস ধরেই নাকি প্রযোজক আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে এই ছবি নিয়ে কথা চলছে দক্ষিণি তারকার। ছবির খলনায়ক হওয়ার প্রস্তাব গেছে তাঁর কাছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির তুমুল জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে এই সিরিজের চার নম্বর ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যশরাজ।সূত্রের খবর, 'ধুম ৪' সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্য নিয়ে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন অয়ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর রাঘবন, বিজয় কৃষ্ণ আচার্য ও আদিত্য চোপড়া। যদিও প্রযোজনা সংস্থা যশরাজ এ বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি। ২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'ধুম ৩' সিনেমায় খলনায়কের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল আমির খানকে।

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের চক্ররেল পরিষেবার ৪০ বছর সম্পূর্ণ হচ্ছে

সমীর দাসঃ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের চক্ররেল পরিষেবার ৪০ বছর সম্পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে এই চক্ররেল পরিষেবা শুরু হয়। চক্র রেলের পরিকল্পনা করা হয়েছিল কলকাতা শহরে বিদ্যমান পরিবহন প্রতিবন্ধকতাকে সহজ করার লক্ষ্যে। তিনশো বছরের পুরানো এই ঐতিহাসিক শহরে মাত্র ৫ শতাংশ রাস্তা আছে। যানজট এড়াতে রেলওয়ে বোর্ড মাঝেরহাট থেকে টালা পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রেল সড়ককে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। আশির দশকের গোড়ার দিকে চক্র রেলের নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে, চক্ররেল প্রায় ৪৪ কিমি দূরত্ব জুড়ে একটি বৃত্তাকার রুট গঠন করেছে। দমদম জংশন, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, মাঝেরহাট ইত্যাদির মতো প্রধান স্টেশনগুলিকে নিয়ে মোট ২১টি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে এই রুটে। চক্র রেল যাত্রীবাহী ও পণ্য পরিবহনকারী ট্রেন - উভয় পরিষেবাই প্রদান করে। যাত্রী পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে লোকাল, যা এই মহানগরীর পরিবহন চাহিদা পূরণ করে উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলিকে সংযুক্তি করণের মাধ্যমে । সার্কুলার রেল কলকাতার পরিবহন নেট ওয়ার্কের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে, চক্ররেল কর্তৃপক্ষ লক্ষাধিক যাত্রীদের সুবিধার্থে সারাদিনে ২৯টি লোকাল চালায় বলে রেল সূত্রের খবর।

গরিব মানুষকে ঠকিয়ে ১ টাকার বদলে ২ টাকা করে চাকরি খোয়ালেন

গরিব মানুষ বলে কি তারা চিকিৎসা পাবেন না? সরকারের তরফে দেশজুড়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পেতে পারেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু সেখানেও দুর্নীতি। গরিব মানুষকে ঠকিয়ে ১ টাকার বদলে ২ টাকা করে ফি নেওয়া হচ্ছিল। বিধায়কের হাতে ধরা পড়তেই চরম পদক্ষেপ। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি খোয়ালেন কর্মী।ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের জগদৌরে। সোমবার অঞ্চলের একটি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার পরিদর্শনে যান বিজেপি বিধায়ক প্রেম সাগর পটেল। দীর্ঘদিন ধরেই তার কাছে অভিযোগ আসছিল যে নানা বেআইনি কাজকর্ম চলে এই কমিউনিটি সেন্টারে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পরিদর্শনে আসেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি যে পরিদর্শনে আসছেন, এ কথা কেউ জানত না।স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকেই তিনি দেখতে পান, ডাক্তার দেখাতে আসা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ২ টাকা করে ফি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকারের বেধে দেওয়া ফি তো ১ টাকা! এরপরে বিধায়ক রোগী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। জানতে পারেন, বিনামূল্যে সরকারি ওষুধ না দিয়ে বাইরের দোকানের ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। রাতের শিফটে মহিলা চিকিৎসকের অনুপস্থিতি, সন্তান প্রসবের পর সরকারের তরফে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, তা সময়মতো না মেলার মতো ভূরি ভূরি অভিযোগ পান বিধায়ক। এরপরই রুদ্রমূর্তি ধরেন তিনি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

হাওড়া, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের। ঘরের আলোর সুইচ জ্বালানোর সময় ঘটে ওই দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার পিলখানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মুকেশ যাদব (৩৫)। তিনি পিলখানা এলাকায় ডেলিভারির কাজ করতেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার শ্রীনগরের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে তিনি জি টি রোডের পিলখানায় বাবার সঙ্গে থাকতেন।

নাম পরিবর্তন

আমি, Hemant Kr Sharma (পুরাতন নাম) পিতা Nand Lal Sharma, ঠিকানা- 165 B.T. Road, P.O.- ISI Baranagar (M), P.S.- Baranagar, Dist.- Nort h24 Pgs, Pin- 700108, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.09.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hemant Kumar Sharma (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hemant Kumar Sharma (নতুন নাম) এবং Hemant Kr Sharma (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Binita Dutta Dey (পুরাতন নাম) স্বামী Saurav Kumar Dey, ঠিকানা- FL-A, Tirupati Heights, BD-104, Samarpally, Krishnapur, P.S.- Baguiati, Bidhannagar, Pin- 700102, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.09.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Binita Dutta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Binita Dutta (নতুন নাম) এবং Binita Dutta Dey (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I Aliya fatma daughter of Mohammed Atiulla, residing at 6D,Tower IB,Active Greens 10 Paymental Garden lane , Tangra Kolkata-7000015, do herby solemnly affirm and declared that my actual name is Aliya Fatma and it is recorded in my Aadhaar Card being no. 5501 0546 0980 as well as in my PAN Card being no. AKPPF4301E.Due to inadvertent mistake my name has been wrongly recorded in my birth certificate issued from the Kolkata Municipal Corporation, as Kishwer Laqua in place of my actual fair name Aliya Fatma. By an affidavit before the Ld.Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 07.05.2024 that Aliya fatma and Keshwer Laqua is the same and one identical person.

Name Change

I, Gopal Mundhra (old name) son of Ram Kishan Mundhra residing at The Rise, Flat No. 13C, Floor-13, 5/1, Nerode Behari Mullick Road, PO- Beadon Street, Kolkata- 700006, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Gopal Prasad Mundhra (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata on 11/09/2024. Gopal Mundhra (old name) and Gopal Prasad Mundhra (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Swapan Debnath (old name) son of Late Nityananda Debnath residing at Patibunia Nath Para, P.O- Patibunia, P.S- Namkhana, Dist: South 24 Parganas, Sundarban, Pin: 743357, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Diganta Kumar Debnath (new name) as declared before the Notary Public at Kakdwip Court on 18/04/2019. Swapan Debnath (old name) and Diganta Kumar Debnath (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Abdur Rahim Molla (old name) son of Md Kafiluddin residing at Vill: Kashinathpur, PO: Chandaneswar, Dist: South 24 Pgs, Pin: 743330, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Rahim Molla (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata on 17/09/2024. Md Abdur Rahim Molla (old name) and Abdur Rahim Molla (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Salim Khan S/o. Mohammed Ayub Residing at 20,Haji Mohammed Mohsin Square, P.S.- Taltala, Kolkata -700016 shall henceforth be known as Md Salim. I declare that Salim Khan and Md Salim is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-09-2024.

Name Change

I, BARNALI CHAKRABORTY BAGCHI (Old Name) W/O SOMNATH BAGCHI, Residing at B/E 14, Rajarhat Road, P.O.-Jyangra, P.S.-Baguiati, North 24 Parganas, Pin- 700059, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BARNALI BAGCHI (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 18-09-2024 BARNALI CHAKRABORTY BAGCHI (Old Name) and BARNALI BAGCHI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SEKH SAWKAT ALI (Old Name) S/O EBADAT ALI, Residing at Ekdilshah Road East Kazipara, P.S.- Barasat, North 24 Parganas, Pin-700125, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SHEK SAUKAT ALI (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 18-09-2024 SEKH SAWKAT ALI (Old Name) and SHEK SAUKAT ALI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SADINA BEGAM (Old Name) W/O SHEK SAUKAT ALI, Residing at Ekdilshah Road East Kazipara, P.S.- Barasat, North 24 Parganas, Pin- 700125, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SOKINA BIBI (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 18-09-2024 SADINA BEGAM (Old Name) and SOKINA BIBI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Rohaman Malla (old name) C/O Atiyar Molla, residing at Vill.- Sitalia, P.O.- Mominpur, P.S.- Matia, Pin- 743291, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Rahaman Molla (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Abdur Rahaman Molla (new name) and Abdul Rohaman Malla (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Monoj Agarwal (old name) S/O Sawarmal Agarwala, residing at Village.- Mejhia. Mejhia Bankura, Pin- 722143, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manoj agarwala (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Manoj agarwala (new name) and Monoj Agarwal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Akash Agarwal (old name) S/O Manoj agarwala, residing at Village.- Mejhia. Mejhia Bankura, Pin- 722143, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Akash Agarwala (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Akash Agarwala (new name) and Akash Agarwal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I Mahanti Vasanta Rao, Son of Mahanty Narayana Rao, residing at Flat No- 303, B-Block, Sunn Sea Apartments,East Point Colony, Beach Road, Visakha Patnam, Andhra Pradesh, Pin- 530017, Shall Hence forth be Known as Mahanty Vasanta Rao Vide An Affidavit Sworn Before The 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 11/09/2024. That Mahanti Vasanta Rao and Mahanty Vasanta Rao Both are The Same and One Identical Person.

Name Change

I, Ashok Mondal (old name) S/O Bhabataran Mondal, residing at Uludanga, Maheshtala, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700140, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashok Kumar Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Ashok Kumar Mondal (new name) and Ashok Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Monindra Nath Sarkar & Mindra Sarkar (old name) S/O Manik Sarkar, residing at Vill.- Gunrajpur, P.O.- Gobindapur, P.S.- Swarupnagar, Dist.- N 24 Pgs, Pin- 743273, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manindra Nath Sarkar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Manindra Nath Sarkar (new name) and Monindra Nath Sarkar & Mindra Sarkar (old name) all are same and identical person.

Name Change

I, Brindabon Sarkar (old name) S/O Manindra Nath Sarkar, residing at Vill.- Gunrajpur, P.O.- Gobindapur, P.S.- Swarupnagar, Dist.- N 24 Pgs, Pin- 743273, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Brindaban Sarkar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Brindaban Sarkar (new name) and Brindabon Sarkar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I SHANKAR BAIDYA, S/O RANAJIT BAIDYA, R/O 16, NEW BALLYGUNGE ROAD, TILJALA, SO TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANKAR BAIDYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2024, THAT SHANKAR BAIDYA AND SANKAR BAIDYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMED ABU TALEB MONDAL, S/O IDIRS ALI, R/O PURBA CHANGDANA, PO BELPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABUTALEB MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2024, THAT ABUTALEB MONDAL AND MOHAMMED ABU TALEB MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAHBUB SEKH, W/O SK NASIM AKHTAR, D.O.B-06/04/1960, R/O VILL NAWABPUR JAMADARPARA, PO-NAWABPUR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY-712701,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHABUBA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2024, THAT MAHBUB SEKH AND MAHABUBA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NASIM SEKH, S/O SK HABIBAR RAHAMAN, R/O NAWABPUR JAMADAR PARA, PO-NAWABPUR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY-712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NASIM AKHTAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2024, THAT NASIM SEKH AND SK NASIM AKHTAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Salaya Khatun W/o. Ibrahim Molla R/o. Khash Mallick, Jogibrtala, P.O.- Dakshin Gobindapur, P.S.- Baruipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin- 700145 shall henceforth be known as Saleya Molla. I declare that Saleya Molla and Salaya Khatun is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-09-2024.

Name Change

I, Paresh Nath Das (old name) S/O Biswanath Das, residing at Vill.- Sishu Kolony, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743422, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Paresh Das (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Paresh Das (new name) and Paresh Nath Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Siddika Bibi (old name) W/O Md Abdul Mannan Molla, residing at Vill.- Uttar Chandpur, P.O.- Hadipur, P.S.- Deganga, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743424, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Siddiqua Begum (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Siddiqua Begum (new name) and Siddika Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nur Islam (old name) S/O Mohammad Molla, residing at Vill.- Sashina, P.O.- Barajirakpur, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743422, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nur Islam Molla (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Nur Islam Molla (new name) and Nur Islam (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Rahima Bibi (old name) D/O Solaiman Biswas, residing at Vill.- Sashina, P.O.- Barajirakpur, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743422, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rahima Bibi Molla (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Rahima Bibi Molla (new name) and Rahima Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ah Rajjak Sardar (old name) C/O Abdul Latif Sardar, residing at Vill.- Pifa, P.O.- Pifa, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743422, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Rajjak Sardar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Abdur Rajjak Sardar (new name) and Ah Rajjak Sardar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammed Alauddin (old name) S/O Hazi Abubakkar Siddique Molla, residing at Vill.- Uttardebipur, P.O.- Champapukur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743291, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Alauddin Siddique Molla (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Md Alauddin Siddique Molla (new name) and Mohammed Alauddin (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Bimal Kumar Khandelwal (old name) S/O Late Mathura Prasad Khandelwal, residing at Destiny Tower, Flat No.5B, Chinar Park,Rajarhat, Bidhannagar, 700157, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as BIMAL KHANDELWAL (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. BIMAL KHANDELWAL (new name) and Bimal Kumar Khandelwal (old name) both are same and identical person

Name Change

I, MOHAMMAD ILLIYASH UDDIN S/O MOHAMMAD AHSAN, on behalf my minor daughter Khadijah (old name) residing at 3, Rameshwar Shaw Road, Under the jurisdiction of Beniapukur Police Station, Kolkata- 700014, W.B, INDIA, have changed her name and she shall henceforth be known as Khadijah Kinza (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Khadijah Kinza (new name) and Khadijah (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shaista Taskin Khanum (old name) W/O Sk Muzaffar, residing at 7/H/5, Hati Bagan Road, P.O.- Entally, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shaista Taskeen Khanam (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Shaista Taskeen Khanam (new name) and Shaista Taskin Khanum (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Monoranjan Pattadar (old name) S/O Surendranath Pattadar, residing at Nani Bhattacharya Coloni Uttar Jitpur, Damanpur, Alipurduar, Pin- 736123, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manoranjan Pattadar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Manoranjan Pattadar (new name) and Monoranjan Pattadar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Amitabha Pal (old name) S/O Subhash Pal, residing at EDOR PUKUR ROAD BASIRHAT 1 GARIBARI, PO BASIRHAT PS BASIRHAT, Basirhat, 743411, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Amitavha Pal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Amitavha Pal (new name) and Amitabha Pal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Santi De (old name) S/O Sunil Dey, residing at Ramkrishna Pally, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743411, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Santi Dey (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 18/09/2024. Santi Dey (new name) and Santi De (old name) both are same and identical person.

চিকিৎসা না করাতে পারায় মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেকে শিকল বন্দি করে রেখেছেন অসহায় বাবা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ এ যেন এক অমানবিক বেদনাদায়ক দৃশ্য। অসহায় বৃদ্ধ বাবার সামর্থ্য নেই মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের চিকিৎসা করার। তাই দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে শিকল বন্দি করে বেঁধে রাখছেন ছেলেকে। আশায় থাকেন প্রশাসন বা জন- প্রতিনিধিদের দৃষ্টি পড়লে হয়তো তার ছেলেকে বন্দি দশা থেকে মুক্তি দিতে পারবেন। কিন্তু দিনরাত উন্নয়নের ফিরস্তি দেওয়া সরকার বা প্রশাসন এখনো মুখ তুলে তাকানোর সময় পাননি এই পরিবারের দিকে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের মালিওর তিয়রপাড়া এলাকার বাসিন্দা শফিকুল আলম (৪০)। তার বয়স যখন প্রায় ১৮ বছর সেই সময় থেকে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। বাবা বুলমাজন প্রথমে বহরমপুর মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ছেলের চিকিৎসা করান। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না। সমন্বয় একটি ছোট্ট পানের দোকান বাড়ির সাথে। সরকারি খাস জায়গায় বাড়ি। নেই কোন জমি। তাই কোনরকমে পেট চালিয়ে ছেলের চিকিৎসা করানো আর সম্ভব হয়নি অসহায় বাবার। ছেলে পালিয়ে যেত বাড়ি থেকে। তাই বাধ্য হয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হচ্ছে ছেলেকে। ছেলেকে বাঁধতে গিয়ে চোখের জল পড়লেও কিছু করার নেই অসহায় বাবার। ভেবে ছিলেন প্রশাসনিক কোন সাহায্য পাবেন। সেটাও পাননি। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকলেও তা কোন কাজে আসেনি। যদিও স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন এবং ব্লক প্রশাসন পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। মন্ত্রী তাজমুলের সাফাই স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়ে এই চিকিৎসা হয় না। এর আগে বহরমপুরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। পরবর্তীতেও আমরা দেখছি। কিন্তু বিজেপির প্রশ্ন তবে এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রেখে লাভ কি। এর আগে থেকেই বলে দিক এই কার্ডে কারা চিকিৎসা পাবে আর কারা পাবে না। আসলে রাজ্য-জুড়ে অসহায় কোন মানুষ সরকারের সাহায্য পায় না। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান যোজনা প্রকল্প এরা চালু হতে দিচ্ছে না। বাবা বুলমাজন বলেন, একটা ছোট পানের দোকান করে পেটের ভাত জোগাড় করি। সেখানে চিকিৎসার খরচ কোথা থেকে পাব। খুব কষ্ট হয় ছেলেকে বেঁধে রাখতে। যেন এদিক ওদিক চলে না যায়। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপস কুমার পাল জানান, বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি। খোঁজ নিয়ে দেখব। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকলে সেটা দিয়ে ব্যবস্থা করব। প্রশাসন পাশে আছে। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বক্তব্য, দেখুন এই চিকিৎসা তো বহরমপুর বা রাঁচিতে হবে। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়ে এটা হবে না। আমরা এর আগে বহরমপুরে ব্যবস্থা করেছি। পরিবারের পাশে রয়েছি। বিজেপি নেতা রূপেশ আগরওয়ালার কটাক্ষ, তাহলে মন্ত্রী মশাইরা কার্ডে লিখে দিক কোন চিকিৎসা হবে। এই স্বাস্থ্য সাথী কার্ড রেখে তবে কি লাভ। কেন্দ্র সরকারের আয়ুষ্মান যোজনা এরা চালু করতে দিচ্ছে না। আর বাংলার মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে মরছে।

মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের সাহুডাঙ্গি সংলগ্ন শিবনাথ পাড়া এলাকায় বুধবার দুপুরে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুর নাগাদ শিবনাথ পাড়া এলাকায় রেললাইনের পাশে ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপরই খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আবার অভিযান চালালো শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার শিলিগু।রি ৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পুরোনো বহুতলে তৈরি হওয়া নবনির্মিত অবৈধ নির্মান ভেঙে দেয় পুরনিগমের কর্মীরা। জানা গেছে, ওই বহুতল রঙ ও মেরামতের কাজের জন্য পুরনিগমের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, মেরামতের নামে ওই বহুতলে লিফট সহ অবৈধ নির্মাণ তৈরি করা হচ্ছিল। এই খবর পেয়েই পুরনিগমের তরফে অবৈধ নির্মান ভেঙে ফেলার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু বহুতলের মালিক কোনো কথা শোনেননি। এরপরই এদিন সেই বহুতলে অভিযান চালিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল পুরনিগম। এর পাশাপাশি বহুতলে তৈরি করা লিফটিও বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নদীয়ায় আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারী চক্রের তিন সদস্য গ্রেফতার, বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এসটিএফ ১৬ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে নদীয়া জেলার পলাশিপাড়ায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক এর কাছে আসমা অটোমোবাইলসের কাছে একটি অভিযান চালায় এবং আন্তঃরাজ্যের মাদক পাচারকারী চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করে। এইসময় বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়। এসটিএফ দল একটি ট্রাক ও একটি মোটরসাইকেলও আটক করেছে। ধৃতরা হলেন কবিজুল মন্ডল (৩৩) নদীয়ার পলাশিপাড়ার বাসিন্দা, নরেন্দ্র কুমার (২০) উত্তরপ্রদেশের ইটা শহরের বাসিন্দা এবং যোগেশ কুমার (২৭) উত্তর প্রদেশের ইটা শহরের বাসিন্দা। বাজেয়াপ্ত ওষুধের মধ্যে রয়েছে ১০০ কেজি আলপ্রাজোলাম এবং ২১০ কেজি অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড। পাচারকারীদের কাছ থেকে উত্তরপ্রদেশের একটি নিবন্ধিত ট্রাক এবং একটি পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধিত মোটরসাইকেলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ধৃত এই তিন ব্যক্তি একটি আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারী চক্রের অংশ, যারা পশ্চিমবঙ্গে মাদক এনে বিপুল মুনাফা অর্জনের পরিকল্পনা করছিল। এই বিষয়ে, নদীয়ার কালীগঞ্জ থানায় এমডিপিএস আইন, ১৯৮৫- এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পাচারের আগে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার চাপড়া থানার খ্রীস্ট পাড়া এলাকায় একটি বাড়ির থেকে। চাপড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করল ৩০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ ফেনসিডিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ ওই বাড়ির উপরে নজর রাখছিল। রাতে বেলায় বাড়িতে হানা দেয় চাপড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিন্দ্য মুখার্জির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বাড়ির তালা ভেঙে ঘরের ভিতরে খাটের নিচে পেটিতে ভিতরে রাখা ছিল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। ঘটনাস্থলে আসেন কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে ডিএসপি শিল্পী পাল বাড়িটি সিল করে দেয় পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বাড়ি মালিকের নাম প্রকাশ করেনি। কোথা থেকে এলো নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

অগ্নি সংযোগের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ তুফানগঞ্জ অন্দরান ফুলবাড়ী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ঘটানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। এই বিষয়ে অন্দরান ফুলবাড়ী ২ তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান আশার আলী বলেন, গতকাল তৃণমূলের অঞ্চল যুব সভাপতির বাড়ির সামনে বোমা রেখে যায় বিজেপি। আর আজ আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপ বা উত্তেজনা রয়েছে গোটা এলাকায়।

আবারও ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু। মৃত শ্রমিকের নাম সোমনাথ দেবনাথ (৩২)। বাড়ি বীরভূমের নলহাটি থানার অন্তর্গত পানিটা গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে মহারাষ্ট্রের থাণের একটি নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামলেও মৃত্যুর আসল কারণ এখনও জানা যায়নি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত দেড় বছর থেকে মহারাষ্ট্রের একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজ করতেন সোমনাথ। পরিবারের দাবী, মঙ্গলবার রাতে মুম্বই থানে থেকে কোন এক পুলিশ অফিসার ফোন করে জানান, তাদের ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রের থানেতেই থাকতেন সোমনাথ। দেড় বছর ধরে ওখানেই কাজ করতেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বর পরিবারের সঙ্গে ফোনে শেষবারের মতো কথা হয় সোমনাথের। এরপর মাঝের কয়েকটা দিন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি তিনি। আচমকা মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র পুলিশের থেকে ফোন পেয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে সোমনাথের পরিবারে। মহারাষ্ট্র পুলিশের তরফে জানানো হয়, থানের একটি নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে সোমনাথের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতের ছোট ভাই সুকান্ত দেবনাথ জানান, গত দু মাস আগে দাদা বাড়ি থেকে গিয়েছিল। দাদার সঙ্গে ১৪ তারিখ রাত ১০ টায় শেষবার কথা হয়। মঙ্গলবার রাতে আমার কাছে ফোন আসে। এক পুলিশ অফিসার ফোন করে জানায় দাদাকে খুন করা হয়েছে। আপনারা সনাক্ত করে দেহটা নিয়ে যান। রাত এগারোটার সময় নলহাটি থানায় জানাই। থানা থেকে আমাকে জানানো হয় যে এটা সত্যি খবর আপনারা চলে যান। আমরা মৃতদেহ আনতে যাব যার জন্য টাকার বন্দোবস্ত করছি। তবে আমি চাই দোষীদের শাস্তি হোক। বুধবার পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ আনার জন্য মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এই খবর পাওয়ার পরই গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গত আগস্ট মাসেই হরিয়ানায় বাংলারই এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার এক মাস কাটতে না কাটতেই এবার মহারাষ্ট্রে উদ্ধার বীরভূমের এক পরিযায়ী শ্রমিকের গলাকাটা দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

২জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) সদস্যরা ভারতীয় সীমান্তে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী এক মহিলাসহ দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে। যদিও শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে ধৃত দুজনকেই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বুধবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীন ৬১ তম ব্যাটালিয়ন বিএসএফের বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) বালুপাড়ার সীমান্তরক্ষীরা পৃথক অভিযানে এক মহিলাসহ দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত পুরুষ বাংলাদেশি নাগরিকের নাম তন্ময় দেবনাথ (২৪) তবে মহিলার নাম প্রকাশ করা হয়নি। আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের জিজ্ঞাসাবাদের পর, উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্র নিয়ে বিএসএফ পতাকা বৈঠক করে এবং শুভেচ্ছা বার্তা হিসেবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

রূপনারায়ণ নদের বাঁধ রক্ষায় রাত জাগলেন গ্রামবাসীরা, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর ঃ মহিষাদলের অমৃতবেড়িয়ায় রূপনারায়ণ নদের বাঁধ রক্ষা করতে রাত জাগলেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০ নাগাদ পূর্ণিমা কোটালে জোয়ারের জল বাড়তেই বাঁধ ভাঙার আশঙ্কায় ঘুম উড়ে যায় বাসিন্দাদের। অমৃতবেড়িয়ার ওই জামাইপাড়া এলাকায় কয়েকদিন আগে ভয়াবহ ভাঙন হয়। বাঁধ মেরামতের পরও দু'বার ধসে যায়। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ ফের বাঁধে ধসে গিয়ে ভাঙন দেখা দেয়। জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি নিজে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত বাঁধ মেরামত শুরু করতে বলেন সেচের ইঞ্জিনিয়ারদের। রাতে বাঁধের অবস্থা খতিয়ে দেখতে যান মহকুমাশাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়ও। পাশাপাশি নদী বাঁধের পাশে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া শহরের চাঁপাডালি এলাকা কার্যত পুরোপুরি জলের তলায়। এলাকার দোকান খালি করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তমলুক থেকে পাঁশকুড়া বিডিও অফিসের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শহরে একের পর এক ওয়ার্ড জলমগ্ন হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরায় মঙ্গলবার রাতে কাঁসাই নদী উপচে জলে ভাসল বিস্তীর্ণ এলাকা। লোয়াদা, ভবানীপুর, গায়েসপুর, বীরসিংপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে জলবন্দি হয়ে পড়েছে বহু মানুষ। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রদীপ কর বলেন, বুধবার সকাল থেকে জলবন্দি মানুষদের উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে।

ফর্ম নং URC-2

XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা বিজ্ঞাপন [কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানিগুলির বিধি ৪(১) (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী]

১. নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (CRC), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (IICA), প্লট-এ নিবন্ধকের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর V, IMT মানেসার জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা) পিন কোড-১২২০৫০ যে PRIME INFOSERV LLP একটি ব্যবসায়িক সত্তা কোম্পানি আইন ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর অংশ ১ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ টেক সেলস অ্যান্ড সার্ভিসেসের ব্যবসা এবং প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান

৩. খসড়া স্মারকলিপির একটি অনুলিপি এবং প্রস্তাবিত কোম্পানির সংস্থার নিবন্ধগুলি ৬০ সিবাচল রোড, বিরাটি, কলকাতা - ৭০০০৫১, পশ্চিমবঙ্গের অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (CRC), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (IICA), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর V-এর নিবন্ধকের কাছে লিখিতভাবে জানাতে পারেন। IMT মানেসার জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা) পিন কোড-১২২০৫০ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

PRIME INFOSERV LLP এর জন্য
আবেদনকারীর নাম(গুলি)
স্বা /-সুশোভন মুখোপাধ্যায়, মনোনীত অংশীদার
স্বা /- সাইলেন সেনগুপ্ত, মনোনীত অংশীদার

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/SNIT-10/2024-25 [Sl. No.-1 to 2]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 2 (Two) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on **23.09.2024 up to 13.00 Hours**. Details may be seen at the website : **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101

Short Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ38/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_753186_1
Last date of submission of bid :- 21.09.2024 up to 05:00Hrs
Name Of Work: Supply & Installation of Compound lighting arrangement and allied E.I. works in the premises of Ghatal Sub -Divisional Hospital, Ghatal, Paschim Medinipur.
&
Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ39/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_753188_1
Last date of submission of bid :- 03.10.2024 up to 14:00Hrs
Name Of Work: S & Installation of Compound light for entire Hostels building of Midnapore Medical College & Hospital, Paschim Medinipur.

Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website www.pwdwb.gov.in For all details and online tender submission visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
SE,SWEC,PWDte

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল নারায়নী মন্ডল স্বামী দুলাল চন্দ্র মন্ডল, সাং-সোনাডাঙ্গা, পোঃ- বিহারিয়া, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হইতেছে। রুকুনপুর মৌজায় ৩০৬৮ নং দলীলমূলে রুপম বিশ্বাস এর নিকট হইতে ১৩৫৯৯ নং দাগের উপর ০.২২০০ শতক পরিমাণ সম্পত্তি ১৩.০২.২০০৭ তারিখে সদর বহরমপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯ নং আমোক্তারনামা দলিলে মূলে সুখেন্দু শেখর বিশ্বাস এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে এবং **MN/2024/1211/45794** নং নাম আমোক্তারনামা কেস মূলে হরিহরপাড়া বি.এল. এন্ড এল আর. ও (**B.L & L.R.O**) অফিসে রেকডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে হরিহরপাড়া **B.L & L.R.O** অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো যাইতেছে যে ১) শ্রী সুব্রত কুমার দে, পিং সুকুমার দে, ২) শ্রীমত্যা গীতারানী দে, স্বাঃ সুকুমার দে, উভয়ের সাং আমাদপুর বাজারতলা, পোঃ - আমাদপুর, থানা -মেমারী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৫৪, উভয়ের দ্বারা বিগত ইংরাজী ২০২৩ সালে মেমারী এ.ডি.এস.আর. অফিসের ১ নং বহির ০২১০-২০২৩ নং ভল্যুমে লিপিকৃত ০২১০০৪৪০৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামাপত্র বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী তপন কুমার দে, পিতা স্বর্গীয় খগেন্দ্র কুমার দে, সাকিম মেরুয়া, পোঃ - আমাদপুর, থানা- মেমারী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৫৪, মহাশয় পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী থানা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস অন্তর্গত আমাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন ১২৮ নং জে.এল. ভুক্ত আমাদপুর মৌজার এল.আর. ৫৩৩১ ও ৫৩৩৬ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ২৮২৮ দাগের ৩.৩০৫ শতক পরিমান সম্পত্তি শ্রী সুদীপ দাস, পিং মানিক দাস, সাং ও পোঃ- মালম্বা, থানা- মেমারী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪২৬ মহাশয়কে বিগত ইংরাজী ২০২৪ সালে মেমারী এ.ডি.এস.আর. অফিসের ৮১৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন।

উক্ত সুদীপ দাস মহাশয় উক্ত সম্পত্তি তাহার নাম পর্চায় নথিভুক্ত করিতে চাহেন। এই বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে মাননীয় বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও, মেমারী-১ মহাশয়কে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে জানাইবেন, নচে তাহার পরবর্তী কালে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

আবুল হাবিব (অ্যাডভোকেট)
এনরোলমেন্ট নং.- **WB/1622/2003**
জেলা- জর্জ কোর্ট বর্ধমান

Government of West Bengal
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah.
P.O: Udaynarayanpur, Dist: Howrah, PIN: 711226
PRESS NOTICE

E-Tender No **WB/HWH/UNPUR/NIET-2/BDO/24-25, & WB/HWH/UNPUR/NIET-3/BDO/24-25** for 06 nos. & 01 Nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. Tender ID- **2024_ZPHD_751641_1 to 2024_ZPHD_751641_6 & 2024_ZPHD_752638 _1.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/239/e-Tender/2024-25, Dated: 18.09.2024

(Construction of Concrete road Drain, Road & Bullah Pilling at different ward of Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:-
i) WB/HOW/DPS/DGP/203/NIT6/24-25

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Domjur Gram Panchayat, Domjur Block Dev. for implementation of Five (05) no. work within Domjur Gram Panchayat, Howrah.

Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Domjur Gram Panchayat

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
Regd. Off. Britannia Industries Limited, 5/1A, Hungerford Street, Kolkata, West Bengal, 700017

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as lost/misplaced and the Company intends to issue duplicate certificates in lieu thereof, in due course.

Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof.

Name of the Share Holder	Folio No.	No. of shares f.v. Re.2/-	Certificate No.	Distinctive Nos.
Mr. Mahadeo Watve	M003464	365 Equity Shares Of FV Rs. 2/-	2407	116254581-116254945

Place: KOLKATA
Date: 19/09/2024

Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra PS: Purulia (M) Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 8/2024-25/CDGP dated-18/09/2024

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund.
i) Date of Sale of tender document: **18/09/2024 to 25/09/2024**
ii) Last date of submission of tender documents: on or before **25/09/2024 upto 06.00 PM.**
Date of opening of technical bid: on **27/09/2024 (at 6.00 PM onwards).**
iv) Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Chharra-DumdumiGram Panchayet

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/SUPL/e-NIT-003/2024-25, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-65/2024-25(2 nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-66/2024-25(3 rd Call) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-67/2024-25(3 rd Call)**. Bid Submission closing date (Online)- **25/09/2024 instated of 17/09/2024** and Bid Submission opening date (Online) **27/09/2024 instated of 19/09/2024.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
Vill:-Tilabani, Post:-Bauridiha, Dist:-Bankura, Pin:-722121
NIeT–08/HirGP/2024-25

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced, Contractors for Installation of Solar Submersible with Overhead Tank and Solar Light at 5(Five) differet places. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid(Online): **27.09.2024 up to 12.00 hrs**. Date of opening of Technical at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **30.09.2024 from 12.00 hrs.** For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works:

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/034/2024-2025/R
Name of work : **Removal of silt & slush from surface drain and sewer line at Halder Para and other location near premises no. N58, N70, J324 etc in Ward No.-133, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,96,598.22**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/024/2024-2025/R
Name of work : **Construction of concrete passage with allied drainage work near H/No. U-140 S.A. Farooquie Road in Ward No.-139, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,66,051.13**. Earnest Money: **Rs. 7,400.00**. Period of Completion: **75 Days**. Last date and time of submission of bid: **01.10.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). Date of opening of tender: **03.10.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2).

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/027/2024-2025/R
Name of work : **Construction of latrine with septic tank (4 nos.) at Patharpota Lane etc. in Ward No.-136, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,83,467.38**. Earnest Money: **Rs. 7,700.00**. Period of Completion: **120 Days**.

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/032/2024-2025/R
Name of work : **Development of drainage system & ancillary works at Kasai Para N/H/No. I-7/D, I-139/A & Mudialy Road Bye Lane N/H/No. P-77 in Ward No.-135, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,27,785.55**. Earnest Money: **Rs. 6,600.00**. Period of Completion: **75 Days**.

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/009/2024-2025/R
Name of work : **Repairing of C.C. and I.P.S. pavement with ancillary works at Rameshwarpur Road, Bengali Bazar, Iron Gate Road etc. N/H/No. P-215/B/1, I-220/D, B-162/C, B-154, B-39/A/1 etc. in Ward No.-135, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,42,510.89**. Earnest Money: **Rs. 8,900.00**. Period of Completion: **120 Days**.

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/034/2024-2025/R
Name of work : **Improvement of cement concrete passage with allied work at T-159, Murray Road in Ward No.-138 under Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,49,200.08**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/035/2024-2025/R
Name of work : **Improvement of cement concrete passage at Y-89, Mader Saheb Math Road in Ward No.-138 under Br-XV**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,55,185.84**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **03.10.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 3 to 7). Date of opening of tender: **05.10.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 3 to 7). The bid forms and other details are available on and from **21.09.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) and **23.09.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 3 to 7). The website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/87 (1st call)
Name of work : **Repairing of damaged road surface at different places of Chetla Central Road, Hasting Park Road, portion of C.G.R Road etc under Br-IX**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,98,143.79** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/92 (1st call)
Name of work : **Repairing of trench disturbed by P.U Agency at Chetla Central Road, Mayurbhanj Road etc. under Br-IX**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,97,659.03** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of all bids: **28.09.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2).

3. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/473 (1st call)
Name of work : **Painting of kerb & railing at P. A. Shah Connector from Mondalpara Bridge to E. M. Bypass under Br-XII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,83,536.14** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **15 Days**.

4. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/463 (1st call)
Name of work : **Painting of kerb & railing at Raja S. C. Mullick Road from KPC Medical College to Baghajatin More under Br-X**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,98,845.26** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

5. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/462 (1st call)
Name of work : **Painting of kerb & railing at Raja S. C. Mullick Road from Jadavpur P. S. to KPC Medical College under Br-X**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,99,415.10** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

6. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/465 (1st call)
Name of work : **Painting of kerb & railing at P. A. Shah Connector from K. P. Roy Lane to Mondalpara Bridge under Br-XII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,83,714.50** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **15 Days**.

7. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/235 (1st call)
Name of work : **Repairing of road surface disturbed by P. U. Agencies and Pothole at different places of Nayabad Area under Br-XII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 3,60,413.91** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 7,300.00**. Period of Completion: **30 Days**.

8. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/348 (1st call)
Name of work : **Painting of kerb & railign at Raja S. C. Mullick Road from Baghajatin More to B. P. Connector under Br-XII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,98,690.23** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

9. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/351 (1st call)
Name of work : **Repairing of road at B. P. Connector in front of Shanti Sangha Club and other places in W/101, Br-XII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,95,561.16** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **180 Days**.

10. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/385 (1st call)
Name of work : **Repairing of damaged road at different places of Santoshpur Road under Br-XV**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,94,217.02** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.

11. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/383 (1st call)
Name of work : **Repairing of damaged road at different places of Karbala Road in Ward No.-139 under Br-XV**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,83,244.51** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.

12. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/384 (1st call)
Name of work : **Repairing of damaged road at different places of Slaughter House Road in Ward No.-139 under Br-XV**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,91,525.10** (Excl. contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.

13. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/472 (1st call)
Name of work : **Repairing of road surface including drainage ancillaries at E. M. Bypass (Opp. Hotel Hyatt Regency) in Wd. No.-33 under Br-III**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,31,987.32**. Earnest Money: **Rs. 8,700.00**. Period of Completion: **30 Days**.

14. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/393 (1st call)
Name of work : **Priming and painting on road side kerb at E. M. Bypass from the junction of Chaulpatty Road to crossing of Salt Lake Stadium Road in Ward No.-33 under Br-III**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 3,53,584.84**. Earnest Money: **Rs. 7,100.00**. Period of Completion: **45 Days**.

15. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/394 (1st call)
Name of work : **Painting on guard railing at E. M. Bypass from Jn. of Maniktala Main Road to Jn. of Narkeldanga Main Road under Br-III**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,90,241.07**. Earnest Money: **Rs. 9,850.00**. Period of Completion: **45 Days**.

16. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/395 (1st call)
Name of work : **Maintenance of road side kerb including priming and painting at E. M. Bypass from the crossing of Maniktala Main Road to Salt Lake Stadium Road junction under Br-III**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 3,60,982.06**. Earnest Money: **Rs. 7,250.00**. Period of Completion: **45 Days**.

17. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/396 (1st call)
Name of work : **Maintenance of road side kerb including priming and painting at E. M. Bypass from Jn. of Maniktala Main Road to VIP Bridge (near AA Block entrance) in Ward No.-32 under Br-III**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,42,849.04**. Earnest Money: **Rs. 8,900.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **01.10.2024** at **12 noon** (for sl. no. 3 to 17). The bid forms and other details are available on and from **20.09.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 to 9) / **21.09.2024** at **12 noon** (for sl. no. 10 to 13) and **23.09.2024** at **12 noon** (for sl. no. 14 to 17). The website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 17).

613/24-25

ওয়েটিং লিস্টে সরফরাজ-ধ্রুব, কনফার্ম টিকিট পন্থ-রাহুলের!

চেন্নাই, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ টেস্ট শুরু হবে আগামিকাল। শান্তর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২টো টেস্ট খেলবে রোহিতের টিম ইন্ডিয়া। সিরিজের প্রথম টেস্টে কেমন হবে ভারতের একাদশ? কে পাবেন সুযোগ? কে পড়বেন বাদ? এ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। এ বার ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর প্রেস কনফারেন্স করে যেন অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন। দলে জায়গা তো ১১ জনই পাবে। যে কারণে, কাউকে না কাউকে তো বাদ পড়তেই হবে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গৌতি জানিয়েছেন, সরফরাজ খান ও ধ্রুব জুরেলকে এখন অপেক্ষা করতে হবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটা আসে, তা হলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একাদশে কি ঋষভ পন্থ ও লোকেশ রাহুলের জায়গা কনফার্ম? উত্তরে কী বললেন গম্ভীর? সরফরাজ খান ও ধ্রুব জুরেল এই দুই তরুণ ক্রিকেটার যে প্রতিভাবান তা উঠে এসেছে গম্ভীরের কথায়। কিন্তু একাদশে যে প্লেয়াররা ফিট করবেন, তাঁদেরই নেবে দল। এই তত্ত্বেই হাঁটছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গৌতম বলেন, ''আমরা কাউকে বাদ দিচ্ছি না। আমরা তাঁদেরই নিচ্ছি, যাঁরা একাদশে ফিট করছে। জুরেল একজন অসাধারণ প্লেয়ার। কিন্তু পন্থ ফিরে এসেছে। ফলে মাঝে মাঝে কাউকে তো অপেক্ষা করতেই হবে। সরফরাজের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই। আরও সুযোগ আসবে। ততক্ষণ তো অপেক্ষা করতেই হবে।'' ঋষভ পন্থ যে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার ব্যাটার, তা বলার অপেক্ষা

রাখে না। বাংলাদেশ টেস্টে তিনি যে একাদশে জায়গা পাকা করে নিয়েছেন, তা বলাই যায়। একইসঙ্গে সরফরাজ ওয়েটিং লিস্টে মানে লোকেশ রাহুলের টিকিটও কনফার্ম বলা যায়। পন্থের মতো তারকাকে বাদ দিয়ে একাদশ, এ কথা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ভাবে না। ঋষভের ব্যাটিং, উইকেটকিপিং নিয়ে গম্ভীর বলেন, ''আমরা সবাই জানি ও কতটা বিধ্বংসী হতে পারে এবং ও অতীতে কেমন পারফর্ম করেছে। ওর বয়সী অন্যরা এই পারফরম্যান্স দেখাতে পারেনি। ব্যাটিং এবং স্টাম্পের পিছনে ও অসাধারণ।'' এ বার দেখার টেস্ট ক্রিকেটে ঋষভ পন্থের প্রত্যাবর্তন কেমন হয়। বাংলাদেশের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও টেস্ট সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। আর তার পর চলতি বছরের শেষের দিকে রয়েছে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি। সেখানেও পন্থ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এদিন প্রেস কনফারেন্সে জসপ্রীত বুমরার ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন গৌতম। তিনি বলেন, ''আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটে জসপ্রীত বুমরা বিশ্বের অন্যতম সেরা জোরে বোলার। ওকে ড্রেসিংরুমে পেয়ে আমরা আপ্লুত। ওর মতো ক্রিকেটার আমাদের দলে রয়েছে, যা অত্যন্ত গর্বের। ও এমন এক প্লেয়ার যে, ম্যাচের যে কোনও পরিস্থিতিতে মোড় ঘোরাতে পারে।'' বুমরার টেস্টে খেলার তাগিদ বিশেষ ভালো লাগার জায়গা গৌতমের। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, ''বুমরার মধ্যে যে জিনিসটা খুব ভালো লাগে, তা হল ওর টেস্ট ক্রিকেট খেলার তাগিদ। ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-২০ ফর্ম্যাটে ও কী করেছে, তা সকলের জানা। লাল বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে ও কেমন খেলেছিল, সেটাও জানা সকলের।'' এ বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে হওয়া টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ২৬টি উইকেট নিয়েছিলেন। আর ১৯টি উইকেট নিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। গৌতমের কথা থেকে পরিষ্কার, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে বুমরার উপর অতিরিক্ত আস্থা রাখতেই পারে টিম ইন্ডিয়া। টেস্টে বুমরার পারফরম্যান্স সেই ভরসার জায়গাটা এনে দিয়েছে। অবশ্য শুধু টেস্টে নয়, বুমরা তিন ফর্ম্যাটেই বেশ উজ্জ্বল।

আইসিসি ক্রম তালিকায় আরও নামলেন হার্দিক

দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন যে টি-টোয়েন্টি ক্রম তালিকায় এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়েছেন। টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফরম্যাটে অলরাউন্ডারদের নতুন ক্রম তালিকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলা টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করার পর সব খেলোয়াড়কে পেছনে ফেলে পয়েন্ট টেবিলের প্রথম স্থান অর্জন করেছেন লিভিংস্টোন। অন্যদিকে ক্রম তালিকায় আরও অবনতি হয়েছে ভারতের তারকা ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়ার। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হার্দিক পান্ডিয়ার পারফরম্যান্স খুব একটা ভাল ছিল না। যে কারণে তাঁকে সাত নম্বরে নেমে যেতে হয়েছে। আইসিসি টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডার ক্রম তালিকায় ২১১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টয়নিস। ২০৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা ও ২০৬ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে আছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজের প্রথম ম্যাচে ৩৭ রান করার পাশাপাশি ৩ উইকেট নিয়েছিলেন লিভিংস্টোন। দ্বিতীয় ম্যাচে ৮৭ রানের পাশাপাশি নিজের নামের পাশে ২ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন।

সৌরভের টিম থেকে ছাঁটাই

আইপিএল-এ পঞ্জাবের হাল ধরলেন রিকি পন্টিং

চন্ডীগড়, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে রিকি পন্টিংয়ের ৭ বছরের সম্পর্কে ইতি হয়েছে। তার মাস দু'য়েক পরই আইপিএলে নতুন ঠিকানা পেয়ে গেলেন বিশ্বজয়ী অজি তারকা। এ বার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে প্রীতি জিন্টার পঞ্জাব কিংসের হাল ধরলেন পন্টিং। সালের আইপিএলের পর থেকে পঞ্জাব কিংস প্লে অফে উঠতে পারেনি। ফলে এমন সময় এমন একটা দলের দায়িত্ব নিচ্ছেন পন্টিং, যাঁদের স্বপ্ন প্রথম আইপিএল ট্রফির। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য পঁচিশের আইপিএলের নিলামে অনেক ভেবে চিন্তে হয়তো পন্টিং

পঁচিশের আইপিএলে পঞ্জাবের হয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে এ বার রিকিকে। পঞ্জাব কিংস অজি তারকার সঙ্গে কত বছরের চুক্তি করেছে, তা এখনও ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী মাল্টি ইয়ার চুক্তি হয়েছে পঞ্জাব ও পন্টিংয়ের। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের খবর অনুযায়ী ২০২৮ সালের আইপিএল অবধি পঞ্জাবের কোচ থাকবেন রিকি পন্টিং। ২০১৪ ক্রিকেটারদের নেবেন। রিকি পন্টিংয়ের ডেপুটি কে হবেন? অর্থাৎ পঞ্জাব কিংসে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং কোচের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কারা পালন করবেন, তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। জানা গিয়েছে, পন্টিং নিজেই তাঁর সহকারীদের বেছে নেবেন। এই নিয়ে গত ৮টা আইপিএল মরসুমে ৬ জন কোচ হলেন পঞ্জাবের। পন্টিং কি পারবেন পঞ্জাবের ভাগ্য ফেরাতে? উত্তর সময়ই দেবে।

বায়ার্নের ৯ গোলের ইতিহাসে কেইনের ৪

মিউনিখ, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ গোলবন্যা-দিনামো জাগরেবের বিপক্ষে বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচকে এর চেয়ে সহজে বোধ হয় বোঝানো সম্ভব নয়। অবশ্য এই 'গোলবন্যা' শব্দটাইবা কতটা আর ধরতে পারে! ১১ গোলের ম্যাচ কি আর প্রতিদিন হয়? তবে এমন ম্যাচ না খেলতে হলেই মনে হয় বেশি খুশি হতো জাগরেব। তাদের জালে যে বল জড়িয়েছে ৯ বার। বিপরীতে তাদের করা ২ গোল ঠিক সান্ত্বনাও দিতে পারছে না। দিতে পারার অবশ্য সুযোগ নেই, এর আগে চ্যাম্পিয়নস লিগে কোনো দল যে ৯ গোল হজম করেনি। আর সব মিলিয়ে হিসাব করলে এই ১১ গোল চ্যাম্পিয়নস লিগের কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোল। এর আগে ২০০৩ সালে ১১ গোল দেখা গিয়েছিল মোনাকো ও দিপার্তিভো লা করুনার ম্যাচে। সেই ম্যাচে ৮-৩ গোলে জিতেছিল মোনাকো। আর এই তালিকায় সবার ওপরে আছে ২০১৬ সালের বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও লেগিয়া ওয়ারশর ম্যাচটি। ১২ গোলের সেই ম্যাচে ৮ গোল করেছিল ডর্টমুন্ড। বায়ার্নের এই ৯ গোলের রাতে দারুণ খেলছেন ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন। প্রতিপক্ষের জালে তিনি একাই বল জড়িয়েছেন চারবার। যার মধ্য দিয়ে দারুণ একটি রেকর্ডও গড়েছেন কেইন। চ্যাম্পিয়নস লিগে ইংলিশ খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন ওয়েইন রুনিকে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি রুনির ৩০ গোলের বিপরীতে কেইনের গোল এখন ৩৩। আজ রাতে কেইনের চার গোলের তিনটিই অবশ্য এসেছে পেনাল্টি থেকে। ১৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে যাত্রা শুরু করেন তিনি। ৫৭ মিনিটে করা গোলটি অবশ্য পেনাল্টি ছিল না। তবে ৭৩ ও ৭৮ মিনিটে আবার পেনাল্টি থেকে গোল করে নিজের এক হালি গোলের কোটা পূরণ কেইন। বায়ার্নের জয়ে অন্যদের মধ্যে জোড়া গোল করেন মাইকেল ওলিস। আর একটি করে গোল করেন রাফায়েল গেরেরো, লেরয় সানে ও লেয়ন গোরেসকা। তবে একাধিক গোল বাতিল না হলে জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত। চ্যাম্পিয়নস লিগের এই জয়সহ সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে আছে বায়ার্ন। বুন্দেসলিগায় শীর্ষে থাকা দলটি লিগে ৩ ম্যাচ খেলে প্রতিটিতে জিতেছে।

রিয়ালের জয়ে এমবাপে-এনদ্রিকের গোল

মাদ্রিদ, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ম্যাচের ফল অনেক সময় সঠিক বার্তা দেয় না। যেমন দিচ্ছে না আজ রাতে রিয়াল মাদ্রিদ-স্টুটগার্টের ম্যাচেও। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে ম্যাচের শুরুতে রিয়ালের ওপর রীতিমতো ছড়ি ঘুরিয়েছে জার্মান ক্লাবটি। কিন্তু ম্যাচ জিততে হলে যে গোল করতে হয়, সেই কাজটিই করতে পারেনি তারা। চাপ সামলে রিয়াল ঠিকই ম্যাচে ফিরেছে চ্যাম্পিয়নের মতো। রিয়ালের জার্সিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিষেকে গোল করলেন কিলিয়ান এমবাপে ও এনদ্রিক। আর ঘরের মাঠে বদলে যাওয়া চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল পেল শুভসূচনা। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের জয় ৩-১ গোলে। রিয়ালের হয়ে অন্য গোলটি করেছেন আন্তোনিও রুডিগার। এর মধ্যে অবশ্য আলাদা করে বলতে হবে এনদ্রিকের গোলটির কথা। প্রতিপক্ষ বক্সের কাছাকাছি জায়গা থেকে বল নিয়ে এককভাবে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। এর ফলে রিয়ালের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতাও হলেন এনদ্রিক। রিয়ালের হয়ে গোল করার সময় এনদ্রিকের বয়স ছিল ১৮ বছর ৫৮ দিন। এত দিন এই রেকর্ড ছিল রিয়াল কিংবদন্তি রাউল গঞ্জালেসের দখলে। তিনি গোল করেছিলেন ১৮ বছর ১১৩ দিনে। রিয়ালের মাঠে ম্যাচের প্রথম আক্রমণটা করে স্টুটগার্ট। যদিও কাছাকাছি গিয়েও গোল পায়নি তারা। পাল্টা জবাবে রিয়ালও কয়েকবার আক্রমণে যায় কিন্তু গোলের দেখা পায়নি তারাও। এরপর অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় স্টুটগার্ট। একটু পর অবিশ্বাস্য ভুলে একটি সুযোগও হাতছাড়া

করে তারা। এরপর স্টুটগার্টের সামনে রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়ে রিয়াল। আক্রমণের পর আক্রমণে রিয়াল ডিফেন্সের ওপর ঝড় বইয়ে দেয় জার্মান ক্লাবটি। এ সময় বোঝায় যাচ্ছিল না কোনটি রিয়াল আর কোনটি স্টুটগার্ট। এদিন রিয়ালের পোস্টের নিচে থিবো কোর্তোয়া দেয়াল তুলে না দাঁড়ালে ২০ মিনিটের আগেই কয়েক গোল খেয়ে বসতে পারত বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ধীরে ধীরে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ম্যাচে আধিপত্য তৈরির চেষ্টা করে রিয়াল। দারুণ এক আক্রমণে প্রতিপক্ষের বক্সে ঢুকেও পড়েছিলেন এমবাপে। কিন্তু গোলরক্ষককে ফাঁকি দিতে পারেননি এ ফরাসি তারকা। ২৮ মিনিটে অবশ্য আবারও স্টুটগার্টের প্রচেষ্টা বারে লেগে প্রতিহত হয়। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে জমজমাট ম্যাচে পরের সুযোগটি পেয়েছিল রিয়ালই। কিন্তু তারাও পারেনি গোলের খাতা খুলতে। ম্যাচের ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল রিয়াল। যদিও ভিএআরে যাচাইয়ের পর বাতিল সেই পেনাল্টি। পাল্টাপাল্টি সুযোগ তৈরির লড়াইয়ে এরপর গোলের সুযোগ এসেছিল স্টুটগার্টের সামনে। কিন্তু যথারীতি তারা ধরে রাখে গোল করতে না পারার ধারা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে অবশ্য স্টুটগার্টের চেয়ে রিয়ালের আধিপত্যই ছিল বেশি। যদিও সেই আধিপত্য গোল আদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। বিরতির পর অবশ্য ম্যাচের দৃশ্যপট পুরোপুরি বদলে যায়। ৪৬ মিনিটে রদ্রিগোর অ্যাসিস্টে দূরের পোস্টে ট্যাপ ইন করে গোল করেন এমবাপে। গোলের পর ম্যাচে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটি। একটু পর আবারও সুযোগ আসে এমবাপের সামনে। তব এবার অবশ্য গোলের দেখা পাননি এই ফরাসি তারকা। কিছুক্ষণ পর ভিনিসিয়ুসের শট বারে না লাগলে ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারত রিয়াল। ধাক্কা সামলে প্রতি-আক্রমণ থেকে স্টুটগার্ট অবশ্য চেষ্টা করছিল ম্যাচে ফেরার। কাছাকাছি গিয়ে একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে তারা। তবে ৬৮ মিনিটে বার্নাব্যুর গ্যালারিকে স্তব্ধ করে দেন দেনিজ উনদাভ। স্টুটগার্টকে প্রাপ্য গোলটি এনে দেন তিনি। ম্যাচে সমতা আসার পর দুই দলই গোলের চেষ্টা করেছিল। তবে ফিনিশিং দক্ষতায় বাজিমাত করে রিয়ালই। যদিও দ্বিতীয়বার এগিয়ে যেতে রিয়ালকে অপেক্ষা করতে হয় ৮৩ মিনিট পর্যন্ত। কর্নার থেকে হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রুডিগার। এরপর ম্যাচ শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে প্রায় একক প্রচেষ্টার দুর্দান্ত গোলে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন এনদ্রিক। এই গোল দিয়ে রিয়ালের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে নতুন অধ্যায় শুরু করলেন কদিন আগে ১৭ পেরোনো এনদ্রিক।

টাইব্রেকারের রেকর্ড, ইউনাইটেডের ৭ গোল

ম্যানচেস্টার, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়নস লিগের দিকেই সবার চোখ ছিল গতকাল। সেই দিনেই প্রাক্তন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে খেলতে হলো কারাবাও কাপের ম্যাচ। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে সুযোগ না পাওয়া ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগকে সবচেয়ে বড় জয় উপহার দিয়ে উঠে গেছে কারাবাও কাপ বা লিগ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে। ইংলিশ ফুটবলের তৃতীয় স্তরের দল বার্নসলিকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে ইউনাইটেড। ইউনাইটেডের বড় জয়ের দিনে টাইব্রেকারে নতুন রেকর্ড গড়েছে প্রেস্টন নর্থ এন্ড ও ফুলহাম। টুর্নামেন্টের রেকর্ড ৩৪ শটের পেনাল্টি শুটআউট শেষে প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব ফুলহামকে ১৬-১৫ গোলে হারিয়েছে দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব প্রেস্টন। আগের রেকর্ডটি ছিল ৩২ শটের। ২০১৬ সালে সেই টাইব্রেকারে ডার্বি ১৪-১৩ গোলে হারিয়েছিল কার্লাইলকে। টাইব্রেকারের প্রথম ৩২ শট শেষে ১৫-১৫ সমতা ছিল। ফুলহামের তিমোথি কাস্তানিয়ে ৩৩তম শটটা বার উঁচিয়ে বাইরে মারার পর প্রেস্টনের রায়ান লেডসন গোল করে দলকে জয় এনে দেন।

নির্ধারিত সময় ১-১ গোলে ড্র ছিল ম্যাচটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকার দশে পড়ে থাকা ইউনাইটেডের হয়ে গতকাল জোড়া গোল করেছেন মার্কাস রাশফোর্ড, আলেহান্দ্রো গারনাচো ও ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইউনাইটেডের হয়ে অন্য গোলটি করেছেন আন্তনি। ডাচ কোচ টেন হাগের সময়ে এর আগে ইউনাইটেডের বড় জয়টা ছিল ৪-১ গোলের। রিয়াল বেতিস ও চেলসিকে এই ব্যবধানের হারিয়েছিল টেন হাগের দল। গতকালের ৭-০ গোলের জয়টা ২০২১ সালের পর ইউনাইটেডের সবচেয়ে বড় জয়ও। ২০২১ ওলে গুনার সুলশারের ইউনাইটেড ৯-০ গোলে হারিয়েছিল সাউদাম্পটনকে।

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এই ২টি পরিবর্তন করতে পারে কেরালা ব্লাস্টার্স

কোচি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের নতুন সংস্করণ শুরু হয়েছে। প্রথম ম্যাচে জিততে না পারায় ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় দরকার কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির। কোচির হোম স্টেডিয়ামে ২২ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটি কোচ মাইকেল স্টাহরের প্রশিক্ষণাধীন দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে পঞ্জাব এফসির কাছে পরাজিত হয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। ইস্টবেঙ্গল এফসির বিরুদ্ধে ব্লাস্টার্স লাইন আপে অন্তত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচে কী কী পরিবর্তন করতে পারেন কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ? পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ব্লাস্টার্সের মাঝমাঠ ও রক্ষণভাগের পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিল না। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণভাগে বলের সাপ্লাই ছিল কম। যার ফলে

আক্রমণের ঝাঁঝও খুব বেশি ছিল না। তাই ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে পরের ম্যাচে মিডল ও ফরোয়ার্ড লাইনে ২টি পরিবর্তন আশা করা হচ্ছে। মিডফিল্ডে ক্রিয়েটিভিটি বৃদ্ধি ভিবিন মোহনকে পরের ম্যাচে প্রথম একাদশে জায়গা করে দিতে পারেন কোচ। প্রথম ম্যাচ শেষে কোচ মাইকেল স্টাহর তাঁর পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছিলেন। ভিবিন ছাড়াও প্রথম ম্যাচে না খেলা অধিনায়ক লুনাও থাকতে পারেন ইস্টবেঙ্গল এফসির বিপক্ষে প্রথম একাদশে। অন্য দিকে ইস্টবেঙ্গল এফসিকেও জয়ের পথে ফিরতে হবে। বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে পরাজয় বরণ করে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ মরশুম শুরু করেছে লাল হলুদ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গল এফসিরও আক্রমণভাগের ধার খুব একটা বেশি ছিল না। ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছেন লাল হলুদ বাহিনীর কোচ কার্লেস কুয়াদ্রত। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জয় পেয়েই মাঠ ছাড়তে চাইবেন ইস্টবেঙ্গল এফসির হেড কোচ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে লিভারপুলের দুর্দান্ত জয়

মিলান, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ লিভারপুলের হয়ে আর্নে স্লটের চ্যাম্পিয়নস লিগ অধ্যায় শুরু হলো জয় দিয়ে। এসি মিলানের মাঠে অ্যাওয়ে ম্যাচে লিভারপুলের জয় ৩-১ গোলে। লিভারপুলের জন্য ম্যাচের শেষটা যতটা স্বস্তিদায়ক ছিল, শুরুটা তেমন ছিল না। তিন মিনিটের মাথায় শুরুটা যে হয়েছিল গোল খেয়ে। তবে গোল খেয়ে দমে যায়নি লিভারপুল। দারুণ প্রত্যাবর্তনে ম্যাচটা তারা জিতেছে দুর্দান্তভাবে। লিভারপুলের জয়ে গোল করেছেন ইব্রাহিমা কোনাটে, ভার্জিল ফন ডাইক ও দমিনিক সোবোসলাই। মিলানের মাঠ সান সিরোতে শুরুতে করা গোলটি ছাড়া খুব কমই সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে আয়োজকরা। হুটহাট পাওয়া সেসব সুযোগ ছাড়া ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল লিভারপুলের হাতেই। ৫১ শতাংশ বলের দখল রেখে ম্যাচে লিভারপুল শট নেয় ২৩টি, যার ১১টিই ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে মিলান মাত্র ৮টি শট নিয়ে কেবল ১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে। ঘরের মাঠে ম্যাচের শুরুতেই কাছাকাছি গিয়ে গোলবঞ্চিত হয় মিলান। সে যাত্রায় লিভারপুলকে উদ্ধার করেন ভার্জিল ফন ডাইক। তবে তিন মিনিটের মাথায় ভুল করেননি ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক। অনেকটা একক প্রচেষ্টায় লিভারপুল বক্সে ঢুকে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। গোল খেয়ে জেগে ওঠার চেষ্টা করে লিভারপুল। পরপর কিছু আক্রমণও শানায় তারা। কিন্তু সমতাসূচক গোলটি মিলছিল না

কোনোভাবেই। এর মধ্যে ১৭ মিনিটে মহম্মদ সালাহর শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে হতাশ হতে হয় 'অল রেড'দের। পরবর্তী সময়ে দ্রুত আরও কয়েকবার আক্রমণে যায় লিভারপুল। কিন্তু পাওয়া হয়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। আক্রমণের ধারায় শেষ পর্যন্ত ২৩ মিনিটে ঠিকই ম্যাচে সমতা ফেরায় আর্নে স্লটের দল। ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আরনল্ডের ফ্রি-কিকে জোরাল হেডে বল জালে জ।ান ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাটে। একটু পর ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল লিভারপুল। কিন্তু গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন দিয়েগো জোতা। ৩০ মিনিটের মাথায় আবারও সালাহর শট পোস্টে লাগলে গোলবঞ্চিত হয় লিভারপুল। ৪০ মিনিটে আবারও গোলবঞ্চিত হন সালাহ। এবার তাঁকে রুখে দেন মিলান গোলরক্ষক। তবে সালাহ না পেলেও দ্বিতীয় গোলটা ঠিকই পেয়ে যায় লিভারপুল। এবার কর্নার থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন অধিনায়ক ফন ডাইক। প্রথমার্ধের শেষ দিকে কোডি গাকপোর শট মিলান গোলরক্ষক ঠেকিয়ে না দিলে ব্যবধান আরও বাড়াতে পারত লিভারপুল। বিরতির পরও ম্যাচে দাপট ধরে রাখে লিভারপুল। একের পর এক সুযোগ তৈরি গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে যায় তারা। ৪৮ মিনিটে অল্পের জন্য গোল পায়নি স্লটের দল। এরপর চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন মিলানের নিয়মিত গোলরক্ষক মাইক মাইগনান। ৫৭ মিনিটে ফের গোলবঞ্চিত হয় লিভারপুল। তবে আক্রমণের ধারায় ৬৭ মিনিটে ঠিকই গোল আদায় করে নেয় লিভারপুল। কোডি গাকপোর সহায়তায় গোল করেন সোবোসলাই। ৩-১ গোলে এগিয়ে গিয়ে লিভারপুল অবশ্য ম্যাচটা তখনই একরকম শেষ করে দেয়। এরপর মিলান কিছু সুযোগ তৈরি করলেও তা ম্যাচে ফেরার জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না। নতুন যুগের চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম ম্যাচেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্লটের লিভারপুল।

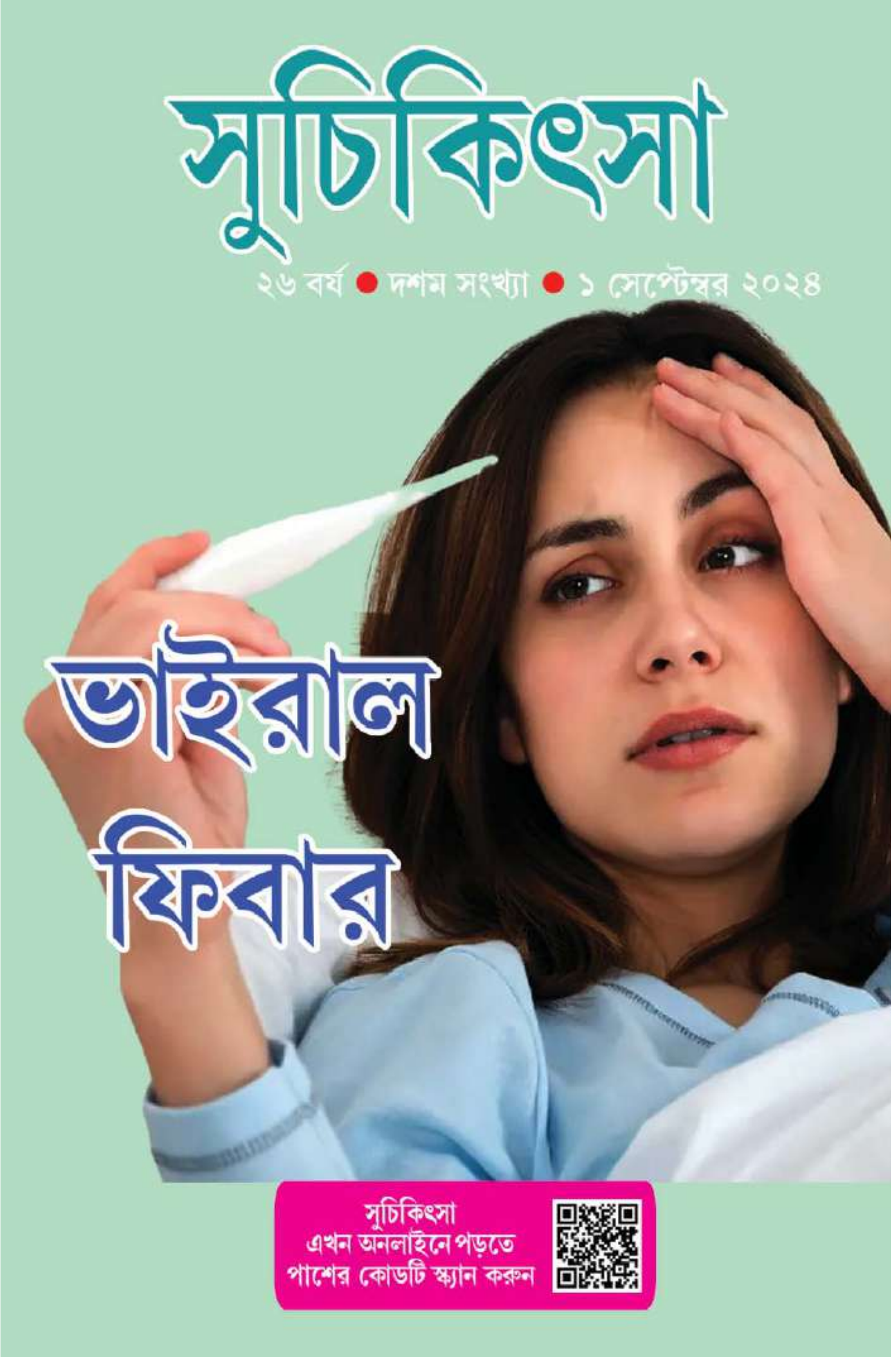

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com